মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২১

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম রাখ। এর কোন তুলনা নেই’ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৫-২৬)।*

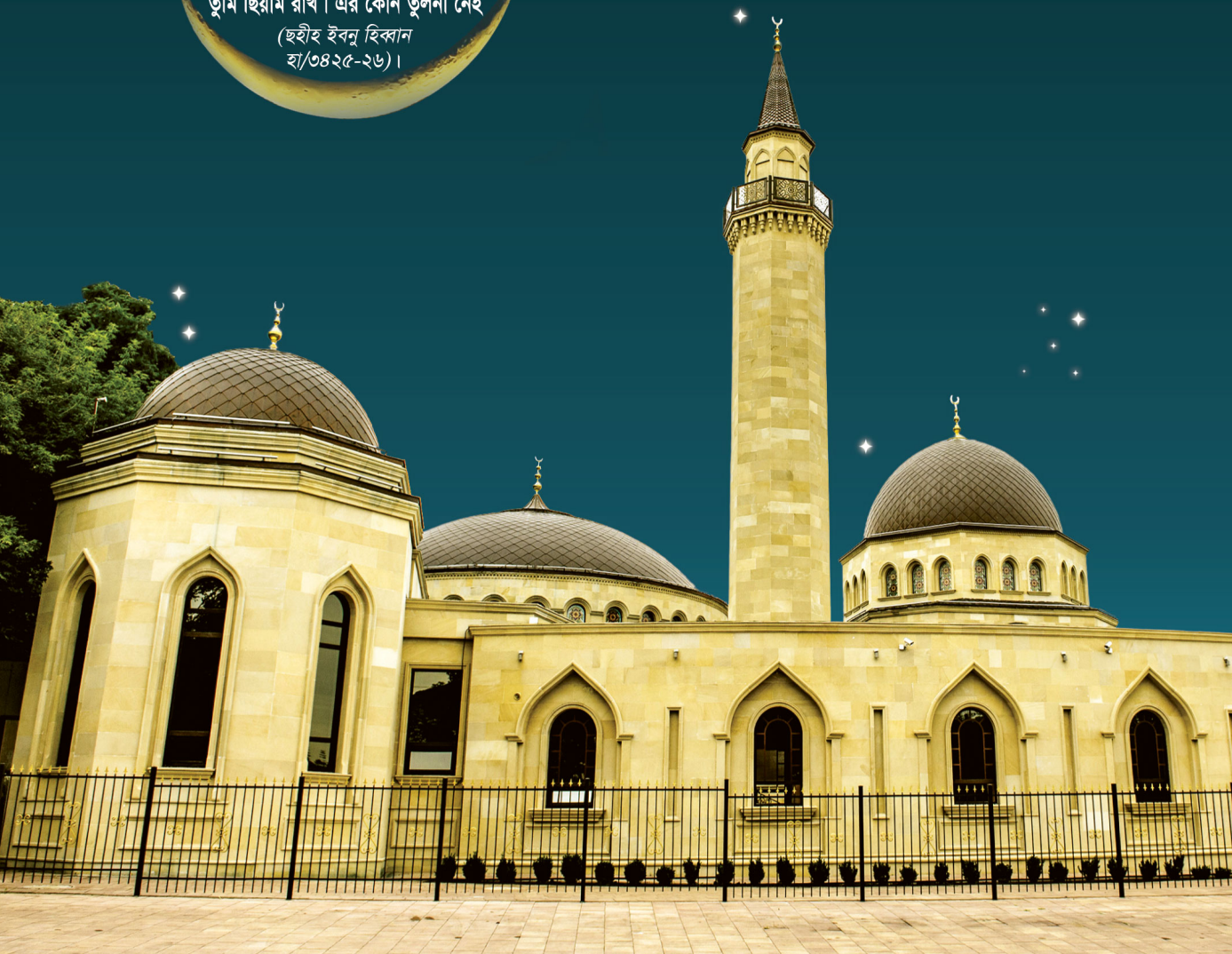

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية و أدبية

جلد : ٢٤، عدد : ٧، شعبان ورمضان ١٤٤٢هـ/ أبريل ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আর-রাহমা মসজিদ, কিয়েভ, ইউক্রেন।

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154.

Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

আমাদের সেবা সমূহ

আবাসিক | মিটিং রুম | রেষ্টুরেন্ট | কনফারেন্স হল | কমিউনিটি সেন্টার | ট্রেনিং সেন্টার

রাজশাহীতে আগত সকল অতিথিদের হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্ববান্ধব আমন্ত্রিত।

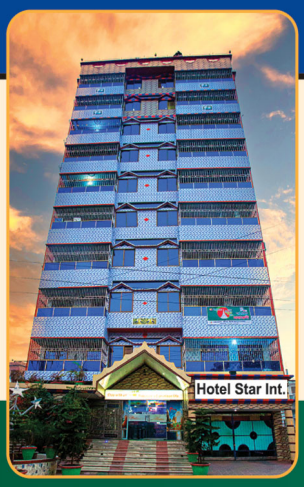

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি, আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

Sony Enterprise

সনি এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইম আলী (সনি)

মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখানে জমি ও প্লট, সহজ ও সুদ বিহিন কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

এখানে রড, এঙ্গেল, বার, সীট এবং যাবতীয় স্টীল সামগ্রী ও সিমেন্ট পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

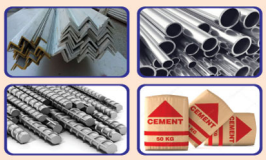

নওদাপাড়া, আমচত্বর থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (তিলোত্তমা) এর পার্শ্বে পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। ম্যানেজার : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান ১৪৪২ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭-২৮ বাং
এপ্রিল ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ আল্লাহ্‌র সাথে আদব সমূহ ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ নববী চিকিৎসা পদ্ধতি ০৯
-ক্বামারুয্‌যামান বিন আব্দুল বারী

♦ মানুষের দো'আয় শামিল হওয়ার উপায় ১৪
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ সমাজ সংস্কারে ফরায়েযী আন্দোলনের ভূমিকা ১৯
-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

♦ কিভাবে নিজেকে আলোকিত করবেন? ২২
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ মনীষী চরিত :

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(নভেম্বর'২০ সংখ্যার পরে)* ৩০
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ ওমর বাণী : -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ৩৬

◈ চিকিৎসা জগৎ : ♦ ডিমেনশিয়া : ভুলে যাওয়া যখন রোগ ৩৭

◈ ক্ষেত-খামার : ♦ একসাথে তিন ফসল আবাদ ৩৮

◈ কবিতা : ৩৯
♦ এসো ন্যায়ের পথে চলি
♦ নিরাপদ নয় মসজিদ
♦ মীলাদ বিদ'আত
♦ সৎ পথে চলো
♦ সোনামণিদের ডাক

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪০

◈ মুসলিম জাহান ৪১

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৩

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০২১

দর্শনীয় স্থানগুলি শিক্ষণীয় স্থান রূপে গড়ে তুলুন!

পৃথিবীতে যেকোন স্থানে যেকোন প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি। এগুলি দেখে বান্দা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। সেকারণ তিনি মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। এর মধ্যে শিক্ষণীয় এই যে, নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গল, সমতলভূমি ও উচ্চভূমি সৃষ্টির মধ্যে কারু কোন হাত নেই। যারা এগুলিকে স্রেফ প্রকৃতির লীলা বলে আত্মতুষ্টি লাভ করে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। সে (নিজের নিরাপত্তার জন্য) ঘর তৈরী করে। অথচ ঘর সমূহের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানত' *(আনকাবূত ২৯/৪১)*। তারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। মানুষ নিজের আত্মাকে না দেখে বিশ্বাস করে। অথচ আত্মার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে পারে না। ধোঁয়া দেখে সেখানে আগুন আছে বলে বিশ্বাস করে। অথচ সৃষ্টি দেখে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহের নিদর্শন সমূহ দেখ, কিভাবে তিনি মৃত যমীনকে জীবিত করেন? এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। আর তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫০)*। অতএব আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখে আল্লাহ্র প্রতি সর্বাধিক আজ্ঞাবহ হওয়া কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

যারা এসব দেখে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত না হয়ে উদ্ধত হয়, তাদের মর্মান্তিক পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিল ৬টি : কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। কওমে নূহ ধ্বংস হয় শিরক ও মিথ্যারোপের পাপে ডুবে থাকার শাস্তি হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। সেদিন তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাউকে তাদের সাহায্যকারী পায়নি' *(নূহ ৭১/২৫)*। বর্তমান পৃথিবীতে যেসব মানুষ বসবাস করছে, তারা সবাই নূহের কিশতীতে উদ্ধার পাওয়া অল্পসংখ্যক মুমিন নর-নারীর বংশধর। আল্লাহ বলেন, 'আর তার বংশধরগণকেই আমরা কেবল অবশিষ্ট রেখেছিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৭৭)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানের সময় উদ্ধত ছামূদ জাতির ধ্বংসস্থল 'হিজর' অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথী ত্রিশ হাযার সৈন্যের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা ঐসব লোকদের বাসগৃহ সমূহে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তাতে তাদের বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হ'তে পারে। তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম কর। এ কথা বলে তিনি নিজে মাথা নীচু করেন এবং দ্রুত উপত্যকা অতিক্রম করেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫১২৫)*। একইভাবে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমকামী জাতি লূত-এর কওমকে ধ্বংস করার বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে গেল, তখন আমরা ঐ ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নীচের ভাগে করে দিলাম এবং তার উপরে একাধারে মেটেল পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলাম' *(হূদ ১১/৮২)*। অর্থাৎ সাদূম সহ বিশাল সাতটি নগরীকে শূন্যে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী উক্ত ধ্বংসস্থলটির বর্তমান আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কি.মি. (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কি.মি. (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল; নবীদের কাহিনী ১/১৬০)। বান্দার উচিৎ এসব স্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতা হ'তে বিরত থাকা।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব লীলাভূমি। এখানকার শীর্ষস্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি নিম্নরূপ : **(১) কক্সবাজার :** এখানে রয়েছে ১২২ কি.মি. বিস্তৃত বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত। যা নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আধার। **(২) সেন্টমার্টিন :** কক্সবাজার যেলার টেকনাফ নদী বন্দর থেকে ১৬ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে ১৭ বর্গ কিলোমিটারের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। যা দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। আরব বণিকগণ তাদের ব্যবসায়িক সফরে এই নারিকেল গাছ অধ্যুষিত দ্বীপে বিশ্রাম নিত। ফলে তাদের মাধ্যমে এখানে প্রথম ইসলাম আসে। তখন থেকে অদ্যাবধি এখানে মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন জাতির বসবাস নেই। **(৩) সুন্দরবন :** মোট ১০,০০০ বর্গ কি.মি. বনভূমির মধ্যে বাংলাদেশ অংশের ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটারের এই বিশাল বনভূমি জাতিসংঘ ঘোষিত বাংলাদেশের ৩টি 'বিশ্ব ঐতিহ্য' (World Heritage)-এর অন্যতম। এখানকার নদীগুলো লোনা পানি ও মিঠা পানির মিলনস্থল হওয়ায় এটি পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। যা ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হ'তে বাংলাদেশের 'রক্ষা ব্যূহ' হিসাবে কাজ করে এবং জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন উৎপাদনের আধার হওয়ায় একে 'বাংলাদেশের ফুসফুস' বলা হয়। **(৪) সাজেক ভ্যালি** বা সাজেক উপত্যকা রাঙামাটি যেলার অন্তর্গত এবং রাঙামাটির সোজাসুজি উত্তরে ১৭২০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। একে 'রাঙামাটির ছাদ' বলা হয়। **(৫) বান্দরবান :** এই পার্বত্য যেলার নীলগিরি-কে 'বাংলার দার্জিলিং' বলা হয়। যা ২২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এছাড়া ১৫০০ ফুট উঁচুতে চিম্বুক পাহাড়, ১২০০ ফুট উচ্চতার 'বগালেক' এবং ৩১৭২ ফুট উচ্চতার 'কেউক্রাডং' পাহাড় অবস্থিত। যেলা শহরের 'নীলাচল' রেষ্ট হাউজটি প্রসিদ্ধ। **(৬) নিঝুম দ্বীপ :** মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত হাতিয়া উপযেলার অর্ন্তগত বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ। ৯১ বর্গ কিলোমিটারের এই দ্বীপটি ১৯৫০ সালের দিকে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠে। ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত এখানে কোন লোকবসতি ছিল না। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এটিকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করে। **(৭) টাংগুয়ার হাওর :** ভারতের মেঘালয়

[বাকী অংশ ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আল্লাহ্‌র সাথে আদব সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ইহকালে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। দুনিয়াতে চলার জন্য মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এই দিক-নির্দেশনা বা হেদায়াত মেনে চললে পরকালে মানুষ পুরস্কার হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং যে আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেছেন সেই আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের কি ধরনের শিষ্টাচার বা আদব বজায় রাখা উচিত সেগুলো জানা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র সাথে আদব সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

১. গায়েবের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ যে সকল খবর দিয়েছেন সেগুলো বিশ্বাস করা :

আল্লাহ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যা অবহিত করেছেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা মানুষের জন্য ওয়াজিব। যেমন বারযাখী বা কবরের অবস্থা, হাশরে বিচার-ফায়ছালা, পুলছিরাত, জান্নাতের নে'মত ও জাহান্নামের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ যে সংবাদ দিয়েছেন, মানুষকে তা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী অভ্রান্ত সত্য। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا، 'আর আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে আছে'? *(নিসা ৪/৮৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاً، 'আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে'? *(নিসা ৪/১২২)*।

২. আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে মানুষের আচরণ সুন্দর হওয়া :

আল্লাহ্‌র সাথে তথা আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে নিয়ে তা আমলে রূপায়িত করলে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলি পরিহার করলে আল্লাহ্‌র সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে তাঁর আদেশ-নিষেধ না মেনে ইচ্ছামত চললে তাঁর অবাধ্যতা হয় এবং তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করা হয়; তাঁর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করার কোন অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا، 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্ত করণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا، 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ، يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ، 'বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব। তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) আল্লাহ ঐসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (কুফরীর) অন্ধকার হ'তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)*।

৩. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের উপরে সন্তুষ্ট থাকা :

মানুষের তাক্বদীর বা ভাগ্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যা অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ বলেন, وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا، 'বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত' *(আহযাব ৩৩/৩৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، 'শুক্রবিন্দু হ'তে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন' *(আবাসা ৮০/১৯)*। মানুষের ভাগ্যের ছোট-বড় সবকিছুই লিখিত আছে। আল্লাহ বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِيْ الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ، 'তারা যা কিছু করেছে, সবকিছুই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*।

সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে মানুষের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، 'আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির তাক্বদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় আল্লাহ্‌র আরশ পানির উপরে ছিল'।[১]

১. *মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।*

রাসূল (ছাঃ)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، 'তুমি আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করবে'।[২] অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، 'আল্লাহ তখন ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। অতঃপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লাওহে মাহফূযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন'।[৩]

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী না হ'লে কোন মানুষ মুমিন হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، 'কোন বান্দাই মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটেনি তা কখনোও তাকে স্পর্শ করবে না'।[৪]

তিনি আরো বলেন, لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِى بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، 'কোন বান্দাই ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনবে- (১) সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন; (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে'।[৫]

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান না আনলে বান্দার আমল আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِى سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. 'আল্লাহ যদি তাঁর আসমান ও পৃথিবীবাসী সকলকে শাস্তি দেন। তারপরও তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলকে দয়া করেন তাহ'লে তাঁর এ দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল থেকে উত্তম হবে। সুতরাং যদি তুমি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র পথে দান কর, তবে তা আল্লাহ কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরে বিশ্বাস করবে এবং জানবে যে, যা তোমার প্রতি আপতিত হয়েছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার প্রতি আপতিত হবে না। এ বিশ্বাস ছাড়া তুমি মারা গেলে জাহান্নামে যাবে'।[৬]

আল্লাহ বান্দাকে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এসব পরীক্ষায় যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ ছওয়াব। আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ، 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতি দ্বারা এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। আর এসব বিষয় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ، 'পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখিনি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ' *(হাদীদ ৫৭/২২)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ، 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا، 'ঐসব লোকদের কোন কল্যাণ হ'লে তারা বলে এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন অকল্যাণ হ'লে বলে এটি আপনার (অনুসারী হওয়ার) কারণে হয়েছে। তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। অতএব ঐ লোকদের কি হ'ল যে, ওরা যেন কোন কথাই বুঝতে চায় না'? *(নিসা ৪/৭৮)*।

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় বান্দার জন্য যা বণ্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ

---

২. *মুসলিম হা/৮; আবূদাঊদ হা/৪৬৯৫; মিশকাত হা/২।*
৩. *বুখারী হা/৭৪১৮; মিশকাত হা/৫৬৯৮।*
৪. *তিরমিযী হা/২১৪৪; ছহীহাহ হা/২৪৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৮৫।*
৫. *তিরমিযী হা/২১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৮১; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৮৪; মিশকাত হা/১০৪।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৬৯৯; মিশকাত হা/১১৫; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪৪।*

لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ‘তোমার ভাগ্যে আল্লাহ তা‘আলা যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে খুশি থাকলে লোকদের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা ধনী বলে গণ্য হবে’।[৭]

মহান আল্লাহ বান্দাকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। এসব পরীক্ষায় বান্দাকে রাযী-খুশি থাকতে হয়। এতে আল্লাহ খুশি হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য (আল্লাহ্র) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান’।[৮]

সুতরাং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে মুমিন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরকে মেনে নেবে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ ও ঈমানের পরিচায়ক। সেই সাথে সে এ বিশ্বাসও রাখবে যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তাতে হেকমত আছে এবং এতে বান্দার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

৪. দো‘আর মাধ্যমে আল্লাহমুখী হওয়া :

দো‘আ বিনয়-নম্রতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। এজন্য আল্লাহ্র কাছে দো‘আ বা প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ، ‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে ডাকে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি আরো বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ، ‘আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তাতে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’ *(মুমিন ৪০/৬০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ. ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ). ‘দো‘আই হ’ল ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, ‘আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তাতে সাড়া দেব’ *(মুমিন ৪০/৬০)*।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ ‘উত্তম ইবাদত হ’ল দো‘আ’।[১০] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ، ‘মহান আল্লাহ্র নিকটে দো‘আর চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন জিনিস নেই’।[১১]

রাসূল (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، ‘তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ’লে আল্লাহ তা‘আলার নিকটে চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ’লে আল্লাহ তা‘আলার নিকটেই কর’।[১২]

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হ’তে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকটে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন গোনাহ করছ, আর আমি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হ’তে পারে

৭. *তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১; ছহীহাহ হা/৯৩০; ছহীহুল জামে‘ হা/১০০।*

৮. *তিরমিযী হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫।*

৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; তিরমিযী হা/২৯৬৯; আবূ দাঊদ হা/১৪৭৯, মিশকাত হা/২৩৩০, সনদ ছহীহ।*

১০. *ছহীহাহ হা/১৫৭৯; ছহীহুল জামে‘ হা/১১২২।*

১১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৯; তিরমিযী হা/৩৩৭০; মিশকাত হা/২৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৯২।*

১২. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯৫৭।*

না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত'।[১৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বরকতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হ'তে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকটে আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহ'লে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব'।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষকে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। আর এ দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে দো'আ না করলে তিনি রাগান্বিত হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন'।[১৫] যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيْضٍ، 'যখন আমরা মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, তখন সে এড়িয়ে যায় ও দূরে সরে যায়। আর যদি তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/৫১)*।

৫. ছালাত আদায়ের সময়ে উত্তম পোষাকে আল্লাহ্র সামনে হাযির হওয়া :

বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রব আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হয়। সুতরাং আল্লাহ্র সামনে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ানোই কর্তব্য। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, জনৈক সালাফী ব্যক্তির একটি বহু মূল্যবান পোষাক ছিল। যা তিনি ছালাতের সময় পরিধান করতেন। আর তিনি বলতেন, আমার রবের সামনে আমি যখন ছালাতে দাঁড়াই তখন তাঁর জন্য সুসজ্জিত হওয়া আমার প্রভুর হক।[১৬]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের নিদর্শন আল্লাহ তার বান্দার মধ্যে দেখতে পসন্দ করেন। বিশেষত বান্দা যখন তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হয়।[১৭] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নে'মতের প্রকাশ স্বীয় বান্দার মধ্যে দেখতে পসন্দ করেন'।[১৮]

ছালাতে বান্দা মহান আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হয়। এ সময় তাকে যেমন বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করতে হয়। তেমনি সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, يَابَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

৬. ছালাতে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতা বজায় রাখা :

ছালাতে একাগ্রতা বজায় রাখা আল্লাহ্র সাথে পালনীয় অন্যতম আদব। সুতরাং বান্দার জন্য আবশ্যক হ'ল পৃথিবীর সকল দিক ও বিভাগ থেকে মুক্ত হয়ে কেবল ছালাতে মনোনিবেশ করা। এতে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ছালাতে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার আদব হ'ল দাঁড়ানো অবস্থায় ক্বিরাআত পাঠের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা। মুওয়াত্ত্বা মালিকে সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা হচ্ছে সুন্নাত, যে ব্যাপারে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার এটা হচ্ছে আদব। সুতরাং সকল ক্ষমতাশালীদের উর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ এ বিষয়ে অধিক হকদার।[১৯]

৭. প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকালে ক্বিবলার দিকে সম্মুখ বা পিছন ফিরে না বসা :

ক্বিবলা তথা বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরে মুসলমানগণ ছালাত আদায় করে। সুতরাং ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিছন ফিরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا. 'যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে'।[২০]

উল্লেখ্য, মদীনা থেকে কা'বা বা ক্বিবলা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসতে

---

১৩. *মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।*
১৪. *তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; ছহীহাহ হা/১২৭-২৮।*
১৫. *তিরমিযী হা/৩৩৭৩; মিশকাত হা/২২৩৮।*
১৬. *মাদারিজুস সালেকীন ২/৩৬৪ পৃঃ।*
১৭. *ঐ, ২/৩৬৩ পৃঃ।*
১৮. *তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০।*
১৯. *মাদারিজুস সালেকীন ২/৩৬৪।*
২০. *বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৯৪; মিশকাত হা/৩৩৪।*

বললেন। তবে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে ক্বিবলা হওয়ায় সেদিকে সম্মুখ বা পিছন ফিরে বসা যাবে না।

৮. আল্লাহ্র নামের সম্মান করা :

আল্লাহ্র নাম বলা ও লেখার সময় সম্মানের সাথে বলা ও লেখা উচিত। অনুরূপভাবে নাপাক স্থানে কিংবা উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করা। কেননা আল্লাহ অতীব মহান ও অত্যন্ত সম্মান-মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ বলেন, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، 'এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৯০)*। অর্থাৎ আসমান সমূহ বিদীর্ণ হবে আল্লাহ্র বড়ত্বের কারণে। আল্লাহ আরো বলেন, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، 'তোমাদের কি হ'ল যে তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্বকে ভয় পাচ্ছ না'? *(নূহ ৭১/১৩)*।

এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, لا ترجون لله عظمة، 'তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্বকে ভয় পাচ্ছ না'। সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، 'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্র যথার্থ বড়ত্ব প্রকাশ করছ না'?

৯. আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

পৃথিবীতে সব ধরনের নে'মত দিয়ে আল্লাহ মানুষের জীবন-যাপন সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন। না চাইতে আল্লাহ মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিয়েছেন। এসব নে'মত অসংখ্য-অগণিত। যার হিসাব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، 'যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নাহল ১৬/১৮)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ، 'তোমাদের কাছে যেসব নে'মত আছে, তা সবই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে' *(নাহল ১৬/৫৩)*।

আল্লাহ প্রদত্ত এই অগণিত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা মানুষের জন্য আবশ্যিক। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، 'অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর' *(যোহা ৯৩/১১)*। আর নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর নে'মত পেয়েও কৃতঘ্ন হ'লে আল্লাহ শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ، 'আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি খুশী হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তার শুকরিয়া আদায় করে'।[২১]

সুতরাং আল্লাহ্র অগণিত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য যথাযোগ্য প্রশংসা করা মুসলমানদের উপরে ওয়াজিব। তাঁর শুকরিয়া হচ্ছে অন্তরে বিনীতভাবে স্বীকার করা, মুখে গুণগান ও স্তুতির মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাস্তবায়ন করা।

১০. আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করা :

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا، 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা তোমাকে রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

রাসূলের আনুগত্যের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল কৃতকর্ম' *(নূর ২৪/৫২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্রই নাফরমানী করল'।[২২]

---

২১. *মুসলিম হা/২৭৩৪; তিরমিযী হা/১৮১৬; মিশকাত হা/৪২০০।*
২২. *বুখারী হা/৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।*

১১. আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা :

আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে এবং তাঁর যিকর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর। এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪১-৪২)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِكُمْ، 'তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে ও শোয়া অবস্থায়' *(নিসা ৪/১০৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ– 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও যোহরে। বস্তুতঃ তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে' *(রূম ৩০/১৭-১৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, মূসা (আঃ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، 'তোমার কোন বান্দা অধিক আল্লাহভীরু? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহকে) স্মরণ করে এবং (তাঁকে) ভুলে যায় না'।[২৩]

আল্লাহ্র যিকর বান্দাকে আল্লাহ্র নিকটে প্রিয় করে তোলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ذِكْرُ اللهِ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

'আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের স্বর্ণ-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্র যিকর। মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহ্র যিকরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে'।[২৪]

আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া মুমিনের জন্য কর্তব্য নয়। বরং তার অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্র নাম জাগরুক থাকতে হবে। অন্যথা আল্লাহও তাকে ভুলে যাবেন। তিনি বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরা হ'ল অবাধ্য' (হাশর ৫৯/১৯)।

পরিশেষে বলব, সমগ্র জাহানের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ। তাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন কাজ সংঘটিত হয় না। গাছের একটি পাতাও তাঁর অজ্ঞাতে পতিত হয় না। বিশ্ব জাহানের একমাত্র অধিপতি, সমস্ত মাখলূকাতের স্রষ্টা ও পরিচালক মহান আল্লাহ্র সাথে উপরোক্ত আদব সমূহ আমাদের সকলকে পালন করতে হবে। তাহ'লে ইহকাল ও পরকালে সার্বিক কল্যাণ লাভ করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সাথে আদব সমূহ যথাযথভাবে পালনের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৩. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬২১৭; ছহীহাহ হা/৩৩৫০।*

২৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; তিরমিযী হা/৩৩৭৭; মিশকাত হা/২২৬৯; ছহীহুল জামে' হা/২৬২৯।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এর সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ইসলাম যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। তাই ইসলাম রোগ প্রতিরোধের কতিপয় উত্তম ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। যেগুলো মেনে চললে মানুষ সুস্থ থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এখানে তন্মধ্যে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হ'ল।-

পানপাত্রে মাছি পড়লে তা ডুবিয়ে দেয়া : মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হ'তে পারে এমন সব বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সতর্ক করেছেন। এমনই একটি বিষয় হ'ল পান পাত্রে মাছি পতিত হওয়া। মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ-জীবাণু, অন্য ডানায় রয়েছে তার প্রতিষেধক। আর মাছি যখন কোন পাত্রে পতিত হয় তখন রোগ-জীবাণু বিশিষ্ট ডানা ভারী হওয়ায় তা নিচে থাকে এবং প্রতিষেধক বিশিষ্ট ডানা উপরে থাকে। এমতাবস্থায় মাছিটিকে পানপাত্রে না ডুবিয়ে তুলে ফেলে দিলে ঐ পানীয় পান করার কারণে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِىْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً، 'তোমাদের কারো পানীতে মাছি পতিত হ'লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দিবে। অতঃপর তা উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রয়েছে রোগ-জীবাণু আর অপর ডানায় রয়েছে তার প্রতিষেধক'।[১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِى أَحَدِ جَنَاحَى الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِى الْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِى الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ، 'মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ এবং অন্যটিতে প্রতিষেধক রয়েছে। অতএব খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে ডুবিয়ে দাও। কেননা মাছি বিষের ডানাকে প্রতিষেধকের ডানার আগে লাগায়'।[২]

কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ওয়াজীহ বায়েশরী এই হাদীছের আলোকে মাছিকে নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা চালান। জীবাণুমুক্ত কিছু পাত্রের মাধ্যমে মাছের বাযার থেকে কয়েকটি মাছি ধরে নিয়ে জীবাণুমুক্ত টেস্ট টিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নলটি একটি পানির গ্লাসে উপুড় করেন। মাছিগুলো পানিতে পতিত হওয়ার পর উক্ত পানি থেকে কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। তারপর জীবাণুমুক্ত একটি সূঁচ দিয়ে মাছিকে ঐ পানিতেই ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে আগের মত আর জীবাণু নেই, বরং কম। তারপর আবার ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে আবার পরীক্ষা করেন। এমনিভাবে কয়েক বার পরীক্ষা করে দেখেন যে, যত বার মাছিকে ডুবিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, ততই জীবাণু কমেছে। অর্থাৎ ড. ওয়াজীহ এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মাছির একটি ডানায় রোগ-জীবাণু রয়েছে এবং অপরটিতে রোগনাশক ঔষধ রয়েছে।[৩]

ছোট্ট মাছির পাতলা ফিনফিনে ডানার একটাতে থাকে বিষ বা রোগ-জীবাণু আর অপরটাতে থাকে তার প্রতিষেধক এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছেন আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে। যখন মানুষের রোগ-জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, ছিল না এগুলো দেখার জন্য কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র। *সুবহানাল্লাহ*।

কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র মাটি দিয়ে মাজার নির্দেশ : কুকুর অপবিত্র প্রাণী। মল থেকে শুরু করে এমন বস্তু নেই যা, সে ভক্ষণ করে না। এ থেকে শত-সহস্র রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হয়। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুরে মুখ দেয়া পাত্রকে ৭ বার উত্তম রূপে ধৌত করতে বলেছেন এবং একবার মাটি দ্বারা মাজতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ، 'যখন কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিবে তখন পাত্রটিকে সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাজবে'।[৪]

এই হাদীছকে সামনে রেখে লণ্ডনের এক ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তার কল্পনা ছিল, এই হাদীছ থেকে কিছু ত্রুটি বের করবেন। প্রযুক্তির উন্নতির এ যুগে অত্যাধুনিক কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যা দিয়ে পরিস্কার করলে হয়তো মাটির প্রয়োজন হবে না। তিনি একটি পাত্রে কিছু খাদ্য রেখে তা কুকুরকে দিলেন। কুকুরটি তা খাওয়ার পর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, ঐ পাত্রটির মধ্যে অসংখ্য বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে। তারপর সাবানসহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ভাল করে পরিস্কার করার পর আবার উক্ত যন্ত্র দিয়ে দেখেন যে, তাতে জীবাণু রয়েই গেছে। এমনিভাবে বহু বার পরিস্কার করার পরও উক্ত পাত্রটি জীবাণুমুক্ত হয়নি। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর বাৎলে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মাটি দিয়ে পরিস্কার করার পর দেখেন যে, উক্ত পাত্রটি সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় প্রশস্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, এই তত্ত্ব একজন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তি থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে প্রকাশ পাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তার নিজেরলব্ধ জ্ঞান থেকে বর্ণনা করেননি, বরং মহান করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অহী-র মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দ্বীন সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্বপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রকাশ থাকে যে, মাটির মাঝে এমন একটি পদার্থ রয়েছে, যা

** মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।*

১. *বুখারী হা/৩৩২০, ৫৭৮২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৫।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৪, সনদ ছহীহ।*

৩. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৩২-১৩৩।*

৪. *মুসলিম হা/২৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৫; তিরমিযী হা/৯১।*

কুকুরের লালার বিষাক্ত ক্ষুদ্র জীবাণুকে সমূলে ধ্বংস করতে পারে। কুকুরের লালায় মানব জাতির জন্য ক্ষতিকারক জীবাণু রয়েছে। এই মাটি সেই জীবাণুও ধ্বংস করতে সক্ষম।[৫]

মাদকদ্রব্য পরিহারের নির্দেশ : কম হোক বা বেশী হোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক নেশাদার ও মাদকদ্রব্য সেবন করা থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। কেননা এটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও সকল ধরনের অনিষ্টের মূল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'মদ পান করো না। কেননা এটা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি'।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'সকল নেশাদার দ্রব্যই মদ আর সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম'।[৭]

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন, মস্তিষ্কে এমন একটি স্নায়ুতন্ত্রী স্তর রয়েছে যাকে উত্তেজিত করার মতো প্রবল ক্ষমতা এ্যালকোহল তথা নেশাদার দ্রব্যের মধ্যে আছে। এ স্নায়ুতন্ত্রীর নাম হচ্ছে 'ডোপামিন'। যদি ডোপামিন তন্ত্রীতে কম্পন সৃষ্টি হয় তাহ'লে পারকিনসন রোগের পঙ্গুত্ব এসে যাবেই। সাধারণত মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কারণে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক লুপ্ত হয়ে মগজে প্রাথমিক পর্যায়ে বিষের মতো কাজ করে। ফলে প্রতিটি বস্তু থেকে তার অনুভূতি কমে যায়। মনুষ্যত্ববোধ ও অন্তর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জীবনীশক্তি লোপ পায়। স্মরণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তখন তাদের হাত-পা কাঁপে, কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী কথা বলে। চেহারায় ধূসর মলিন ছাপ পড়ে। অবশেষে পাকস্থলী কিংবা লিভারে ক্যান্সার সৃষ্টি করে।[৮]

মাদকাসক্তদের শরীরে মাদক মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন ড্রাগ ব্যবহারের ফলে আসক্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রঙ্কাইটিস, অন্ত্রের ঘা, যৌন দুর্বলতা, সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে। এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নিলে এইডস, হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি' সহ বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্রমাগত হারে এদের রোগ-ব্যাধি বাড়তেই থাকে। এদের রোগ-ব্যাধি বেশী হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।[৯]

বিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য পেশ করেছেন।

* মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস করে দেয়, যা কোনভাবেই সারানো সম্ভব নয়। * মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে দেহের ত্বকের ইলাস্টিসিটি ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায়। * অনেক সময় মদ্যপায়ীরা আইকেমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। * অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তি পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হয়। * মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে হজমশক্তি হ্রাস পায় এবং খাদ্য স্পৃহা কমে যায়। * মাদকদ্রব্য সেবনকারী লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ। * অতিরিক্ত মদ পান করলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর হয় এবং রক্তের চাপ বেড়ে যায়।[১০] * মাদকাসক্তদের স্নায়ুতন্ত্র, মুখগহ্বর, গলা, স্বরতন্ত্র (Voice Box) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। * মদের সাথে সাথে যারা ধূমপান করে তাদের পাকস্থলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি হ'তে পারে। * মাদক একটি ধীরগতি সম্পন্ন বিষক্রিয়া (Slow poison), যা মাদকসেবীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে।

ধূমপান এবং তামাক, জর্দা, গুল সেবন : বলা হয়, Smoking is the first step of intoxicant. 'নেশার জগতে যাওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে ধূমপান'। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সামান্য নেশাদার দ্রব্যও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যে জিনিসে অতিমাত্রায় নেশা আনয়ন করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম'।[১১] ধূমপায়ী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করো না'।[১২]

ধূমপানের জন্য বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় (২০১২-এর হিসাব অনুযায়ী)। বিশ্বে ধূমপান ও তামাকের কারণে প্রতি বছর মৃত্যু হয় ১০ হাযার লোকের। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি বছর মাদকদ্রব্য, খুন, রাহাজানি, আত্মহত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মৃত্যু হয় ধূমপানের কারণে।[১৩]

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিশ্বের ৩৫ লক্ষ লোক প্রতি বছর মারা যায় শুধু ধূমপানের কারণে। ১৯৫০-২০০০ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধূমপানের জন্য মারা যায় ৬ কোটি মানুষ। আন্তর্জাতিক সংস্থার এক রিপোর্টে জানা যায়, ধূমপানের জন্য বছরে শুধু আমেরিকাতে মারা যায় ৩ লক্ষ ৪৬ হাযার। বৃটেনে ৫৫ হাযার, সুইডেনে ৮ হাযার এবং সারা বিশ্বে ধূমপানের জন্য মারা যায় ২৫ লক্ষ।[১৪]

বিশেষজ্ঞদের মতে মাদক ও ভেজাল খাদ্যের জন্য যতটুকু ক্ষতি হয় তার থেকে বেশী ভয় ধূমপানের কারণে। যদি কেউ ২০টি সিগারেট টানে তাহ'লেই তার ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ গুণ

---

৫. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৩৮-১৩০।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১, ছহীহুল জামে' হা/৭৩৩৪, সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম হা/৫১১৪, ৫১১৬।*
৮. *মুহাম্মদ আবু তালেব, AL-QURAN IS ALL SCIENCE (ঢাকা: ইডেন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০১), পৃঃ ২৪৪-২৪৫।*
৯. *মোঃ রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি : একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ২০০০, পৃঃ ১৮৬।*
১০. *মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা, কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সাঃ) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃঃ ১০১-১০২।*
১১. *নাসাঈ হা/৫৬৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৩১২।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; ছহীহাহ হা/২৫০।*
১৩. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১২।*
১৪. *মাসিক কারেন্ট নিউজ, জুলাই-২০০৪, পৃঃ ৫১।*

বেড়ে যায়। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO)মতে, 'ধূমপান করার কারণে প্রতি ৬ সেকেণ্ডে ১ জন মানুষ মারা যায়'।[১৫]

ধূমপান একটি নেতিবাচক অভ্যাস। যার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই বরং রয়েছে ১০০% ক্ষতি। আর ধূমপান মানে বিষ পান। কেননা ধূমপানের ধোঁয়াতে ৪০০০-এর মত রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। যার কারণে ফুসফুস ও মুখগহ্বরে ক্যান্সারসহ ২৫ প্রকার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য বিশেষ করে ধূমপানে সৃষ্ট 'নিকোটিন'কে খুনী বলা হয়। ধূমপান মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ জানা সত্ত্বেও ধূমপান করে মৃত্যুবরণ করলে সেটি হয় আত্মহত্যার শামিল। ধূমপানের কারণে যে ধরনের মারাত্মক রোগের সম্মুখীন হ'তে হয় তার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হ'ল-

১. নতুন ধূমপায়ীদের মধ্যে বমি বমি ভাব, হতোদ্যম, মাথা ঘোরা, আবার কখনও বমিও হ'তে পারে। ২. অল্প পরিশ্রমেই অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়। ধূমপানের ধোঁয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পেতে পারে। ৩. রক্তস্বল্পতা দেখা যায়, ধীরে ধীরে কিডনী অকেজো হয়ে পড়ে। ৪. গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা থেকে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৫. প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত ধূমপায়ীদের যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার কাঁশি থেকে হাপানি রোগ দেখা দেয়। ৬. অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুর মুখেও উপনীত হ'তে পারে। ৭. ধূমপানের কারণে শারীরিক তাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ৮. ধূমপানের ফলে যৌনশক্তিও লোপ পেতে থাকে। ৯. হজমশক্তি কমে যায়, ধারণক্ষমতা লোপ পায় এবং শরীর ঢিলে হয়ে যায়। ১০. ধূমপানের ফলে পাকস্থলীতে ক্ষত হ'তে থাকে এবং যকৃৎ (Liver) শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ১২. ধূমপানের জন্য অনেক সময় মস্তিষ্কে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১৬]

ধূমপানে তামাক সরাসরি খাওয়া বা সেবন করা হয় না। কিন্তু তামাক পুড়িয়ে তার ধোঁয়া সেবন করা হয়। কিন্তু জর্দা-গুলখোরেরা তামাক সরাসরি খেয়ে ফেলে, যা ধূমপানের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই ডাক্তারগণ ধূমপায়ী ও জর্দা-গুলখোরদেরকে বারবার তাকীদ দেন এগুলো পরিহারের জন্য। কারণ এগুলো পরিহার না করলে ঔষধও ভালোভাবে কাজ করে না।

যেনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রাণীকুলের আকর্ষণ চিরন্তন। এ আকর্ষণ থেকে মানব জাতিও মুক্ত নয়। যৌন শক্তি সম্পন্ন প্রতিটি নারী-পুরুষই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবাধ মেলামেশার সুযোগে তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় তা যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করে। যেনা-ব্যভিচার তথা বহুগামিতার মাধ্যমে প্রাণঘাতী বিভিন্ন যৌনরোগ সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে রয়েছে মরণঘাতী এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, মেহ-প্রমেহ, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً 'আর তোমরা যেনার ধারে-কাছেও যেও না। এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩২)*। অর্থাৎ যেনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হ'তে পারে এমন কোন পরিবেশ, পথ ও পন্থার নিকটবর্তী হওয়া নিষেধ। যেনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، 'কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান'।[১৭] অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে যেনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করবে। তাই এভাবে নির্জনে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ।

যবেহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় প্রাণী হত্যা করে তার গোশত ভক্ষণ করা : পশু-পাখি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় হত্যা করে তার গোশত ভক্ষণ করা হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এমনকি যবেহ করার অস্ত্রটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত ধারালো করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ، 'তোমরা (পশু-পাখি) যবেহ কালে উত্তমরূপে সহানুভূতির সাথে যবেহ করবে। তোমাদের যে কেউ তার ছুরিটি যেন উত্তম রূপে ধারালো করে নেয় এবং তার পশুকে আরাম (নিস্তেজ হ'তে) দেয়'।[১৮]

গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ যখন কোন পশুকে গলা টিপে ধরা হয় তখন সেটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। এর ফলে অতিরিক্ত Co_2 (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) রক্তে জমে যায় এবং এর দ্বারা ক্ষতিকর যৌগিক উপাদান গঠিত হয়। এছাড়া রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় মারাত্মক টক্সিন সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে যায়। যে গোশতে টক্সিন ও ব্যাকটেরিয়া থাকে তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করাও যায় না, পচন ধরে। আর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা পশুর শরীর থেকে পরবর্তী পর্যায়ে রক্তক্ষরণ করাও সম্ভব হয় না। তাই এভাবে হত্যা করা প্রাণীর গোশত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।[১৯]

ইলেকট্রিক শক, লৌহদণ্ড কিংবা লাঠি দিয়ে আঘাত করে প্রাণী হত্যা করা একটি নিষ্ঠুর পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় পশুকে হত্যা করা হ'লে তার মধ্য থেকে প্রবহমান রক্ত বের হ'তে পারে না। কারণ রক্ত তখনই বের হয়ে আসে যখন হৃদ স্পন্দন সচল থাকে, পশু অবচেতন অবস্থায় থাকে এবং

---

১৫. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১২।
১৬. ধূমপান ও মাদকের পরিণতি : মুক্তির উপায়, পৃঃ ১২।
১৭. তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৭।
১৮. মুসলিম হা/১৯৫৫; তিরমিযী হা/১৪০৯; আবূদাঊদ হা/২৮১৫; নাসাঈ হা/৪৪১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৭০।
১৯. আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারা, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, অনুঃ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃঃ ৪২।

মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এ শর্তগুলো যবেহ হওয়া পশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। পৃথিবীর বহু দেশে ইলেকট্রিক শক দিয়ে পশু হত্যা করে এর গোশত পরিবেশন করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এভাবে হত্যা করা পশুর গোশত স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ ইলেকট্রিক শকে বধ করা প্রাণীর গোশত ফুলে ওঠে, অন্ত্র রক্তাভ হয়ে যায় এবং মেরুদণ্ডের হাড় ও কাঁধের দু'দিকের হাড় ফেটে যায়। এ অবস্থায় গোশতের সাথে যে রক্ত থাকে তার দরুন গোশতে পচন ধরে এবং গোশতের স্বাদ নষ্ট হয়। ইলেকট্রিক শকে হত্যা করা পশুর গোশতে পচন ধরার কারণ হ'ল, রক্ত নির্গত হওয়া ব্যতিরেকে ইলেকট্রিক শকের দরুন ল্যাকটিক এসিডের উচ্চ লেভেলে উত্তরণ। Lactic Acid উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের কারণে গোশতের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার জোরালো আঘাতে যদি মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহ'লে Voluntary muscles প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর তরল পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয় এবং হৃদ স্পন্দন থেমে গেলে মাথা বিচ্ছন্ন হ'লেও অধিক পরিমাণ রক্তক্ষরণ হবে না। অথচ নিরাপদ গোশতের জন্য রক্তক্ষরণ খুবই প্রয়োজনীয়।[২০]

অনেক ইসলাম বিদ্বেষী যবেহ পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর পদ্ধতি বলেছে। কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রাণী বধ করার চেয়ে এ পদ্ধতি পশু-পাখির প্রাণবায়ু বের হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সহজ, আরামদায়ক ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কেননা যবহের সময় পশুর ঘাড়ের সব রক্তনালী, শ্বাসনালী ও অন্ননালীসহ শির-দাঁড়ার হাড়ের আগ পর্যন্ত সব নরম গঠন কেটে ফেলা হয়। ফলে মগজ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। মগজ যখন রক্তশূন্য হয়ে পড়ে তখন মগজ থেকে হৃদপিণ্ডে বার্তা পাঠিয়ে দেয় যে, আমি মহা বিপদে আছি, আমার রক্ত কমে গেছে, তোমরা রক্ত পাঠাও। এমনিভাবে নাড়ী-ভুড়ি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সমস্ত শরীরে বার্তা পাঠিয়ে রক্ত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এ খবর পাঠায় যে, রক্তের অভাবে মগজের কর্মক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে, তোমরা রক্ত পাঠাও। অতঃপর উক্ত প্রাণীটি নড়াচড়া করতে থাকে এবং যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত রয়েছে তা এই নড়া-চড়ার মাধ্যমে হৃদপিণ্ড উক্ত রক্তগুলো পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা সেখানে পৌঁছতে পারে না বরং সেই কাটা রগ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। এমনি ভাবে শরীরের সমস্ত রক্ত বাইরে বের হয়ে গোশত রক্তমুক্ত হয়ে যায় এবং পরিস্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। যা ভিতরে থাকলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হ'ত। এই রক্ত ভিতরে থাকলে জীবাণু সম্প্রসারণে সাহায্য করত।[২১]

মৃত প্রাণীর গোশত হারাম হওয়ার রহস্য : জাহিলী যুগের আরবগণ বৈধ মনে করে মৃত পশু-পাখীর গোশত ভক্ষণ করত। আল্লাহ তা'আলা যখন তা হারাম করলেন তখন আরবের মুশরিকরা এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু করল। তারা বলল, নিজেরা কতল করে যেটা খাওয়ার চেয়ে আল্লাহ যা কতল করেছেন সেটা খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু তাদের এ যুক্তি বাস্তবতা পরিপন্থী এবং মৃত পশু-পাখি মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে মৃত মাছ ও টিড্ডি খাওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، 'আমাদের দু'ধরনের মৃত জীব ও দু'ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হ'ল মাছ ও টিড্ডি এবং দু'ধরনের রক্ত হ'ল কলিজা ও প্লীহা'।[২২]

ড. হায়াত মুহাম্মাদ আলী খাফাজী বলেন, মৃত জীব-জন্তুর দেহে অনেক ক্ষতিকারক রোগজীবাণু থাকায় তা ভক্ষণকারীর দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমন অনেক মারাত্মক রোগ আছে যা সাধারণত পশুদের আক্রান্ত করে এবং পরে তা মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয়। যেমন মৃত প্রাণীর গোশত, কেননা তাতে রক্ত মিশ্রিত হয়ে যায়। ফলে গোশত নষ্ট হয়ে যায় এবং বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ঐ মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণকারীর হজমে খুব বিঘ্ন ঘটে এবং পাকস্থলীতে গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে মারাত্মক পেটের পীড়ায় সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যে সকল ঘাতক ব্যাধিতে জীবজন্তু মারা যায় এবং ঐ মৃতের গোশত ভক্ষণের কারণে মানুষের মধ্যে মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটে, তন্মধ্যে মহামারী আকারে কলিজা ফুলে যাওয়া রোগটি অন্যতম। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তড়িৎ চিকিৎসা গ্রহণ না করে এবং অন্তত চার-ছয় মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে না থাকে, তবে সে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়'।[২৩]

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, প্রাণীর শরীর হ'ল একটা দুর্গ। যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ জীবনীশক্তি ক্ষুদ্র জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে এবং জীবাণুর প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা এ ধরনের যে কোন শত্রুকে প্রতিহত করে পরাজিত করতে থাকে। তাই ভিতরে তার গোশত ও রক্ত ভাল থাকে এবং সে ভাল অবস্থায় থাকে। কিন্তু যদি মারা যায়, শুধুমাত্র এ জীবন শেষ হওয়ার কারণে পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরই এই মৃত প্রাণীটির শরীর ক্ষুদ্র জীবাণুর একটা গুদামে পরিণত হয়।

যখন কোন প্রাণী মারা যায়, তার আর জীবন থাকে না, তখন তার এই প্রাচীরের প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে যায়। ফলে এই ধংসাত্মক ক্ষুদ্র জীবাণু শরীরের অভ্যন্তর থেকে সেইসব পর্দা ও প্রাচীর ভেদ করে শরীরের সর্বস্থলে প্রবেশ করে। রক্তের স্থানে মিলিত হয়, সব শরীর দখল করে। অসংখ্য জীবাণুর জন্ম দেয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে।[২৪]

নিয়মিত মিসওয়াক করা :

মিসওয়াক করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل

২০. *AL-QURAN IS ALL SCIENCE, পৃঃ ২৪৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃঃ ৪২।*
২১. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৫৯।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; আহমাদ হা/৫৬৯০; ছহীহাহ হা/১১১৮।*
২৩. *হায়াত মুহাম্মাদ আলী খাফাজী, লামাহাত মিনাত তিব্বিল ইসলামী, পৃঃ ৫৮।*
২৪. *ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৫৪-৫৫।*

صلاة، 'আমি আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহ'লে তাদেরকে এশার ছালাত বিলম্বে আদায় করতে এবং প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম'।[২৫]

প্রখ্যাত তাবেঈ শুরায়হ ইবনু হানী (রহঃ) বলেন, سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. 'একবার আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক করতেন'।[২৬]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ، 'নবী করীম (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন'।[২৭]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. 'নবী করীম (ছাঃ) দিনে ও রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন, অযূ করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন'।[২৮]

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ থেকে মিসওয়াকের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। মিসওয়াকের এত গুরুত্ব দেয়ার বহুবিদ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল স্বাস্থ্যগত কারণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও নির্দেশ মত যদি কেউ প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে এবং ঘুম থেকে উঠে নিয়মিত মিসওয়াক করে তাহ'লে তার দাঁত ঝকঝকে থাকবে এবং সে যাবতীয় দন্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। কথায় বলে দাঁতের সাথে আঁতের সম্পর্ক। দাঁত ভালো তো আঁত ভালো, আর আঁত ভালো তো সব ভালো।

অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের রিচার্স ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, পাকস্থলীর ৮০% রোগ দন্তরোগের কারণেই হয়ে থাকে। পাকস্থলীর রোগ বর্তমানে বিশ্বের এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁতের মাড়ীর ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ যখন খাদ্য-পানীয় সাথে মিলিত হয় অথবা লালার সংমিশ্রণে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন ঐ পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। পাকস্থলী ও যকৃতের রোগের চিকিৎসার পূর্বে দাঁতের চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এভাবেই পাকস্থলী বা পেটের পীড়ার তড়িৎ ও স্থায়ী চিকিৎসা সম্ভব।

অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আভ্যন্তরীণ রোগ যেমন : উম্মাদনা, মস্তিষ্ক-বিকৃতিসহ আরও অনেক রোগ-ব্যাধিও এর থেকে জন্ম নেয়।

দন্তরোগের সাথে রয়েছে চক্ষুরোগের গভীর সম্পর্ক। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যখন খাবারের ছোট ছোট অংশ জমে থেকে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে, তখন চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং অন্ধত্বের শিকার হয়ে পড়ে। চক্ষুরোগের আরও যত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দাঁতের যত্নের প্রতি অমনোযোগই এর প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।[২৯]

তিনটি গাছের ডাল মিসওয়াকের জন্য উপযোগী। যথা- (১) পীলু বা যয়তুন গাছ (২) নীম গাছ (৩) বাবলা গাছ। তবে এগুলোর মধ্যে পীলু গাছ সবচেয়ে উপকারী।

মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়। প্রকৃতপক্ষে মিসওয়াকের মধ্যে থাকে ফসফোরাস জাতীয় পদার্থ। গবেষণা ও অনুসন্ধানে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, যেই জমিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেখানেই পীলু বৃক্ষ বেশী জন্মে। কবরস্থানের মাটিতে মানুষের হাড় বিগলিত হওয়ার ফলে ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস বেশী হয়ে থাকে, তাই সেখানে যয়তুন গাছও অধিক পরিমাণে জন্ম নিয়ে থাকে। দাঁতের প্রধান খাদ্যই হ'ল ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস। আর বিশেষ করে পীলু বৃক্ষের জড়ে এ উপাদানগুলো সাধারণত বেশী পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পীলু বৃক্ষের মিসওয়াক তাজা ও নরম অবস্থায় চাবালে তার মধ্য হ'তে বেরিয়ে আসে তিক্ত ও তেজস্ক্রীয় এক প্রকার পদার্থ। এ পদার্থ মিসওয়াকের মধ্যে রোগ জীবাণুর বিস্তারকে প্রতিহত করে এবং দাঁতসমূহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।[৩০]

অনেকের মুখে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। ফলে লোক সমাজে সে বিব্রতকর ও লজ্জাকর পরিস্থিতির শিকার হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর কারোর এ রোগ থাকলে তো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় চিকিৎসার জন্য অজস্র টাকা-পয়সা খরচ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা মেনে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করলে বিনা খরচে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত মিসওয়াক মুখের দুর্গন্ধ দূরীকরণের অব্যর্থ মহৌষধ। এছাড়াও নিয়মিত মিসওয়াকের মাধ্যমে ঘাড় ব্যথা, গলা ব্যথা ও জ্বালাপোড়া, গলার স্বর হ্রাস পাওয়া, মস্তিষ্ক ও স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মাথা ঘুরানো, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি রোগ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ]

২৫. বুখারী হা/৮৮৭; মুসলিম হা/২৫২; আবূদাঊদ হা/৪৬; মিশকাত হা/৩৭৬।
২৬. মুসলিম হা/২৫৩; মিশকাত হা/৩৭৭।
২৭. বুখারী হা/২৪৬; মুসলিম হা/২৫৫; মিশকাত হা/৩৭৮।
২৮. আবূদাঊদ হা/৫৭; মিশকাত হা/৩৮৩, সনদ ছহীহ।

২৯. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/৪০-৪১।
৩০. প্রাগুক্ত ৩১/৩৯ পৃঃ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

মানুষের দো'আয় শামিল হওয়ার উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

মানুষের দো'আ পাওয়া একটি কাঙ্খিত বিষয়। আমরা সবাই অন্যের কাছে দো'আ প্রত্যাশা করি। সেই জন্য সুযোগ পেলেই দ্বীনদার মানুষের কাছে নিজের জন্য এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য দো'আ চেয়ে থাকি। কিন্তু ইসলামী শরী'আত আমাদের জন্য এমন কিছু উপায় করে দিয়েছে, যা অবলম্বন করে আমরা অনায়াসে মানুষের দো'আয় শামিল হ'তে পারি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অপরের উপর ওয়াজিব করে দেই যে, তারা আমাদের জন্য দো'আ করবে। আবার কখনো কখনো দো'আ না চাইতেই তারা অবলীলায় আমাদের জন্য দো'আ করবে। আলোচ্য নিবন্ধে মানুষের দো'আয় শামিল হওয়ার কতিপয় উপায় আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

১. নেক সন্তান প্রতিপালন করা :

মানুষের দো'আ লাভের অন্যতম উপায় হ'ল নেক সন্তান। নেককার সন্তান পিতা-মাতার ছওয়াব লাভের উপায়। কেননা এমন কত পরহেযগার মানুষ আছে, যাদের মৃত্যুর পর আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যে পিতা-মাতা নেককার-পরহেযগার সন্তান রেখে কবরে যান, মৃত্যুর পর তার নেকী অর্জনের পথ বন্ধ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া, ছাদাক্বায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন,

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ،

'মৃত্যুর পরে কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে, (১) যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দিবে অথবা (২) নদী খননের ব্যবস্থা করবে অথবা (৩) কূপ খনন করবে অথবা (৪) কোন খেজুর গাছ রোপণ করবে অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা (৬) কুরআন মাজীদ (তেলাওয়াতের জন্য অথবা এর আহকাম জীবনে বাস্তবায়নের জন্য) কাউকে দান করবে, অথবা (৭) এমন কোন সন্তান রেখে যাবে, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[২]

পিতা-মাতা একজন নেক সন্তানের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ দো'আর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হ'তে পারেন। তারা নেক সন্তানের মাধ্যমে সমাজের বুকে যেমন সম্মানিত হন, তেমনি আখেরাতেও তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّـــى لِـــي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে'।[৩] অর্থাৎ পিতার জন্য নেক সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে সেই পিতাকে আল্লাহ জান্নাতের উচ্চাসন দান করবেন। শুধু তাই নয়, একটি ভাল ছেলেকে দেখলে মানুষ তার পিতা-মাতার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে এবং দো'আ করে। অথচ সন্তান খারাপ হ'লে এর বিপরীতটা ঘটে।

সুতরাং সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেককার করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা যরূরী। পিতা-মাতা সেই সন্তানের মর্যাদা তখনই বুঝতে পারবে, যখন তার আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাকে অসহায় অবস্থায় কবরে রাখা হবে। সেই সময় তার নিকট আসতে থাকবে একটির পর একটি উপহার, ইস্তিগফার, ছাদাক্বাহ, দো'আ অথবা হজ্জের ছওয়াব। এসবই আসবে নেককার সন্তানের পক্ষ থেকে, যে সন্তান দুনিয়াতেও পিতা-মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং মৃত্যুর পরেও তারা সেই সন্তানের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে থাকবেন।

আমরা পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জনে কত মেহনত করি, অথচ আমাদের মৃত্যুর পর সেই সম্পদ থেকে আর উপকৃত হ'তে পারব না, সেই সুযোগই থাকবে না। অথচ নেক সন্তানই পিতা-মাতার মূল সম্পদ। জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পরে উভয় অবস্থায় পিতা-মাতা এই সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারেন। সুতরাং আসুন! পার্থিব স্বার্থ পরিহার করে আমাদের সন্তানদের আখেরাতমুখী করে গড়ে তুলি। কেননা পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানই দো'আ লাভের প্রধান উপায়। কোন পিতা যদি তার সন্তানকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা দান করতে পারেন, তাহ'লে মৃত্যুর সময় ধন-সম্পদ রেখে যেতে না পারলেও তিনি একজন সফল পিতা হিসাবেই বিবেচিত হবেন।

তাছাড়া আলেমদের লিখিত বইগুলো নেক সন্তানের মতোই। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إن تصنيف العالم ولده

---

* এম. এ (অধ্যয়নরত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০; তিরমিযী হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২০৩।

২. মুসনাদে বায্যার হা/৭২৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩, সনদ হাসান লিগাইরিহী।

৩. আহমাদ হা/ ১০৬১০; মিশকাত হা/২৩৫৪, সনদ হাসান।

المخلد، ‘নিশ্চয়ই আলেমের লিখিত রচনা তার চিরস্থায়ী সন্তান’।[৪] মৃত্যুর পরে কোন ব্যক্তি তার নেক সন্তানের দো‘আর মাধ্যমে যেমন উপকৃত হ’তে পারেন, ঠিক তেমনি একজন আলেম মৃত্যুর পর তার লিখিত বইয়ের মাধ্যমে উপকৃত হ’তে পারেন। কেননা তাদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে মানুষ তাদের জন্য দো‘আ করে বলে ‘রহিমাহুল্লাহ’ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন)। হাদীছের পাতায় ছাহাবায়ে কেরামের নাম উচ্চারণ করলেই আমরা বলি ‘রাযিয়াল্লাহ আনহু’ (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন)’। ছাহাবীদের বর্ণিত হাদীছের ছওয়াব ১৪০০ বছর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের আমলনামায় যোগ হচ্ছে, এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ছওয়াব যোগ হ’তেই থাকবে। আলী (রাঃ) যথার্থই বলেন, العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة، ‘আলেমগণ (দুনিয়াতে) অনন্তকাল ধরে স্থিত/জীবিত থাকেন, তাদের চোখ হারিয়ে গেলেও তাদের অবদান মানুষের হৃদয়ে জাগরুক থাকে’।[৫]

ইলমকে চিরস্থায়ী সন্তান বানানোর জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে- (১) বই আকারে লিখে যাওয়া, (২) প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ইলমকে চিরস্থায়ী করা, (৩) দ্বীনি বই রচনা করতে না পারলে, সেই বই প্রকাশের জন্য টাকা দিয়ে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করা অথবা সেই বইগুলো কিনে ফ্রী বিতরণ করা এবং (৪) অনলাইনে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে ইসলামী ও উপকারী জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। কেননা বর্তমান যুগে এসবের প্রয়োজনীয়তা বইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

২. পরোপকার ও সদাচরণ :

মানুষের দো‘আর ছায়ায় আশ্রয় লাভের অন্যতম উপায় হ’ল পরোপকার ও সদাচরণ। মানুষ তার সচ্চরিত্র ও উপকারের জ্যোতি দিয়ে অন্যের মন জয় করতে পারে। তাই উপকারকারীর জন্য দো‘আ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আশ্রয় কামনা করে, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে যাচঞা করে, তাকে তা দিয়ে দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত গ্রহণ কর। আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপকার করে, তাকে বিনিময় দিয়ে দাও। যদি বিনিময় আদায়ের মতো কোন কিছু না থাকে, তার জন্য দো‘আ করো, যতদিন না তুমি বুঝবে যে, তার উপকারের বিনিময় আদায় হয়েছে’।[৬]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, ‘যার প্রতি উত্তম আচরণ করা হবে (উপকার করা হবে) সে যেন সদাচরণকারী ব্যক্তির জন্য দো‘আ করে বলে, جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ‘(জাযাকাল্লাহু খায়রান) আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন’।[৭] যদি উপকৃত ব্যক্তির দো‘আ করার এই বাক্য জানা থাকে, তাহ’লে হয়ত তিনি উপকারকারী বা সদাচরণকারী ব্যক্তির জন্য ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান’ বলে দো‘আ করবে। কিন্তু তার যদি এই বাক্যটি জানা না থাকে, তবুও উপকারকারী তার দো‘আ থেকে মাহরূম হন না। ছহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, ‘একবার মুহাজিরগণ বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَتِ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذْلًا لَكَثِيرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةٍ فِي قَلِيلٍ مِنْهُمْ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ. قَالَ: أَلَيْسَ تُثْنُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَتَدْعُونَ اللهَ لَهُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَذَاكَ بِذَاكَ،

‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আনছারগণ তো সব ছওয়াব নিয়ে গেল। আমরা কোন সম্প্রদায়কে তাদের চেয়ে অধিক দানশীল এবং অল্প সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এত উত্তমরূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে দেখিনি। তাদের জোগানো রসদসামগ্রী আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এজন্য কি তোমরা তাদের প্রশংসা করছ না এবং দো‘আ করছ না?’ তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ’লে এর বিনিময়ে তোমরাও নেকী পাচ্ছ’।[৮] অর্থাৎ উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারকারীর প্রশংসা করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহ’লে এর মাধ্যমেও উপকারকারীর জন্য দো‘আ করা হয়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীও প্রতিদান লাভ করেন।[৯] এভাবে কল্যাণকামী বান্দাদের প্রশংসা তাদের মৃত্যুর পরেও জগৎবাসীর হৃদয় জুড়ে অম্লান থাকে। পৃথিবীবাসি শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করে।

সুতরাং যিনি যত বেশী মানুষের সাথে সদাচরণকারী হবেন, তাদের জন্য উপকার ও কল্যাণের রসদ জোগাবেন, তিনি তত বেশী মানুষের দো‘আ লাভ করবেন। কারো কাছে তার দো‘আ চাইতে হবে না; বরং তার জন্য মানুষের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দো‘আ বেরিয়ে আসবে।

তাই এমন জীবন গঠন করা উচিত, যেন পৃথিবীবাসী আমাদের মাধ্যমে প্রশান্তি খুঁজে পায়। কারো উপকার করতে না পারলেও

৪. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ: ৩৪।
৫. রাগেব ইসফাহানী, আয-যারি‘আহ ইলা মাকারিমিশ শারী‘আহ, পৃ: ১৭৮।
৬. আবূদাঊদ হা/১৬৭২; নাসাঈ হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/১৯৪৩, সনদ ছহীহ।
৭. তিরমিযী হা/২০৩৫; ছহীহুল জামে’ হা/৬৩৬৮; মিশকাত হা/৩০২৪।
৮. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৯৯৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯৭৭।
৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/১৫৯; মির‘আতুল মাফাতীহ ৫/২০১২।

অন্তত যেন তাদের কষ্টের কারণ না হ'তে হয়। কেননা যারা মানুষকে কষ্ট দেয় তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হয়।[১০]

৩. মানুষের কাছে দো'আ চাওয়া :

মানুষের দো'আয় নিজেকে শামিল করার আরেকটি উপায় হ'ল সৎকর্মশীল বান্দাদের কাছে দো'আ চাওয়া। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর জামাই ছাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি সিরিয়াতে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে বাড়িতে পেলাম না; বরং সেখানে উম্মুদ্দারদা (রাঃ)-কে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ 'তুমি কি এই বছর হজ্জে যেতে চাও?' আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ، 'আল্লাহ্র নিকটে আমাদের জন্য কল্যাণের দো'আ করো। কেননা নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতে দো'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের কল্যাণের দো'আ করে, তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে, আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ বর্ষিত হোক'। ছাফওয়ান (রহঃ) বলেন, আমি বাযারে গিয়ে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর দেখা পেলাম, তিনিও আমাকে এই হাদীছ শুনালেন।[১১]

অন্যের কাছে দো'আ চাওয়া অবৈধ নয়; বরং এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন নেককার বান্দাদের কাছে নিজেদের জন্য দো'আ চাইতেন। বিশেষ করে পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল সদাচরণকারী ব্যক্তিদের কাছে তারা দো'আ চাইতেন। হাদীছের পাতায় সোনালী হরফে লেখা উওয়াইস ইবনু আমের আল-কারণী (রহঃ)-এর কাহিনীতে এর প্রকৃষ্ট নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়।

উসাইর বিন জাবির (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামনের কোন সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উওয়াইস ইবনু আমের আছে? অবশেষে তিনি উওয়াইসকে পেয়ে যান। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি উওয়াইস ইবনু আমের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবল এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মা আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، 'তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উয়াইস ইবনু আমের নামে এক ব্যক্তি ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে। তার ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গেছে। কেবল এক দিরহাম ব্যতিরেকে। তার মা আছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। সে (উওয়াইস) আল্লাহ্র উপর কসম করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দিবেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দো'আ কামনার সুযোগ পাও, তাহ'লে তা করবে'। এরপর ওমর (রাঃ) বললেন, সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। অতঃপর উওয়াইস তাঁর মাগফেরাতের জন্য দো'আ করলেন'।[১২]

ওমর (রাঃ) দো'আ চেয়েছেন একজন সাধারণ মানুষের কাছে। যিনি ছাহাবী ছিলেন না, কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন না। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল তিনি পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকারী ছিলেন।

সুতরাং হাদীছের পাতায় যাদের দো'আ কবুলের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে বেশী বেশী দো'আ চাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 'তিন ব্যক্তির দো'আ অবশ্যই কবুল করা হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। মাযলূমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দো'আ'।[১৩] নবী করীম (ছাঃ) আরো কয়েক শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ কবুল করা হয়। যেমন- ন্যায়পরায়ণ শাসক, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী বান্দা,[১৪] ছায়েম,[১৫] নেক সন্তান,[১৬] হজ্জ সম্পাদনকারী, ওমরাহ পালনকারী, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী প্রমুখের দো'আ আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না[১৭]। সুতরাং এই সকল মানুষের কাছে দো'আ চেয়ে তাদের প্রার্থনায় শামিল হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

৪. হাঁচি দিয়ে সরবে আলহামদুলিল্লাহ বলা অথবা হাঁচির জবাব দেওয়া :

১০. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৩০৫০; ছহীহাহ হা/২২৯৪।*
১১. *মুসলিম হা/২৭৩৩; আবূদাঊদ হা/২৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৬২৫।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৪২।*
১৩. *তিরমিযী হা/১৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬২; মিশকাত হা/২২৫০, সনদ হাসান।*
১৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫৮২; ছহীহাহ হা/১২১১, সনদ হাসান।*
১৫. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৬১৯; ছহীহাহ হা/১৭৯৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *আহমাদ হা/১০৬১০; মিশকাত হা/২৩৫৪, সনদ হাসান।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৩৮১৩, সনদ হাসান।*

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি হাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রেও। হাঁচির মাধ্যমে হাঁচিদাতা এবং এর উত্তরদাতা পরস্পর পরস্পরের দো'আয় নিজেকে শামিল করে নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، 'আল্লাহ হাঁচি দেওয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লা' (আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন) বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তির হাই উঠলে, সে যেন সাধ্যানুযায়ী তা রোধ করে। কেননা হাই তুললে শয়তান তাকে দেখে হাসে'।[১৮]

অপরদিকে হাঁচির উত্তরদাতার জন্যও ইসলাম দো'আ লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 'যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। আর তার মুসলিম ভাই অথবা বন্ধু হাঁচিদাতার জবাবে বলবে, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। যখন শ্রোতা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন হাঁচি দাতা বলবে, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুছ্লিহ বা-লাকুম (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আপনাদের মনের অবস্থা সংশোধন করুন)'।[১৯]

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, একবার ইমাম আবূদাঊদ একটি জাহাযে অবস্থান করছিলেন। জাহাযটি কিনারা থেকে একটু দূরে নোঙ্গর করা ছিল। হঠাৎ তিনি কিনারা থেকে এক ব্যক্তির হাঁচির আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং হাঁচিদাতার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলাও শুনতে পেলেন। তখন তিনি এক দিরহাম দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে কিনারায় আসলেন এবং লোকটাকে হাঁচির জবাবে 'ইয়ারকামুকাল্লাহ' শুনিয়ে দিয়ে আবার জাহাযে চলে গেলেন। জাহাযের লোকজন ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর কাছে এমন করার কারণ জানতে চাইলে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বললেন, 'হয়ত সে হাঁচির উত্তরদাতার জবাবে 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইয়ূছলিহ বা-লাকুম' বলবে এবং আল্লাহ তার সেই দো'আ কবুল করবেন'। তখন এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ إِنَّ أَبَا دَاوُدَ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِنَ اللهِ بِدِرْهَمٍ، 'হে জাহাযের যাত্রীদল! আবূদাঊদ তো এক দিরহামের বিনিময়ে আল্লাহ্র কাছ থেকে জান্নাত কিনে নিল!'।[২০]

সালাফে ছালেহীন মানুষের দো'আ পাওয়ার জন্য কতটা উদগ্রীব থাকতেন, এই ঘটনার মাধ্যমে তা কিছুটা হ'লেও আঁচ করা যায়।

৫. অন্যকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া :

যারা অপর মুসলিমের জন্য দো'আ করে, তারা সৌভাগ্যবান। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেন, مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً 'যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে (দুনিয়ার) প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন'।[২১] জীবিত ও মৃত সকল মুমিন পুরুষ ও নারী এই দো'আতে শামিল হবে।[২২] অর্থাৎ পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের সংখ্যা সমপরিমাণ নেকী লেখা হবে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর জন্য। তবে আগে নিজের জন্য দো'আ করতে হবে, তারপর অপরের জন্য। যেমন আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 'আর তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، 'হে রব! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা কর' *(নূহ ৭১/২৮)*। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করে বলেছিলেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، 'হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দিও' *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*। এই দো'আগুলো যত বেশী অপর কাউকে শিখানো যাবে, নিজেকে তাদের দো'আয় তত বেশী শামিল করা যাবে।

৬. সালামের প্রসার ঘটানো :

সালাম একটি সম্মানজনক ইসলামী অভিবাদন। মূলতঃ সালামের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমগণ পরস্পরের

---

১৮. বুখারী হা/৬২২৩; আবূদাঊদ হা/৫০২৮; তিরমিযী হা/২৭৪৭।
১৯. বুখারী হা/৬২২৪; মিশকাত হা/৯৭৩।

২০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৬১১; সুবুলুস সালাম ২/৬১৩।
২১. ত্বাবারাণী, মুসনাদুশ শামিঈন হা/২১৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৬, সনদ হাসান।
২২. আত-তানওয়ীর শারহু জামি'ইছ ছাগীর ১০/৯০।

জন্য দো'আ করে থাকেন। সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং জবাব দেওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ 'একজন মুমিনের ওপর অপর মুমিনের ছয়টি হক রয়েছে। যথা- (১) যখন কোন মুমিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করা, (২) কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া, (৩) কেউ দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেয়া, (৪) সাক্ষাৎ হ'লে সালাম প্রদান করা, (৫) হাঁচি দিলে জবাব দেয়া এবং (৬) উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুমিনের কল্যাণ কামনা করা'।[২৩]

সালাম প্রদানের ভাষা হ'ল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ 'আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' (আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক)'। জবাবে বলবে, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ' (আপনার বা আপনাদের উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক)। শুধু 'আসসালা-মু আলায়কুম' বললে ১০ নেকী, 'ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' যোগ করলে ২০ নেকী এবং 'ওয়া বারাকা-তুহূ' যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে।[২৪]

সুতরাং সালাম শুধু অভিবাদন নয়; বরং এর মাধ্যমে আমরা একজন অপরজনের জন্য দো'আ করে থাকি এবং নেকী লাভ করে থাকি। যদি আমরা কাউকে সালাম দেই বা তার জন্য শান্তি বর্ষণের দো'আ করি, তাহ'লে আমাদের জন্য দো'আ করা তার উপরে ওয়াজিব করে দেই। কেননা সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং সালাম প্রদানের মাধ্যমেও আমরা অন্যের দো'আয় শামিল হ'তে পারি।

অতএব আসুন! আলোচিত উপায়গুলো অবলম্বন করে আমরা অন্য মানুষের দো'আয় শামিল হওয়ার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

২৩. *নাসাঈ হা/১৯৩৮; তিরমিযী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৪৬৩০, সনদ ছহীহ।*

২৪. *তিরমিযী হা/২৬৮৯; আবূদাঊদ হা/৫১৯৫, সনদ ছহীহ।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

স্যানেটারী ও পানি সরবরাহ

স্যানেটারী ও পানি সরবরাহের লাইনের কাজ দক্ষতার সাথে করা হয়।

যোগাযোগ
মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
মথুরডাঙ্গা, সপুরা, রাজশাহী।
মোবা : ০১৮১৯-৬৮৬৫৮৪।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

সমাজ সংস্কারে ফরায়েযী আন্দোলনের ভূমিকা

*এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ**

ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের মুসলমানদের আক্বীদা-আমল, আচার-আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে তারা নিজেদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড থেকেও অনেক ক্ষেত্রে দূরে সরে গিয়েছিল। এহেন প্রেক্ষাপটে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) বাংলার মুসলমানদের মাঝে তাদের বিস্মৃত ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের ফরয বিধান পালনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ১৮১৮ সালে আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনই ইতিহাসে 'ফরায়েযী আন্দোলন' নামে পরিচিত। নিম্নে এ আন্দোলন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

আন্দোলনের ফরায়েযী পেক্ষাপট :

ভারতীয় উপমহাদেশে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-৭৯ খৃ.) ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তী সময়ে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা বাংলায় বিস্তার লাভ করলেও এ অঞ্চলে ফরায়েযী আন্দোলনের সূচনাকারী হাজী শরীয়তুল্লাহ আরবে সূচিত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন থেকে সরাসরি অনুপ্রেরণা পান। তাঁর সূচিত ফরায়েযী আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। নদী বিধৌত বাংলা অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই ছিল মুসলমান। ফরায়েযী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলকে ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদে উদ্বুদ্ধ করা। এ সংস্কার আন্দোলনের দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিল। ১. মুসলিম কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচারকে সংশোধন করা। ২. তাদের সংস্কার করা ধর্মমতকে কায়েমী স্বার্থান্বেষী জমিদার ও নীল করদের থেকে রক্ষা করা। এ আন্দোলন মুসলিম কৃষক শ্রেণীর মধ্যেই বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১]

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন হিসাবে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনটি পূর্ব বাংলা ও আসামে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ফরায়েযী শব্দটি আরবী ফারাইয শব্দ থেকে গৃহীত। ফারায়েয হ'ল ফারীযাতুন-এর বহুবচন। তবে ফার্সী ভাষার অনুসরণে বাংলায় এর উচ্চারণ হয় ফরায়েয এবং তা থেকে 'ফরায়েযী'। ধর্মে অবশ্যপালনীয় কতিপয় কর্ম রয়েছে। এসব অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে যারা আন্দোলন করেছে তাদেরকে 'ফরায়েযী' বলা হয়। তবে ফরায়েযীরা ফারাইয শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছে। এরা মহান আল্লাহ ও তাঁর নবীর নির্দেশিত সকল ধর্মীয় কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। যদিও তারা ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেশী। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হ'ল (ক) কালেমা (খ) ছালাত (গ) ছিয়াম (ঘ) যাকাত (ঙ) হজ্জ।[২] এ পাঁচটি প্রধান বিষয় পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করাই ছিল ফরায়েযীদের মৌলিক লক্ষ্য। বাংলার সাধারণ মুসলিম সমাজ ইসলামের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে উদাসীন থেকে নানা ধরনের শিরক, বিদ'আত এবং উৎসব ও স্থানীয় আচার পালনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণেই ফরায়েযী আন্দোলন সূচিত হয়। মোদ্দাকথা ফরায়েযী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজকে সংশোধন করার লক্ষ্যেই শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাওয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ করা।[৩]

ফরায়েযী আন্দোলনের কর্মসূচী বা সংস্কার সমূহ :

হাজী শরীয়তুল্লাহ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামের আদি শিক্ষা সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং বাংলার মুসলমানদেরকে যাবতীয় কুসংস্কার ও ধর্ম বিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

সংস্কার আন্দোলন পরিচালনায় হাজী শরীয়তুল্লাহ্র প্রথম পদক্ষেপ ছিল মুসলমানদেরকে তওবা করার জন্য আহ্বান জানানো। এর মাধ্যমে পূর্বের পাপ মোচন করে আত্মাকে বিশুদ্ধ করার পথ প্রদর্শন করা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পর তিনি মুসলিম সমাজকে আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমূহ পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান। আর তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয় যে, এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন সবকিছুই পরিত্যাগ করতে হবে। কুরআন ও হাদীছে নেই এমন সব ধরনের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি ফরায়েযীগণ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান।[৪]

এ আন্দোলনের ৫টি নীতি হ'ল-

(ক) তওবা ও বায়'আত : হাজী শরীয়তুল্লাহ্র মতে 'তওবা' হ'ল বিগত জীবনের পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। তওবা করার পদ্ধতি হ'ল, উস্তাদ শাগরেদকে বা শিষ্যকে মুখোমুখি বসিয়ে এ মর্মে শপথ করাবেন যে, 'আমি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সমস্ত শিরক, বিদ'আত, নাফরমানী, অন্যায়-অত্যাচার করেছি, সমস্ত হ'তে তওবা করলাম। আর ওয়াদা করছি যে, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ

** উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী-সদর যেলা।*

১. *ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খান, বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস, অনুবাদ : ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন'০৭), পূর্ব কথা দ্র.।*

২. *বুখারী হা/৪; মুসলিম হা/১৬।*

৩. *ঐ, পৃঃ ১১-১২।*

৪. *ঐ, পৃঃ ১১২।*

ও নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও তরীকা মোতাবেক চলব'।

তওবা করার পদ্ধতিকে ফরায়েযীগণ 'ইস্তিগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা বলে। এটাকে 'ইকরারী বায়'আত'ও বলা হয়। যার অর্থ উস্তাদ এবং শাগরেদ পরস্পরকে স্পর্শ না করে শপথ নেওয়া। পীরদের শপথ ও ফরায়েযীদের শপথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পীরগণ সাধারণত মুরীদদের হাতে নিজের হাত রেখে বায়'আত পরিচালনা করে থাকেন। এই ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে পীরের আশীর্বাদ মুরীদের কাছে পৌঁছানো হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। ফরায়েযীগণ এই ধরনের প্রচলিত বায়'আতকে বিদ'আত বলে পরিত্যাগ করেন।[৫]

(খ) ফারায়েয : ইসলামের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সমূহকে পালন করা ফরায়েযী সংস্কার সমূহের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যা এই আন্দোলনের নাম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ফরায়েযী শব্দটি দিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ আল্লাহ এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশিত কর্তব্য সমূহকে বুঝাতে চেয়েছেন। আর তিনি ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় পালনের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হ'ল (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) ছিয়াম (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী প্রথম তিনটি বিষয় ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্য পালনীয় এবং শেষোক্ত দু'টি বিষয় শুধু বিত্তশালীদের জন্য পালনীয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি বাংলায় 'ঈমানের পানি'র অভাবে মৃত প্রায় ইসলামকে দেখেন। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে W.W. Hunter বলেন, 'একশত বছর পূর্বে বাংলায় মোহাম্মাদী ধর্ম মৃতপ্রায় ছিল'।[৬] ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ফরায়েযীগণ কড়াকড়ি মনোভাব পোষণ করত। এ বিষয়ে জেমস টেইলর বলেন, 'ফরায়েযীগণ অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে অধিক কড়াকড়ি প্রকৃতির নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন'। ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি পালনে উস্তাদ এবং খলীফাগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে সকল অঞ্চলে ফরায়েযীগণ বসবাস করতেন সেসব স্থানে উস্তাদ এবং খলীফাগণ যে কোন ধরনের গাফলতির জন্য তাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিতেন।[৭]

(গ) তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব : ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ কুরআন ভিত্তিক তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। একত্ববাদ বিষয়টি ফরায়েযী সমাজে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং তাওহীদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব বিষয়কে বিলোপ করা হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর নিজ ধর্মের লোকদের মধ্যে তাওহীদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানোর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাওহীদ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। কারণ এই ব্যাখ্যায় শুধু আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসকে দু'টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন। যথা- (১) আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করা এবং তাঁর উপরে দৃঢ়ভাবে আমল করা (২) আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কিছুর অংশীদারিত্ব স্থাপন তথা শিরক থেকে বিরত থাকা। সুতরাং তাঁর মতে তাওহীদ শুধু একটি মতবাদ নয় বরং তাঁর উপর বাস্তবে আমল করতে হবে। যেকোন বিশ্বাস এবং কাজের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক অথবা বিদ'আতের সামান্যতম সংশ্রব থাকে তাহ'লে তা হবে তাওহীদ পরিপন্থী। এছাড়া হিন্দুদের আচার-উৎসবে চাঁদা দেওয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, মৃত ব্যক্তির জন্য ফাতিহা অনুষ্ঠান এবং এমন ধরনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও তিনি তাওহীদ বিরোধী মনে করেন।

তাওহীদ সম্পর্কে ফরায়েযী মতবাদ মুসলিম সমাজের অনৈসলামিক কার্যকলাপ শুদ্ধিকরণের বিষয়ে কাজ করেছে। জেমস টেইলর বলেন, 'ফরায়েযীগণ কুরআনের কড়াকড়ি নিষেধ অনুযায়ী সকল উৎসবাদি যা কুরআন কর্তৃক অনুমোদিত নয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে'।[৮] W. W. Hunter লিখেছেন, 'হাজী শরীয়তুল্লাহ ঈমান অনুযায়ী 'কুফর'-এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন অথবা সকল অনুষ্ঠানাদি ও আচার যা বিদ'আত এবং আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদারিত্বের বা শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন'।[৯] এইচ বেভারিজ বলেন, 'ফরায়েযী আন্দোলন প্রিমিটিভ চার্চ আন্দোলনের মত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৌলিক মতবাদে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল এবং কুসংস্কারপূর্ণ আচার যেগুলো কালের বিবর্তনে হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীদের কাছ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল তা পরিত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিল।[১০]

(ঘ) জুম'আ এবং ঈদের ছালাত : বাংলায় অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ফরায়েযীদের পার্থক্য ঈদ এবং জুম'আর ছালাতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফরায়েযীগণ এই দুই ধরনের ছালাত বৃটিশ আমলে স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ছালাতগুলো ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোতে পুনরায় শুরু করা হয়। ফরায়েযীগণ হানাফী ফিক্বহ অনুসারে দাবী করেন যে, মিসর আল-জামি'তেই (অর্থাৎ যেখানে প্রশাসক এবং কাযী উপস্থিত আছে এবং যারা মুসলিম সুলতান দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত) শুধু এই ছালাত সমূহ অনুষ্ঠিত হওয়া বৈধ। সুতরাং 'মিসর আল-জামি' একটি নির্দিষ্ট শহর, যা আইন দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই ফরায়েযীগণ মনে করেন যে, বৃটিশ শাসনামলে বাংলায় এই ধরনের কোন শহর নেই।

---

৫. *ঐ, পৃঃ ১১৩।*
৬. *Englands work in India, p.47।*
৭. *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ১১৩-১১৫।*
৮. *James Taylor, Topography, p. 249.*
৯. *W.W Hunter (ed), Imperial Gezetteer of India, ৬/৩৯৯ পৃঃ।*
১০. *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ১১৫-১১৬।*

(ঙ) প্রচলিত উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠান বর্জন :

হাজী শরীয়তুল্লাহ বহুসংখ্যক কুসংস্কার, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদি বিলুপ্ত করেন। কোন কুফর, শিরকই তাঁর সংস্কার থেকে বাদ পড়েনি। জেমস টেইলর লিখেছেন যে, ফরায়েযীগণ পট্টি, চাট্টি এবং চিল্লা ত্যাগ করেন, যা একটি শিশুর জন্মদিন এবং চল্লিশ দিনের সময় উদযাপিত হ'ত। ফরায়েযীগণ শুধু আক্বীক্বা অনুষ্ঠান করত, যা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য সুন্নাত ছিল। পুরুষ সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের একটি ছাগল জবাই করে অনুষ্ঠান করা হ'ত। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয় এবং বন্ধুদের আপ্যায়ন করা হ'ত এবং শিশুর নাম রাখা হ'ত।[১১]

হিন্দু জমিদারেরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে কালীপূজা, দূর্গাপূজা, রথযাত্রা, দাড়ি রাখার জন্য কর আদায় করত। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে এসব কর দিতে নিষেধ করেন। হিন্দু জমিদারের এলাকায় কুরবানী বন্ধ করা, আযান নিষিদ্ধ করা, গরু যবেহ এবং গরুর গোশত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সোচ্চার করেন। তিনি মুহাররমের তা'যিয়া মিছিল ও অনুষ্ঠান নাজায়েয ঘোষণা করেন।[১২]

খোয়াজের ভেলা পানিতে ভাসানো, গাযী ও কালুর দূর্গা তৈরী করা, বার মাসে বার পূজা, দশ হরা রথ যাত্রা, চড়ক পূজা, পীরের নামে জনে জনে পূজা দেওয়া, মুহাররমের জারী গাওয়া, পাঁচ পীরের নামে মোকাম উঠানো, বাড়ীর চারিদিকে কলা গাছ গাড়া- এসব কুসংস্কার হাজী শরীয়তুল্লাহ নিষিদ্ধ করেন।

(চ) পীরবাদ : হাজী শরীয়তুল্লাহ তাওহীদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আচার সমূহের সঙ্গে পীরতন্ত্রকে তাঁর সংস্কারের আওতায় আনেন। সে সময় আল্লাহ ও মানুষের মধ্যবর্তী তথা অসীলা হিসাবে পীরদের বিবেচনা করা হ'ত। হাজী শরীয়তুল্লাহ অভিযোগ করেন যে, পীর শব্দটি অপঅর্থে ব্যবহৃত হয়ে একটি দেবতায় পরিণত হয়েছে। তাই পীর শব্দটি তিনি বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১৩] পীরদের মৃত্যুবার্ষিকীতে ওরস অনুষ্ঠানের তিনি কড়া বিরোধিতা করেন। কারণ এটি বিদ'আত।

(ছ) বর্ণপ্রথা : ফরিদপুর যেলার মুসলিম সমাজে বর্ণ প্রথার প্রচলন ছিল। সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মোল্লা পদবিধারী ব্যক্তিরা সেখানকার মুসলিম সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। যা হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়। এছাড়া সৈয়দ, খন্দকার, চৌধুরী, কাযী পরিবার তাদের বংশীয় ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত ছিল। অন্যদিকে জোলা (তাঁতী), বেলদার (খনক), নিকারী (মাছ সংগ্রাহক), কুলু (তেলী), কাহার বা চাকর (পাল্কী বাহক এবং পাখা চালক), দাই মুসলিম সমাজে নির্দিষ্ট বর্ণে চিহ্নিত হ'ত। যাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানেরা বৈষম্যমূলক আচরণ করত। জেমস ওয়াইজ বলেন, বাংলার মুসলিম সমাজ হিন্দুদের বর্ণ প্রথার অনেকাংশই অনুসরণ করত। সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমান সমাজের বৈষম্য সমূহ গভীরভাবে লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ফরায়েযীদের কোন পদবী ব্যবহার না করার জন্য উৎসাহিত করেন।[১৪]

(জ) 'দাই'-এর প্রচলন : ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারীতে ফরিদপুরের 'দাই'দেরকে মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। জীবিকা হিসাবে 'দাই'রকে নিম্ন মানের বিবেচনা করা হ'ত। জেমস ওয়াইজ বলেন, 'দাই'দেরকে সাধারণভাবে 'নাড় কাটা' বলা হ'ত। কোন হিন্দু বা মুসলিম অভিজাত নাড়ী কর্তন করত না। ফলে 'দাই' মহিলাদের স্বল্পতার কারণে বিশেষত ফরিদপুর যেলায় প্রায়ই নাড়ি কর্তনের জন্য একজন মাকে হয়ত সারাদিন বা তারো বেশী সময় অপেক্ষা করতে হ'ত। এজন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ নাড়ী কর্তনের জন্য এককভাবে 'দাই'কে ব্যবহার করার প্রচলিত আচারের বিরোধিতা করেন। তিনি নাড়ী কর্তনের জন্য পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বা গ্রামের একজন বলিষ্ঠ মহিলা অথবা প্রয়োজনে সন্তানের পিতা নাড়ী কর্তন করতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন। এই মতের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবাদও করে।[১৫]

ফরায়েযীদের পোষাক-পরিচ্ছদ : হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের ধুতির বদলে লুঙ্গী বা পাজামা পরিধান করতে বলেন। ধুতি ছিল হিন্দুদের জাতীয় পোষাক, যা সে সময়ের বাংলার মুসলমানরা পরিধান করত। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাজামা বা লুঙ্গী ছালাত আদায়ের জন্য সুবিধাজনক। যদি কেউ প্রয়োজনে ধুতি পরিধান করে তাহ'লে তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে না টেনে সাধারণভাবে পরতে হবে। এভাবে পরিধান করলে ছালাত আদায়ে সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন। এভাবে ধুতি পরিধান করার কারণে ফরায়েযীদেরকে 'কাছা খোলা' বলা হ'ত। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী অনুসারীদের উরু যাতে আবৃত থাকে, সেজন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ সেটা করতে চেয়েছিলেন।[১৬]

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েযী আন্দোলন তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের আক্বীদা-আমল পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। সে সময় মুসলমানদের মাঝে জেঁকে বসা নানা কুসংস্কার এ 'আন্দোলন'-এর মাধ্যমে দূর করার প্রয়াস চালানো হয়। যার মাধ্যমে অনেকের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে আসে।

---

১১. ঐ, পৃঃ ১২৪।
১২. আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস, পৃঃ ৯৬
১৩. বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস পৃঃ ১২৫।
১৪. ঐ, পৃঃ ১২৬।
১৫. ঐ, পৃঃ ১২৮।
১৬. ঐ, পৃঃ ১২৮-১২৯।

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কিভাবে নিজেকে আলোকিত করবেন?

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

আলো এমন এক উপাদান যার সাহায্যে অন্ধকারে পথ চলা যায়। আলোর যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা। আলো প্রকাশ্য হ'তে পারে আবার অপ্রকাশ্যও হ'তে পারে। সর্বপ্রকারের আলোই উপকারী। এই আলো মূলতঃ ঈমানের আলো, যে আলোর মাধ্যমে মুমিন সঠিক পথে পরিচালিত হয় দুনিয়াতে এবং এর সাহায্যে পরকালে পুলছিরাত অতিক্রম করতে পারে। এই আলো প্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন সৎকর্মের মাধ্যমে এই আলো অর্জন করা সম্ভব। তবে আমলের কমবেশির কারণে আলোর পরিমাণও কমবেশি হয়। এই আলোর মূল উৎস আল্লাহ তা'আলা। নবী-রাসূল ও নেককার বান্দাগণ সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এই আলো প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা কখনো নিজেকে নূর বলেছেন। কখনো নবী-রাসূল বা কিতাব তথা কুরআনকে নূর বলা হয়েছে। কারণ নবী-রাসূলগণের অনুসরণ বা কিতাব পঠনের মাধ্যমে লোকেরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আবার কখনো লোকেরা বিভিন্ন সৎকর্ম পালনের মাধ্যমে আলো প্রাপ্ত হয়। এই আলো সবার কাম্য। আলোহীন জীবন যেমন দুনিয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন তেমনি পরকালে হবে নিরাশাপূর্ণ। যার সর্বশেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে নূর বা জ্যোতিপূর্ণ জীবন ইহকালে যেমন উজ্জ্বল, পরকালেও হবে উজ্জ্বল, ফলে বান্দা জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা একটি তাক-এর ন্যায়। যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ। যা রয়েছে একটি কাঁচপাত্রের মধ্যে। পাত্রটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। যা প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিম মুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও ঐ তৈল যেন স্বচ্ছ আলো। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতির দিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(নূর ২৪/৩৫)*। অন্ধকার রাতে আলো দেখে যেমন সবাই পথ চলে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তেমনি আল্লাহকে কেন্দ্র করেই সবকিছু চলে। তিনিই সবকিছুর ধারক ও পরিচালক। তিনিই সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন ও তাদের সুপথ দেখান। আল্লাহ নিজেই সত্তাগতভাবে নূর এবং তাঁর প্রেরিত হেদায়াত ও কিতাব জ্যোতির্ময়। তাতে মিথ্যার কোন লেশমাত্র নেই। যদি আল্লাহ প্রেরিত সত্যের জ্যোতি না থাকত, তাহ'লে সবকিছু মিথ্যার অন্ধকারে ডুবে যেত। তাঁর নূরের উপমা মুমিনের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত ঈমান ও কুরআনের ন্যায়, যা তাঁর দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। সেটি মুমিনের হৃদয়ে রক্ষিত একটি তাক-এর ন্যায়। যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ। একটি কাঁচপাত্রের মধ্যে যে প্রদীপ জ্বালানো হয় যয়তুন বৃক্ষের স্বচ্ছ তেল দ্বারা। যার আলো পূর্বমুখী নয়, পশ্চিমমুখীও নয়। প্রদীপটি এমনভাবে স্থাপিত যে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সর্বাবস্থায় সোজাভাবে তাতে আলোকসম্পাত হয়। জ্যোতির উপর জ্যোতি। অর্থাৎ তৈল ও তৈল পাত্রটাও যেমন উজ্জ্বল, তার আলোটাও তেমনি উজ্জ্বল। মুমিনের হৃদয়টাও অনুরূপ। তার বিশ্বাসটাও নির্ভেজাল তাওহীদের আলোকে সমুজ্জ্বল। তার কর্মটাও কুরআনের অনুসরণে প্রোজ্জ্বল। এমনিতরো উদাহরণ সমূহ দিয়ে আল্লাহ মানুষকে বুঝ দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ মানুষের ভিতর-বাহির সবকিছুর খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাব বিশেষত কুরআনকে নূর বলে উল্লেখ করে বলেন, فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমরা নাযিল করেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(তাগাবুন ৬৪/০৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ- 'হে আহলেকিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছেন, যিনি বহু বিষয় তোমাদের সামনে বিবৃত করেন, যেসব বিষয় তোমরা তোমাদের কিতাব থেকে গোপন কর। আরও বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব *(মায়েদাহ ৫/১৫)*।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ – 'যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের দেওয়া জ্যোতির মধ্যে রয়েছে, (সে কি অন্যের মত হ'তে

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *এখানে نُورٌ ও كِتَابٌ مُبِيْنٌ একই অর্থ 'কুরআন'। যেমন সূরা নিসা ১৭৪ আয়াতে نُورًا مُبِينًا ও بُرْهَانٌ বলতে 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে। এখানে 'নূর' ও 'কিতাব' যদি পৃথক দু'টি বস্তু হ'ত, তাহ'লে পরের আয়াতে আল্লাহ يَهْدِي بِهِ ('তার দ্বারা') না বলে يَهْدِي بِهِمَا (ঐ দু'টি দ্বারা) বলতেন। অতএব এর অর্থ 'মুহাম্মাদ' ও 'নূরে মুহাম্মাদী' নয়, যা বিদ'আতীরা প্রচার করে থাকে।*

পারে?)। অতএব দুর্ভোগ ঐ লোকদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে কঠোর। তারা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*। রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে নূর হিসাবে উল্লেখ করে দো'আ করতেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'নবী (ছাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন তখন এ দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর বা জ্যোতি। রাসূল (ছাঃ) দো'আয় নূর প্রার্থনা করে বলতেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِي نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِي نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِي نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِي نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا. اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوْرًا، 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য আমার হৃদয়-মনে নূর দান কর, আমার জিহ্বা বা বাকশক্তিতে নূর দান কর। আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান কর, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দান কর, আমার উপর দিকে নূর দান কর, আমার নীচের দিকে নূর দান কর, আমার ডান দিকে নূর দান কর, আমার বাম দিকে নূর দান কর, আমার সামনে নূর দান কর, আমার পিছন দিকে নূর দান কর, আমার নিজের মধ্যে নূর সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান কর'।[২]

আলামে আরওয়াহ'তে নূর গ্রহণ :

আলামে আরওয়াহ বা রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নূর প্রদান করেন এবং তা গ্রহণের সক্ষমতা দান করেন। দুনিয়াতে যারা সৌভাগ্যবান কেবল তারাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নূর বা জ্যোতি গ্রহণ করতে পারে। আর এই নূর দ্বারাই ক্বিয়ামতের দিন তারা সফলতা অর্জন করবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ، 'আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর পিঠে হাত বুলালেন। এতে তাঁর যেসব সন্তান-সন্ততি ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন সব প্রাণই তাঁর পিঠ থেকে বের হয়ে আসল। প্রত্যেকটি মানুষের দু'চোখের মাঝে জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করলেন। এরপর তাদেরকে আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করলন। তিনি বললেন, হে পরওয়ারদিগার এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার বংশধর। আদম (আঃ) এদের মধ্যে একজনকে দেখলেন তার দু'চোখের মাঝের উজ্জ্বলতায় তিনি বিস্মিত হ'লেন। তিনি বললেন, হে আমার রব! এটি কে? আল্লাহ বললেন, এ হ'ল তোমার সন্তানদের শেষের দিকের উম্মতদের একজন। তার নাম দাঊদ'।[৩]

এই নূরই হবে পরকালে নাজাতের কারণ :

যারা সৎ কর্মের মাধ্যমে নূর অর্জন করতে পেরেছে তারাই পরকালে সর্বাধিক কামিয়াবী হবে। যার সৎকর্ম যত বেশি হবে তার নূর তত বেশি উজ্জ্বল হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقًا، أَوْ مُؤْمِنًا نُورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ،

'মুনাফিক কি মুমিন, প্রতিটি মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। অতঃপর মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মুমিনগণ নাজাত পাবেন। প্রথম দল মুক্তি পাবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারা হবে সত্তর হাযার। তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে।[৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, 'তোমরা মাথা উঠাও। অতঃপর তারা মাথা উঠালে তাদের আমল অনুপাতে নূর প্রদান করা হবে। তাদের কেউ এমনও থাকবে যাদের বড় পাহাড়সম নূর প্রদান করা হবে যার আলোতে তারা চলবে। আবার কাউকে তা অপেক্ষা ছোট নূর প্রদান করা হবে। আবার খেজুর গাছ সমতুল্য নূর কারো ডান হাতে প্রদান করা হবে। আবার কাউকে তা অপেক্ষা ছোট নূর প্রদান করা হবে। অবশেষে একজনকে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে নূর প্রদান করা হবে। যা একবার প্রজ্জ্বলিত হবে আরেকবার নিভে যাবে। যখন আলোকিত হবে তখন সে পা উঠাবে এবং নির্বাপিত হ'লে দাঁড়িয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে অবস্থান করবেন। অতঃপর জাহান্নামের উপর রাস্তা বানানো হবে, যা পিচ্ছিল ও তরবারী

২. *বুখারী হা/৬৩১৬; মিশকাত হা/১১৯৫।*

৩. *তিরমিযী হা/৩০৭৬; মিশকাত হা/১১৮; ছহীহুল জামে' হা/৫২০৮।*

৪. *মুসলিম হা/১৯১; আহমাদ হা/১৪৭৬৩।*

অপেক্ষা ধারালো। এরপর বলা হবে, তোমরা অতিক্রম করো। তারা নিজেদের নূর অনুযায়ী অতিক্রম করবে। কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ মেঘের গতিতে, কেউ নিক্ষিপ্ত তারকার গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দ্রুতগামী পদচারীর গতিতে পুলছিরাত অতিক্রম করবে। আর যার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আলো প্রদান করা হবে সে মুখমণ্ডল, পা ও হাতের উপর ভর করে অতিক্রম করতে যাবে। এক সময় সে এক পায়ের ভরে ঝুলে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনের প্রভাব অনুভব করবে। এভাবে চলতে চলতে সে নাজাত পেয়ে যাবে। নাজাত প্রাপ্তির পর সে বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا أَنْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا 'সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাকে এমন আলো দিয়েছেন যা আমার দেখার পর অন্য কাউকে প্রদান করেননি'।[৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 'বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার কোন আলো থাকে না' *(নূর ২৪/৪০)*।

হৃদয়ে নূর বৃদ্ধি করার উপায়সমূহ :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি দয়াবান। সেজন্য এই নূর অর্জন করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। যাতে বান্দা আলোর অভাবে ছিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে পড়ে না যায়। আর রাসূল (ছাঃ) আলো বা নূর অর্জনের পথ ও পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র নূর অর্জনের কতিপয় পথ ও পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

(১) কালেমা ত্বাইয়েবাহ :

কালেমা ত্বাইয়েবায় যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তেমনি এর বহু ফযীলত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নূর বা আলো বৃদ্ধির উপাদান। কেউ যদি এর মর্ম অনুধাবন করে পাঠ করে তাহ'লে সে এই কালেমা থেকে নূর বা আলো অর্জন করতে পারবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্কে বললেন, 'কী ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে দেখছি তোমার এলোমেলো চুল ও ধুলিধুসরিত মুখ। তোমার চাচাতো ভাই আমীর নিযুক্ত হওয়ায় বোধ হয় তোমার মন খারাপ। তালহা বললেন, আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাই! আমি আপনাদের সবার চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত যে, এমন মনোভাব পোষণ না করি। আসল ব্যাপার হ'ল, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন একটি বাণী জানি, যা কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে পাঠ করলে তার আত্মা বহির্গত হবার সময় একটা প্রবল সুঘ্রাণ ছড়াবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর আত্মা তাঁর জন্য একটা জ্যোতিতে পরিণত হবে। সেই বাণীটি কি, তা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করিনি, আর তিনিও আমাকে জানাননি। ঐ জিনিসটাই আমার (মনের) মধ্যে ঢুকে আছে। (অর্থ্যাৎ ঐ বাণীটি কী সেই কথা ভাবতে ভাবতেই আমি এত বিহ্বল হয়ে পড়েছি।) ওমর (রাঃ) বললেন, আরে ওটা তো আমি জানি। তালহা বলে উঠলেন, তাহ'লে তো আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা! সেটি কী? ওমর (রাঃ) বললেন, সেটি হ'ল সেই কালেমা, যা তিনি তাঁর চাচা (আবু তালিব)-কে বলেছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'! তালহা বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন'।[৬]

(২) ওযূ :

ওযূ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ছালাত কবূলের জন্য যেমন পূর্ব শর্ত, তেমনি এর রয়েছে নানাবিধ ফযীলত। যে সকল আমলের মাধ্যমে নূর বা আলো অর্জন করা যায়, তার মধ্যে ওযূ অন্যতম। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করতে ছাহাবীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ- 'তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ওযূ করতে দেখলেন। ওযূ করতে তিনি মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি এমনভাবে ধুলেন যে, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ধুয়ে ফেললেন। এরপর পা দু'টি এমনভাবে ধুলেন যে, পায়ের নালার কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। এভাবে ওযূ করার পর বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মত ওযূর প্রভাবে ক্বিয়ামতের দিন দীপ্তিময় মুখমণ্ডল ও হাত-পা নিয়ে উঠবে। কাজেই তোমরা যারা সক্ষম তারা অধিক বিস্তৃত দীপ্তিসহ উঠতে চেষ্টা করে'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হাযেম (রাঃ) বলেন, كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ- 'একদা আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি ছালাতের জন্য ওযূ করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত (ধোয়ার সময়) লম্বা করে দিলেন। এমনকি (ধুতে ধুতে) বগল পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! এটা কেমন ওযূ! তিনি

৫. *হাকেম হা/৩৪২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৯১, ৩৭০৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩৫২।*

৬. *আহমাদ হা/১৮৭; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৮৭১; মুসনাদে ফারূক হা/১২৫, সনদ ছহীহ।*

৭. *মুসলিম হা/২৪৬; ইবনু হিব্বান হা/১০৪৯।*

বললেন, হে ফারূকের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম তোমরা এখানে আছ, তাহ'লে এরকম ওযূ করতাম না। (এজন্য এরকম করেছি যে), আমি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের ওযূর পানি যে পর্যন্ত পৌঁছবে, ক্বিয়ামতের দিন তার উজ্জ্বলতাও সে পর্যন্ত পৌঁছবে'।[৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، 'আমার উম্মতেরা হাওযে কাওছারের নিকট ভিড় জমাবে। আর আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব, যেমনিভাবে লোকেরা তার হাউয থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে, যা অন্য কোন উম্মতের হবে না। ওযূর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল নুরানী ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে'।[৯]

(৩) ছালাত :

ছালাত কেবল ফরয ইবাদতই নয়; বরং এটি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ছালাত এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে নূর বা আলো অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا– 'পাক-পবিত্রতা হ'ল ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লা-হ' মানুষের আমলের পাল্লাকে ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহ-হি' ওয়ালহাম্দুলিল্লা-হি' ছওয়াবের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয় অথবা বলেছেন, আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। ছালাত হ'ল নূর বা আলো। দান-খয়রাত (দানকারীর পক্ষে) দলীল। ছবর বা ধৈর্য হ'ল জ্যোতি। কুরআন হ'ল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ ভোরে ঘুম হ'তে উঠে নিজের আত্মাকে তাদের কাজে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে সে আযাদ করে দেয় অথবা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়'।[১০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ– 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করবে, ক্বিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি তা (ছালাত) হেফাযত করবে না, ক্বিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তির কারণ হবে না। আর এ ব্যক্তি ক্বিয়ামত দিবসে ক্বারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফ-এর সাথে থাকবে'।[১১]

(৪) জুম'আয় উপস্থিত হওয়া :

জুম'আর দিনকে সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জুম'আয় উপস্থিত হওয়ার যেমন বিশেষ ফযীলত রয়েছে, তেমনি এতে উপস্থিত হয়ে ছালাত আদায় করা আল্লাহ্র নূর অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى، إِلَى كَرِيمِهَا تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ لَا يُطْرِفُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ – 'আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন দিনসমূহকে নিজ অবস্থায় উত্থিত করবেন। তবে জুম'আর দিনকে আলোকোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করে উত্থিত করবেন। জুম'আ আদায়কারীগণ আলো দ্বারা বেষ্টিত থাকবে যেমন নতুন বর বেষ্টিত থাকে, যা তাকে প্রিয় ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। তারা অলো বেষ্টিত থাকবে এবং সেই আলোতে চলবে। তাদের রং হবে বরফের মত উজ্জ্বল ও সুগন্ধি হবে কাফূরের পর্বত থেকে সঞ্চিত মিশকের মত। তাদের দিকে জিন ও মানুষ তাকাতে থাকবে। তারা আনন্দে দৃষ্টি ফিরাতে না ফিরাতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সাথে একনিষ্ঠ ছওয়াব প্রত্যাশী মুওয়ায্যিন ছাড়া কেউ মিশতে পারবে না'।[১২]

(৫) অন্ধকারে মসজিদে হেঁটে যাওয়া :

ওযূ করে মসজিদে হেঁটে যাওয়ার অনেক ফযীলত রয়েছে। আর যদি কেউ অন্ধকার রাতে তথা এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করে তাহ'লে এটি তার জন্য নূর হবে। যে নূরের আলোতে সে পুলছিরাত অতিক্রম করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'রাত্রির অন্ধকারে

৮. *মুসলিম হা/২৫০; মিশকাত হা/২৯১; ছহীহাহ হা/২৫২।*
৯. *মুসলিম হা/২৪৭; ছহীহাহ হা/৩৯৫২।*
১০. *মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১।*
১১. *দারেমী হা/২৭৬৩; আহমাদ হা/৬৫৭৬; মিশকাত হা/৫৭৮।*
১২. *হাকেম হা/১০২৭; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৩০; ছহীহাহ হা/৭০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯৮।*

মসজিদে যাতায়াতকারী লোকদেরকে, ক্বিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ জানিয়ে দাও'।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُورٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ঐ লোকদেরকে উজ্জ্বল আলো দ্বারা আলোকিত করবেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে হেঁটে যায়'।[১৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ لَيْلٍ إِلَى صَلَاةٍ، آتَاهُ اللهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ছালাতের দিকে হাঁটবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে নূর প্রদান করবেন'।[১৫] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সে নূর সাথে নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।[১৬]

(৬) কুরআনুল কারীম :

যে সকল মাধ্যমে নূর বা জ্যোতি অর্জন করা যায় তন্মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত একটি বিশেষ মাধ্যম। কুরআনের মধ্যে বিশেষ কিছু সূরা রয়েছে যেগুলো নূর অর্জনে অধিক সহায়ক। কেবল কুরআন তেলাওয়াতকারীই এই মর্যাদা লাভ করবে না; বরং তেলাওয়াকারীর পিতা-মাতাও সে মর্যাদা পাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ–

'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ, আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথ প্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমরা যাকে ইচ্ছা করি। আর নিশ্চয়ই তুমি পথ প্রদর্শন করে থাক সরল পথের দিকে' *(শূরা ৪২/৫২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُوْلَانِ: بِمَا كُسِيْنَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে আমল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তাঁর পিতা-মাতাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান এক প্রশস্ত পোশাক পরানো হবে। তারা বলবেন, কিসের জন্য আমাদের এসব পরানো হচ্ছে? তাঁদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআন গ্রহণ করেছে এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে'।[১৭]

(ক) সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার শেষ দু'আয়াত পাঠ করা :

কুরআনুল কারীমের বিশেষ কিছু সূরা বা আয়াত আছে যেগুলো আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তার মধ্যে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারাহ অন্যতম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ. 'একদিন জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হ'ল ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এ দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আপনাকে দেওয়া দু'টি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দু'টি নূর হ'ল 'ফা-তিহাতুল কিতাব' বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারাহ্র শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে'।[১৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، 'আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব হ'তে তিনি দু'টি আয়াত নাযিল করেছেন। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত করেছেন। যে ঘরে তিন রাত এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের নিকটে আসতে পারে না'।[১৯] অন্যত্র তিনি এই দু'টি আয়াতের ব্যাপারে বলেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ، 'সূরা বাক্বারাহ্র শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টিই যথেষ্ট হবে'।[২০] অর্থাৎ রাত্রে কুরআন মাজীদ

১৩. *তিরমিযী হা/২২৩; মিশকাত হা/৭২১।*
১৪. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭।*
১৫. *দারেমী হা/১৪৬২; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৮, ৪২৪।*
১৬. *ছহীহুত তারগীব হা/৪২৪।*
১৭. *হাকেম হা/২০৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪।*
১৮. *মুসলিম হা/৮০৬; মিশকাত হা/২১২৪।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৮৮২; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৬৭।*
২০. *বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।*

তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট বা জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাযতের জন্য যথেষ্ট হবে।[২১]

(খ) সূরা কাহ্ফ পাঠ করা : যে সকল সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি অর্জন করা যায় তার মধ্যে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করা অন্যতম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ، 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময় জ্যোতির্ময় হয়ে যায়'।[২২] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য তার ও বায়তুল আতিক্ব (কা'বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে'।[২৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফ তেলাওয়াত করবে সেটি ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তার স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত হবে'।[২৪]

(৮) ইসলামের ছায়াতলে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া :

যে সকল মাধ্যমে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি অর্জন করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হ'ল ইসলামী বিধান পালনের মাধ্যমে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া। কারণ কেউ যদি বার্ধক্যে পৌঁছে আর তার চুল পেকে যায় তাহ'লে তার এই চুলই ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হিসাবে উপকারে আসবে। তবে অবশ্যই ইসলামী বিধানের ছায়াতলে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তির মুসলিম অবস্থায় কিছু পরিমাণ চুলও সাদা হবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বিশেষ প্রকারের নূর হবে'।[২৫] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ 'যে ব্যক্তির মুসলিম অবস্থায় কিছু পরিমাণ চুলও সাদা হবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বিশেষ প্রকারের নূর হবে। তখন জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোকেরাতো সাদা চুল তুলে ফেলে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে সে তার নূর বা জ্যোতিকে উপড়ে ফেলুক'।[২৬] তিনি আরো বলেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة 'তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেল না। কেননা তা ক্বিয়ামতের দিন নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ মুছে দিবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন'।[২৭]

(৯) ইনছাফ কায়েম করা :

প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা ইনছাফ কায়েম করতে পারবে তাদের এই ইনছাফপূর্ণ আচরণই ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا 'আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ'।[২৮]

(১০) আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা :

মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা এক প্রকারের ইবাদত। কারণ এতে যেমন রয়েছে প্রভূত ছওয়াব তেমনি এই ভালোবাসা ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হিসাবে গণ্য হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক থাক বা না থাক মুসলিম হিসাবে পরস্পরকে ভালবাসলে আল্লাহ তাদের জন্য নূরের মিম্বার স্থাপন করবেন। যেমন হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ، 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মিম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন'।[২৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا

২১. *ফাৎহুল বারী ৯/৫৬।*
২২. *হাকেম হা/৩৩৯২; মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬।*
২৩. *দারেমী হা/৩৪৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭১।*
২৪. *ছহীহাহ হা/২৬৫১; ছহীহুত তারগীব হা/২২৫।*
২৫. *তিরমিযী হা/১৬৩৫; মিশকাত হা/৩৮৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৪।*
২৬. *আহমাদ হা/২৩৯৯৮; ছহীহাহ হা/৩৩৭১; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯২।*
২৭. *ইবনু হিব্বান হা/২৯৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৬।*
২৮. *মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৫০।*
২৯. *তিরমিযী হা/২৩৯০; ছহীহুত তারগীব হা/৩০১৯।*

فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– 'কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহ্র নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে বলে দিন তারা কারা? তিনি বললেন, ঐ লোক হ'ল তারা, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কায়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহ্র কসম! তাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা কোন ভয় পাবে না এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সতর্ক হও! নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না। যারা মুমিন এবং পরহেযগার, তাদের জন্য ইহ্লৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ্র কালামের (বাক্যাবলীর) কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল মহাসাফল্য।[৩০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَضَعُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ – 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নূর বা জ্যোতির মিম্বার স্থাপন করবেন। অতঃপর তাতে তিনি তাদের বসাবেন। এরপর তাদের মুখমণ্ডল ও পোষাকসমূহ আলোকিত করা হবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা কোন ভয় পাবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না'।[৩১] অন্যত্র তিনি বলেন, لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ ... قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى، وَبِلَادٍ شَتَّى، 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন এমন এক দল লোক উঠাবেন যাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তাদেরকে মণি-মুক্তার মিম্বারে বসানো হবে যাদের দেখে লোকেরা ঈর্ষা করবে। অথচ তারা নবী-রাসূল বা শহীদ নন।...তারা হ'ল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের লোক যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালোবাসে'।[৩২]

৩০. *সূরা ইউনুস ৬২-৬৪; আবূদাঊদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩০২৩,৩০২৬।*
৩১. *আহমাদ হা/২২৯৫৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৯৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩০২৭।*
৩২. *তাবারানী, হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৬৭৭০; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৯।*

(১১) তওবা করা :

প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন ভুল করে থাকে। তবে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে ভুল করে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করে। তওবাকারীরা গুনাহমুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তওবা করাকে নূর বা জ্যোতি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। যেদিন আল্লাহ স্বীয় নবী ও তার ঈমানদার সাথীদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

(১২) হজ্জে পাথর নিক্ষেপ করা :

হজ্জের সময় তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ছওয়াবের কাজ। এর অফুরন্ত প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন।[৩৩] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের বিনিময়ে কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[৩৪] এই ইবাদতটি কেবল ছওয়াবেরই কাজ নয় বরং এটিও ক্বিয়ামতের দিন নূর তথা জ্যোতির কারণ হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'তুমি যখন (হজ্জে) পাথর নিক্ষেপ করবে তখন তা ক্বিয়ামতের দিন তোমার জন্য নূর বা জ্যোতি হয়ে যাবে'।[৩৫]

(১৩) আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করা :

আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যার ফযীলত অত্যধিক। তবে এই জিহাদ হ'তে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। এই পথে যে বা যারা নিয়োজিত থেকে তীর বা এই জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করবে, তাদের জন্য এই তীর নিক্ষেপই ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে সেটি তার

৩৩. *ছহীহুত তারগীব হা/১১৫৫।*
৩৪. *ছহীহুত তারগীব হা/১১১২।*
৩৫. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৫৮৮; ছহীহাহ হা/২৫১৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৫৭।*

জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর বা জ্যোতি হবে।[৩৬] আর এই পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা শহীদ হবেন তাদেরকে নূরের মুকুট পরানো হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، 'তার মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হ'তে উত্তম'।[৩৭]

দুনিয়ায় নূরের কার্যকারিতা :

নূর বা জ্যোতি এমন এক ইলাহী নে'মত, যার মাধ্যমে নবী-রাসূল ও আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দারা আল্লাহ্র নির্দেশে লোকদেরকে ভ্রষ্টতার পথ থেকে আলোর পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ বলেন, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। তিনি তোমাদেরকে দিবেন নূর। যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

পরকালে নূরের কার্যকারিতা :

সৎ আমলের মাধ্যমে নূর অর্জন করতে পারলে এই নূরের আলোতে ক্বিয়ামতের দিন সফলতা অর্জন করা যাবে। এই নূরের মাধ্যমে মানুষ আলোকিত হবে হাশরে, ছিরাতে ও জান্নাতে। তারা সর্বদিক থেকে নূর দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 'যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডাইনে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হ'ল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা' *(হাদীদ ৫৭/১২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ– 'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা ঈমানদারগণকে বলবে, তোমরা একটু থাম, তোমাদের থেকে কিছু আলো নিয়ে নিই। তখন বলা হবে, পিছনে ফিরে যাও! সেখানে আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। যাতে একটা দরজা থাকবে। যার ভিতরের দিকে থাকবে রহমত ও বাইরে থাকবে আযাব' *(হাদীদ ৫৭/১৩)*। তিনি আরো বলেন, يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

উপসংহার : আলামে আরওয়াহ বা রূহের জগতে পাওয়া নূর বা জ্যোতি সবার কাছে রয়েছে। যারা ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এই নূর বা জ্যোতিকে ধরে রাখতে পারে তারাই সফলকাম। আর যারা ঈমান বিধ্বংসী কর্মের মাধ্যমে নূর বা জ্যোতিকে বিনষ্ট করবে তারা দুনিয়াতে যেমন ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তেমনি পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। নূর বা জ্যোতি অর্জন করার জন্য সৎকর্মের কোন বিকল্প নেই। তবে এই নূর কোন পীর বা ছূফীদের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। বরং এই নূর সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জন বা বৃদ্ধি করতে হয়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, আদম (আঃ)-এর নূর ছিল সবুজ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূর ছিল সাদা। এরূপ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নূর হ'ল ঈমানী নূর যা সৎকর্মের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অসৎকর্মের কারণে হ্রাস পায়। এমনকি ঈমান বিনষ্টকারী আমলের মাধ্যমে এই নূর বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই নূর বা জ্যোতি নবী-রাসূল ও আল্লাহ্র সৎ বান্দাগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারা সৎকর্ম ও আল্লাহ্র যিকর-আযকারের মাধ্যমে এই নূর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমরাও যদি সৎ কাজ করি তাহ'লে আমরাও নূর বা জ্যোতি অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে নূর বা জ্যোতি অর্জন করে তার মাধ্যমে পরকাল আলোকিত করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

৩৬. *ছহীহাহ হা/২৫৫৫।*
৩৭. *তিরমিযী হা/১৬৬৩; মিশকাত হা/৩৮৩৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯।*

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

ড. নূরুল ইসলাম*

(নভেম্বর'২০ সংখ্যার পরে)

হানাফীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কাদিয়ানী, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সাথে সবচেয়ে বেশী মুনাযারা করেছেন।[১] অমুসলিম ও বাতিল ফিরক্বাগুলির সাথে বিতর্কের সময় তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে মুনাযারায় অংশগ্রহণ করতেন। হানাফী আলেমগণও অমুসলিমদের সাথে বিতর্কের সময় তাঁকে নিয়ে যেতেন।[২] মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলতেন, 'মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী আমাকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতেন। এজন্য বড় বড় বাহাছে, যেখানে আকাবিরে দেওবন্দ-এর কর্তৃত্ব থাকত, সেখানে এই অধমের উপরেই বাহাছের দায়িত্ব অর্পিত হ'ত। যেমন নাগীনা, রামপুর প্রভৃতি স্থানের বাহাছ'।[৩] মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়ে অমৃতসরী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সঙ্গতকারণেই হানাফীদের সাথে তিনি একান্ত বাধ্য না হ'লে বাহাছে অবতীর্ণ হ'তেন না। উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী পত্র মারফত তাঁকে আমীন, রাফ'উল ইয়াদায়েন প্রভৃতি ফিক্বহী মাসআলায় বিতর্ক না করার জন্য আহ্বান জানাতেন।[৪] তথাপি এসব বিষয়ের গুরুত্ব, ক্ষেত্র বিশেষে হানাফীদের বাড়াবাড়ি ও পারিপার্শ্বিক কারণে তিনি হানাফীদের সাথে বেশ কিছু বাহাছ-মুনাযারা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিম্নে হানাফীদের সাথে কৃত তাঁর ৭টি বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হ'ল।-

১. অমৃতসরের মুনাযারা (১৮৯৮) :

১৮৯৮ সালে অমৃতসরে হানাফী আলেম মৌলভী খায়ের শাহের সাথে ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর উক্ত লিখিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এতে হানাফী ও আহলেহাদীছ উভয় পক্ষের একজন করে মোট দু'জন বিচারক নিযুক্ত হন। ১. মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরী (আহলেহাদীছ) এবং ২. 'তাফসীরে হক্কানী'র লেখক মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী। প্রথমে লিখিত বিতর্ক শুরু হ'লেও পরে এটি মৌখিক বিতর্কে রূপ নেয়। ২/৩ দিন ধরে বিতর্ক চলতে থাকে। শেষে বিচারকগণ সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী অমৃতসরীর পক্ষে রায় দিয়ে বলেন, 'আহলেহাদীছ মুনাযিরের দলীলগুলি শক্তিশালী ছিল। হানাফী মুনাযির সেগুলি খণ্ডন করতে পারেননি। এজন্য আমি যে ফায়ছালা দিয়েছি তা সঠিক'। এ বিতর্কে বিজয়ের ফলে বহু মানুষ হাদীছের প্রতি আমলকারী হয়ে যায় এবং অমৃতসরে আহলেহাদীছদের প্রচার-প্রসার ঘটতে থাকে।[৫]

২. দরওয়াযা হাকীমা-এর মুনাযারা (১৮৯৯) :

'তাক্বলীদ' বিষয়ে মৌলভী আব্দুছ ছামাদ হানাফীর সাথে অমৃতসরের 'দরওয়াযা হাকীমা'তে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। হানাফীরা যখন দেখল যে, মৌলভী আব্দুছ ছামাদ অমৃতসরীর সাথে বিতর্কে হেরে যাচ্ছেন, তখন তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। কিন্তু হাকীম মুহাম্মাদুদ্দীন নামক এক শক্তিশালী ব্যক্তি সামনে এসে তাদেরকে রুখে দিলেন। এভাবে হানাফী মৌলভী ছাহেব পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন।[৬]

৩. সোহদারার মুনাযারা (১৯২২) :

১৯২২ সালের ২৮ ও ২৯শে মার্চ 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ সোহদারা'-এর ১ম বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। পাল্টা হানাফীরাও জালসার আয়োজন করে। মোল্লা মুলতানী (নিযামুদ্দীন ওয়াযীরাবাদী) জালসায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কারণে মুনাযারার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হানাফীরা তাদের বিখ্যাত মুনাযির সাইয়িদ নূর শাহকে নিয়ে আসে। 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ' বিষয়ে তাঁর সাথে অমৃতসরীর বাহাছ হয়। মৌলভী নূর শাহ তাঁর সাথে এক ঘণ্টাও মুনাযারা করতে সক্ষম হননি। হানাফীরা নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে হট্টগোল সৃষ্টি করে মৌলভী নূর শাহকে ওখান থেকে সরিয়ে নেয়। এতে শত শত মানুষ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রবক্তা হয়ে যায়। মুনাযারায় উপস্থিত সরদার মুহাম্মাদ ওয়ায়েয পাণ্ডুরিয়া তার সঙ্গী-সাথী সহ আহলেহাদীছ হয়ে যান। এটি ছিল আহলেহাদীছদের জন্য অনেক বড় বিজয়।[৭]

৪. চক রেজাদী, গুজরাটের মুনাযারা (১৯২৩) :

গুজরাট যেলার চক রেজাদী নামক স্থানে হানাফীদের বেশ দাপট ছিল। এখানে কিছু আহলেহাদীছ বসবাস করত। স্থানীয় মাওলানা হাকীম আব্দুল গণী যুবক বয়সে এখানে তাবলীগের কাজ করতেন এবং জালসার আয়োজন করতেন। এতে সেখানে আহলেহাদীছদের প্রচার-প্রসার বাড়তে থাকলে হানাফীরা তাদের প্রতি মুনাযারার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা আব্দুল আযীযের (গুজরানওয়ালা) মাঝে 'তাক্বলীদে শাখছী' বিষয়ে ১৯২৩ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। হানাফী মুনাযির অত্যন্ত ধীরগতিতে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত বিতর্ক করতে সমর্থ হন। মাওলানা ছানাউল্লাহ এই সুযোগে শ্রোতামণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। উপস্থিত ৯৮% শ্রোতা হানাফী ছিল।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮৮।
২. বাযমে আরজুমন্দা, পৃঃ ১৬৬।
৩. ঐ, পৃঃ ১৬৩।
৪. ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৭২।
৫. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪০৩; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/২৪০।
৬. তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/২৪১।
৭. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪১৬-৪১৭।

তারা বলে উঠে, 'আমাদের মৌলভী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। উত্তর দিতে পারছে না'। অবস্থা বেগতিক দেখে মৌলভী করম দ্বীন (ঝিলাম) মৌলভী আব্দুল আযীযকে জোরপূর্বক বসিয়ে দিয়ে নিজেই মুনাযারা করার জন্য এগিয়ে আসেন। বিতর্ক চলা অবস্থায় মুনাযির পরিবর্তনের ফলে শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি বিব্রতকর মনে হয়। অমৃতসরী বিতর্কে এতটা জ্বলে উঠেন যে, মৌলভী করম দ্বীন আধা ঘণ্টাও তাঁর কাছে টিকতে পারেননি। ফলে হানাফীদের নিযুক্ত সভাপতিই স্বীকার করে নেন যে, 'আহলেহাদীছ মুনাযির অমৃতসরী বিজয়ী হয়েছেন। আমাদের মুনাযির তার কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারেননি'। অত্র এলাকায় এ মুনাযারার দারুণ প্রভাব পড়ে এবং আহলেহাদীছদের প্রতি হানাফীদের যে ঘৃণা ছিল তা অনেকটাই বিদূরিত হয়ে যায়।[৮]

৫. জালালপুর, মুলতানের মুনাযারা (১৯২৮) :

১৯২৮ সালের ৫ই অক্টোবর মুলতান যেলার জালালপুর পীরওয়ালা গ্রামে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' বিষয়ে এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। হানাফীদের পক্ষে ছিলেন মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ঘোটবী (শায়খুল জামে'আ আব্বাসিয়া, বাহাওয়ালপুর) এবং তার সহযোগী ছিলেন মাওলানা মোর্তযা হাসান দেওবন্দী। আহলেহাদীছদের পক্ষে ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মাখদূম দেওয়ান সাইয়িদ মুহাম্মাদ গাওছ বিচারক মনোনীত হন। তিনি ১৯২৮ সালের ৭ই অক্টোবর লিখিত ফায়ছালা প্রদান করে বলেন, 'আমি মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের ঈমান থেকে এই ফায়ছালা প্রদান করছি যে, রাফ'উল ইয়াদায়েন রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম ও সুন্নাত।

উক্ত বিচারকের লিখিত ফায়ছালার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেব রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে তিরমিযীতে *(হা/৩০৪)* বর্ণিত আবু হুমাইদ আস-সায়েদীর যে ছহীহ হাদীছ পেশ করেছেন তার জবাবে মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব হাদীছের একজন রাবী আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরকে 'মাতঊন' (নিন্দিত বা সমালোচিত) আখ্যা দেন এবং আবু কাতাদা থেকে মুহাম্মাদ বিন 'আমরের শ্রবণ অসম্ভব বলে বর্ণনা করেন। সেই সাথে আতা বিন খালেদ সূত্রের এক রাবীকে মাজহূল বা অপরিচিত আখ্যা দেন। তিনি আরো বলেন যে, হাকেম ও তিরমিযীর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মত হ'ল, তাদের তাছহীহ ও তাহসীন-এর উপর নির্ভর করা যাবে না। মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব তার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করেননি যা দেখে এটা বুঝা যাবে যে, মৌলভী ছাহেবের কথা ঠিক না বেঠিক?

২. মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব আবূদাঊদের একটি হাদীছ পেশ করে বলেন, আবূদাঊদের মূলনীতি হ'ল যে হাদীছের ব্যাপারে তিনি চুপ থাকেন তা ছহীহ। এর জবাবে মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ বলেন, বিস্তর সমালোচনা (جرح مفصل) বিদ্যমান থাকার কারণে 'তাছহীহে মুবহাম' (অস্পষ্ট ছহীহ) গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এখানেও মৌলভী ছাহেব জারহে মুফাছ্ছালের কোন হাওয়ালা বা সূত্র উল্লেখ করেননি।

৩. এরপর মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব আবু হুমাইদ সায়েদীর হাদীছ দ্বারা সাধারণভাবে রাফ'উল ইয়াদায়েনের বিষয়টি মেনে নেন। কিন্তু তিনি এটা বলেন যে, মতভেদপূর্ণ বিষয় হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন? এর জবাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেব রাফ'উল ইয়াদায়েন অব্যাহত থাকার ব্যাপারে বলেন যে, مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً 'তুমি তো আমাদের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করতে পারনি'[৯] বাক্যটি প্রমাণ করে যে, এই ঝগড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরের। তখন মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব বলেন, ছাহাবী যখন হ্যাঁ (بلى) বলেছেন, তখন ঝগড়া কিসের? এখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়টিকে মেনে নিয়ে শুধু এটুকু বলেন যে, এই হাদীছটি রাফ'উল ইয়াদায়েন অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করতে পারে না।

৪. অতঃপর মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব ছহীহ বুখারী *(হা/৭৩৯)* থেকে ইবনে ওমরের হাদীছ পেশ করে বলেন যে, তিনি রুকূতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে মারফূ বর্ণনা করতেন। মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব এর জবাবে বলেন, ফাতহুল বারীতে উক্ত হাদীছকে নাফে'-এর সূত্রে মাওকূফ বলা হয়েছে। অথচ ফাতহুল বারীতে যে বর্ণনাটি মাওকূফ রয়েছে সেটি আব্দুল ওয়াহ্হাব থেকে বর্ণিত। আর উল্লেখিত হাদীছটি আব্দুল আ'লা থেকে বর্ণিত। যেটাকে বুখারী মারফূ লিখেছেন। এজন্য যে হাদীছটিকে মাওকূফ বলা হয়েছে, সেটি আসলে মাওকূফ নয়; বরং মারফূ। এটি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে থাকেন।

৫. যেহেতু রুকূতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং এর বিপরীতে মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব রাফ'উল ইয়াদায়েন মানসূখ হওয়ার কোন হাদীছ পেশ করতে পারেননি, সেহেতু রাসূলের কর্ম হিসাবে রাফ'উল ইয়াদায়েন অব্যাহত থাকা প্রমাণিত হয়ে গেল।[১০]

৬. লাহোরের মুনাযারা (১৯৩০) :

১৯৩০ সালে মৌলভী মুহাররম আলী চিশতীর বাড়িতে 'ইলমে গায়েব' বিষয়ে হানাফী আলেম মৌলভী অলী মুহাম্মাদ জলন্ধরীর সাথে অমৃতসরীর এই মুনাযারাটি অনুষ্ঠিত হয়।

---

৮. ঐ, পৃঃ ৪১৯-৪২০।

৯. তিরমিযী হা/৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৬১, হাদীছ ছহীহ।

১০. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৭, ৪২৫; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৪৭৫-৪৮৪।

হানাফী মুনাযির অমৃতসরীর কোন জবাব দিতে পারেননি। এজন্য হানাফীরা পর্যন্ত বলে ওঠে, 'এই মাসআলায় ওহাবী তথা অমৃতসরী হকের উপরে আছেন। আমাদের মৌলভীদের নিকট ইলমী, আক্বলী (যুক্তিসঙ্গত) ও নাকলী দলীল না থাকার পরেও কেন তারা ওহাবীদের সাথে মুনাযারা করতে আসে। এতে তো অযথা হানাফীদের দুর্নাম হয়'।[১১]

৭. লায়ালপুরের মুনাযারা (১৯৩৪) :

১৯৩৪ সালের ২৩ ও ২৪শে সেপ্টেম্বর লায়ালপুর যেলার তান্দলিয়ানওয়ালায় (Tandlianwala) আহলেহাদীছদের জালসায় এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রতিপক্ষ ছিলেন হানাফী আলেম মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ ঘোটবী (শায়খুল জামে'আ আব্বাসিয়া, বাহাওয়ালপুর)। যবরদস্ত আলেম হওয়া সত্ত্বেও বিতর্কে তিনি তাক্বলীদে শাখছীকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। তিনি এ বিষয়ে যত দলীল পেশ করেন অমৃতসরী তার সবগুলিই খণ্ডন করেন। এতে শায়খুল জামে'আ তাক্বলীদে শাখছী ওয়াজিব হওয়ার দাবী থেকে সরে এসে একে মুস্তাহাব বলে মত প্রকাশ করেন। এতে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর উপর এর দারুণ প্রভাব পড়ে। সাধারণ মানুষ বুঝে নেয় যে, তাক্বলীদে শাখছী কোন যরূরী ও দ্বীনী বিষয় নয়। এর ফলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আহলেহাদীছদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।[১২]

হাদীছ অস্বীকারকারীদের সাথে মুনাযারা :

অমৃতসরে মুনকিরীনে হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারীদের সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর অনেক মুনাযারা হয়। প্রত্যেকবারই তারা পরাজয় বরণ করে।[১৩] ১৯১৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ই মে মাদ্রাজে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর সভাপতিত্বে 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। জালসার শেষ দিন কাদিয়ানী ও হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে বাহাছের আহ্বান জানানো হয়। কারণ এরা মাদ্রাজ ও এর আশপাশের এলাকাগুলোতে তাদের বাতিল আক্বীদা প্রচার করে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করছিল। এ আহ্বানে কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া না দিলেও মুনকিরীনে হাদীছ-এর পক্ষ থেকে মৌলভী হাশমত আলী দেহলভী এগিয়ে আসেন। লিখিত বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুস সোবহান অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট বাহাছের সভাপতি নিযুক্ত হন। মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরী ও মাওলানা যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ মাদ্রাজী সর্বসম্মতিক্রমে বিচারক নিযুক্ত হন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী আহলেহাদীছদের পক্ষ থেকে বাহাছ করেন। বাহাছের পর বিচারকদ্বয় হাদীছের প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারী মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে বিজয়ী ঘোষণা করে বলেন, 'হাদীছের প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারী যেসকল দলীলের মাধ্যমে স্বীয় দাবীকে প্রমাণ করেছেন হাদীছ অস্বীকারকারী তার কোন জবাবই দেননি এবং যা কিছু বলেছেন দলীলের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না'।[১৪] এভাবে বারবার অমৃতসরীর কাছে পরাজয় বরণের পর তিনি নীরব হয়ে যান।

এরপর হাদীছ অস্বীকারকারী অমৃতসরী গ্রুপের নেতা মৌলভী আহমাদুদ্দীন ময়দানে নামেন। তিনি অমৃতসরীর কাছে কয়েকবার মৌখিক বিতর্কে পরাজিত হওয়ার পর সামনে আসার সাহস না পেয়ে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে লিখিত বাহাছ শুরু করে দেন। আহমাদুদ্দীন 'আল-বালাগ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন আর অমৃতসরী সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় তার জবাব দিতেন। এই লিখিত বিতর্কটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আহমাদুদ্দীন কলম তুলে রাখতে বাধ্য হন। অমৃতসরী তাকে বারংবার বাহাছ শেষ করার জোর তাকীদ দিলেও আহমাদুদ্দীন সামনে অগ্রসর হ'তে সাহস পাননি।[১৫]

জীবনের শেষ মুনাযারা :

১৯৪৪ সালের ২৪শে মে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী জীবনের সর্বশেষ মুনাযারা করেন আর্য সমাজের প্রখ্যাত তার্কিক পণ্ডিত রামচন্দ্রের সাথে। ইতিপূর্বে তিনি অমৃতসরীর সাথে কয়েকবার বিতর্ক করেছিলেন। এবার তিনি বেশ প্রস্তুতি নিয়ে আটঘাট বেঁধে ময়দানে নামেন। হিন্দু মহাসভা কলেজে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক ময়দানে উপস্থিত হয়েই রামচন্দ্র হুংকার ছেড়ে বলেন, 'আপনি ইতিপূর্বে আর্য সমাজের কয়েকজনের সাথে বিতর্ক করেছেন এবং তাদেরকে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। কিন্তু আজ রামচন্দ্র সামনে এসেছে। একটু রয়ে সয়ে বিতর্ক করবেন'। বড় বড় প্রফেসর, গ্রাজুয়েট, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, উকিল এবং জজ এই ঐতিহাসিক বিতর্ক দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিতর্ক শুনে সবাই অমৃতসরীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এমনকি শেষতক স্বয়ং রামচন্দ্র জনসম্মুখে একথা বলতে বাধ্য হন যে, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ যেই দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার সাথে বিতর্ক করেন, সেরকম কোন মুনাযিরকে আমি পাইনি'।[১৬]

অমৃতসরীর মুনাযারার বৈশিষ্ট্য :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনীকার মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী অমৃতসরীর মুনাযারার ১০টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।[১৭] এগুলি হ'ল-

১. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী প্রতিপক্ষকে কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা লাঞ্ছিত করতেন না। বরং তাদেরকে সম্মান

---

১১. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪১২।*
১২. *ঐ, পৃঃ ৪২৪-৪২৫।*
১৩. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৫৫।*
১৪. *মুহাম্মাদ তানযীল ছিদ্দীকী হুসাইনী, দাবিস্তানে নাযীরিয়াহ (গুজরানওয়ালা : দারু আবিত তইয়িব, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯), ২/১২৬-১২৭।*
১৫. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪০৪-৪০৫; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৫৫।*
১৬. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪০৬; পাক্ষিক তারজুমান, ১৬-৩০শে এপ্রিল ২০১৫, পৃঃ ২৭।*
১৭. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭।*

করতেন এবং সহাস্যবদনে তাদের মুখোমুখি হ'তেন। এমনকি তাঁর বাসস্থান অমৃতসর শহরে কোন জায়গা থেকে কেউ তাঁর সাথে মুনাযারা করতে আসলে মুনাযারা শেষে জনসম্মুখে তাকে তাঁর বাড়ীতে অবস্থানের ও আতিথেয়তা গ্রহণের দাওয়াত দিতেন।[১৮]

২. সমালোচনা বা প্রত্যুত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে তার শব্দগুলো সর্বদা সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ হ'ত।

৩. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কেও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করতে এবং হেসে হেসে আরবী, উর্দূ ও ফার্সী কবিতা পাঠের মাধ্যমে তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরের অমৃতসরীর কিছু মুনাযারায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। তিনি বলেন, অনেক কবির কবিতা অমৃতসরীর মুখস্থ ছিল। তিনি যখন কবিতা পাঠ করতেন তখন মনে হ'ত যে, কবি বোধ হয় এই স্থানের জন্যই এই কবিতাটি বলেছিলেন। অনেক সময় একটি কবিতাই বিপক্ষ দলের মুনাযিরকে পেরেশান করে দিত এবং তার পক্ষে জওয়াব দেওয়া মুশকিল হয়ে যেত। মেহের ছাহেব আরো বলেছেন, অমৃতসরী কবি মির্যা গালিবের কবিতা পাঠ করলে বলতেন, চাচা গালিব কত সুন্দরই না বলেছেন। কোন ক্ষেত্রে কবি নওয়াব মির্যা খান দাগ দেহলভী (১৮৩১-১৯০৫)-এর কবিতা পড়ার প্রয়োজন হ'লে বলতেন, এ বিষয়ে দাগ-এর কবিতা শুনুন! প্রত্যেক ব্যক্তি তার কবিতা পাঠের স্টাইল দেখে আনন্দিত হ'ত।[১৯]

মাওলানা হানীফ নাদভী বর্ণনা করেছেন যে, একবার প্রখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল আযীয দেওবন্দীর (গুজরানওয়ালা) সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর 'ইমামের পিছনে সূরা ফতিহা পাঠ' বিষয়ে গুজরানওয়ালায় বাহাছ হয়। বাহাছের শর্ত ছিল, মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেব মুনাযারায় আরবী, উর্দূ বা ফার্সী কবিতা পাঠ করবেন না। এই শর্ত মানা এবং এর উপর কায়েম থাকা মাওলানার জন্য খুবই মুশকিল ছিল। গুজরানওয়ালা শহর এবং এর আশপাশ থেকে বহু মানুষ মুনাযারা শুনার জন্য এসেছিল। মাওলানা আব্দুল আযীয কোন কথার উত্তর প্রদান করতে একটু নমনীয়তা দেখালেই অমৃতসরী বলে উঠতেন, 'মাওলানা! আমার কথার জবাব দিন। না হ'লে আমি এখনি কবিতা পাঠ করছি'। একথা তিনি এমন ঢংয়ে বলেছিলেন যে, মানুষজন হেসে ফেটে পড়ে। কবিতা পাঠের চেয়েও এর প্রভাব ছিল বেশী।[২০]

৪. উপস্থিত বুদ্ধি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মুনাযারার প্রাণ। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইলমের গুণে বিভূষিত করার পাশাপাশি উপস্থিত বুদ্ধির নে'মত দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সুশোভিত করেছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন তাঁর নিকট এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁকে 'ইমাম' মানা হ'ত। তাঁর মতো প্রত্যুৎপন্নমতি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর 'যমীনদার' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক সাংবাদিক যাফর আলী খান বলেন, 'মাওলানা ছানাউল্লাহ্র মৃত্যুর সাথে সাথেই দুনিয়া থেকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব শেষ হয়ে গেছে'।[২১]

মাওলানা হানীফ নাদভী বলেন, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একবার আর্য সমাজের সাথে বিতর্ক করার জন্য দিল্লী যান। সে সময় একটি মাযহাবী জামা'আতের কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে কতিপয় মাসআলা সম্পর্কিত একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। এতে এমন কিছু কথা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছিল যার ভিত্তিতে অমৃতসরীর মুসলমানিত্বের বিষয়েই সন্দেহের উদ্রেক হয়। আর্য সমাজের তার্কিকের হাতে এটি এসে পৌঁছে। তিনি আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা জানতেন এবং আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। উভয় পক্ষ মুনাযারার ময়দানে উপস্থিত হ'লে আর্য সমাজী মুনাযির তার জায়গা থেকে উঠে আসেন এবং হাতে ইশতেহারটি নিয়ে বলেন, ভদ্র মহোদয়গণ! আমি তো এখানে কোন মুসলমান আলেমে দ্বীনের সাথে বিতর্ক করতে এসেছি। মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেব নিঃসন্দেহে আমার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এই দেখুন ইশতেহার! তার স্বধর্মের লোকজনই তো তাকে মুসলমান মনে করেন না। আমি কিভাবে তাকে মুসলমান মনে করব?

অন্য কেউ হ'লে আর্য সমাজীর এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ময়দান ছেড়ে পালাত। আর আর্য সমাজী মুনাযির ফাঁকা মাঠে গোল দিত। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির বরপুত্র এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে মোটেই বিচলিত হ'লেন না। তিনি মুচকি হেসে অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বললেন, সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু একদম ঠিক বলেছেন। সবাই জানেন যে, কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হ'তে হয়। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর সামনে কালেমা শাহাদাত পড়ছি এবং ইসলাম কবুল করছি। এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে শুরু করেন। এরপর বলেন, এখন তো আমার মুসলমানিত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকল না। এবার আসুন মুনাযারা করি।[২২]

৫. কোন বিতর্কে তিনি কখনো ভড়কে যাননি। বরং তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে হেসে হেসে বিতর্ক করতেন।

৬. বিতর্কে সর্বদা তাঁর স্টাইল ছিল আলেমসুলভ বা বিজ্ঞজনোচিত। অবিজ্ঞজনোচিত বা সাধারণ স্টাইল তিনি কখনো বেছে নেননি।

৭. প্রতিপক্ষকে কখনো বিতর্কের বিষয়বস্তুর বাইরে যেতে দিতেন না। বাইরে চলে গেলেও আটঘাট বেঁধে মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনতেন।

---

১৮. বায্মে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৬৬।
১৯. ঐ, পৃঃ ১৬৩।
২০. ঐ, পৃঃ ১৬৪; পাক্ষিক তারজুমান, ১৬-৩০শে এপ্রিল '১৫, পৃঃ ২৮।
২১. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৬৬; রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৭৭।
২২. বায্মে আরজুমন্দা, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

৮. বিতর্কে সর্বদা মুনাযারার মূলনীতিগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মতো বিতর্কের মূলনীতির আলোকেই বিতর্ক করতেন।

৯. খোলা মনে বিতর্কের শর্তগুলো গ্রহণ করতেন। বারংবার প্রতিপক্ষের অন্যায্য শর্তগুলোও অবলীলায় মেনে নিতেন। যাতে এই সুযোগে তারা পালানোর পথ খুঁজে নিতে না পারে। অনেক সময় এমন হ'ত যে, অন্য কারো মুনাযারা হ'ত। তিনি শুধু মুনাযারা শোনার জন্য ওখানে যেতেন। যখন শর্তের ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে না পারার কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত তখন তিনি দ্রুত সামনে এগিয়ে যেতেন এবং বলতেন, ভাই! আমি বিনা শর্তে মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত আছি।[২৩]

এ প্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক. একবার আঞ্জুমানে নু'মানিয়ার জালসায় ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ ব্যক্তিগত কাজে লাহোর এসেছিলেন। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি মুনাযারা শোনার জন্য হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, মুনাযারার শর্তের ব্যাপারে দু'পক্ষ ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেনি। উভয় পক্ষের মধ্যে কড়া বাক্য বিনিময় হয়েছে। এ অবস্থা দেখে পুলিশ ইন্সপেক্টর জালসা বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন। তখন অমৃতসরী পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বলেন, 'জনাব! এজন্য এই মুনাযারা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে, উভয় পক্ষ শর্ত সমূহের ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেনি। আপনি অনুমতি দিলে আমি বিনা শর্তে ব্রেলভীদের সাথে মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি তাদের সব শর্ত মেনে নিব। আমার পক্ষ থেকে কোন শর্ত দিব না'। ইন্সপেক্টর তাঁর পরিচয় পেয়ে মুনাযারার অনুমতি দিলেও ব্রেলভীরা রাযী হয়নি।

খ. একবার মসজিদে ওয়াযীর খাঁ-তে মৌলভী হাশমত আলী ব্রেলভী ও মৌলভী মুহাম্মাদ মানযূর দেওবন্দীর মাঝে মুনাযারা হওয়ার কথা ছিল। হাযার হাযার মানুষ বিতর্ক শোনার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। দুই ঘণ্টা আলোচনার পরেও মুনাযারার শর্ত নির্ধারণ না হওয়ায় জনগণ বিরক্ত হয়ে যায়। এমন সময় মাওলানা দাঁড়িয়ে বলেন, ভাইয়েরা! শর্ত নিয়ে ঝগড়া বাদ দিন। আমাকে বিনা শর্তে মৌলভী হাশমত আলীর সাথে মুনাযারা করতে দিন। জানি না ইনি আবার কবে পাঞ্জাব আসবেন, না আসবেন না। কিন্তু অমৃতসরীকে দেখে মৌলভী হাশমত আলীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তিনি তার সাথে মুনাযারা করতে অস্বীকার করেন।[২৪]

১০. তিনি বিতর্কের ময়দানে তথ্যসূত্রবিহীন বা সূত্রের বিপরীতে কোন অভিযোগ আরোপ করেননি বা জবাব প্রদান করেননি। বরং সর্বদা দলীলের আলোকেই বক্তব্য পেশ করেছেন।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মুনাযারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষ কোন ভুল শব্দ বললে অপরপক্ষের মুনাযির সাধারণত দ্রুত বলে ফেলে, সেতো সঠিক শব্দই বলতে পারে না। মূল শব্দ এরূপ নয়; বরং এরূপ। মাওলানা হানীফ নাদভী বলেছেন, মাওলানা ছানাউল্লাহ্র সামনে প্রতিপক্ষ ভুল শব্দ বললেও না তিনি সেটা শুদ্ধ করে দিতেন, আর না তাকে বাঁধা দিতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি সে ভুল শব্দ বলে তো বলতে থাকুক। তাকে সঠিক শব্দ বলে দেয়ার আমার কী ঠেকা পড়েছে।[২৫]

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে 'ইমামুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের নেতা) বলা হ'ত। জীবনীকার মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভী বলেন, তবে তাঁকে 'খাতামুল মুনাযিরীন' বা সর্বশেষ তার্কিক বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।[২৬]

(ক্রমশঃ)

---

২৩. *রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৭৫।*

২৪. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪১১-৪১২; রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৭৫।*

২৫. *বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আওয়ালিয়াত, পৃঃ ১০৮।*

২৬. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮৭।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সুনামগঞ্জ যেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর দুই উপযেলার ৫১টি হাওরের সমন্বয়ে ৯৭২৭ হেক্টর এলাকা নিয়ে টাংগুয়ার হাওর যেলার সবচেয়ে বড় জলাভূমি। **(৮) কুয়াকাটা :** ১৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এই সমুদ্র সৈকতে একই স্থান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের বিরল দৃশ্য দেখা যায়। যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। **(৯) জাফলং :** সিলেট শহর থেকে ৬২ কি.মি. উত্তর-পূর্বে ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এটি পাহাড় ও নদীর অপূর্ব সম্মিলন স্থল। ভোলাগঞ্জ-জাফলং-য়ে পাওয়া যায় কঠিন শিলার নুড়ি। মাটির অল্প নীচে কঠিন শিলার এসকল মজুত থেকে পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের সড়ক, সেতু, বাঁধ, ভেড়িবাঁধ ইত্যাদি নির্মাণে পাথরের চাহিদা মিটায়। শ্রমজীবি মানুষেরা পাথরের কাজ করে যুগ যুগ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। জাফলং নদীর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এখান থেকেও নুড়ি পাথর সংগ্রহ করা হয়। **(১০) তেঁতুলিয়া**-পঞ্চগড়-পাটগ্রাম এলাকায় রয়েছে কঠিন শিলা কনক্রিশন। তেঁতুলিয়া নদী থেকে নুড়ি পাথর উত্তোলন করা হয়। এখান থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ এভারেষ্ট শৃঙ্গ দেখা যায়। সম্প্রতি এখানে 'ওয়াচ টাওয়ার' নির্মাণের দাবী উঠেছে। যাতে সারা বছর এই মনোরম দৃশ্য দেখা সম্ভব হয়। **(১১) লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান :** মৌলভীবাজার যেলায় অবস্থিত ১২৫০ হেক্টর আয়তনের এই বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। বিলুপ্তপ্রায় উল্লুক ও হনুমানের জন্য এ বন বিখ্যাত। নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরহরিৎ বর্ষাবন বা রেইন ফরেষ্টের মত এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানে রয়েছে মাধবপুর লেক ও হামহাম ঝর্ণা। এই যেলায় দেশের সর্ববৃহৎ 'মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত' অবস্থিত। যা ১৬২ ফুট উপর থেকে পতিত হয়।

(১২) ষাট গুম্বজ মসজিদ : বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮) বংশধর সুলতান নাছিরুদ্দীন মাহমূদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩৫-৫৯ খৃ.) খানজাহান আলী (১৩৬৯-১৪৫৯ খৃ.) দিল্লী থেকে যশোর-খুলনা অঞ্চলে আসেন। তিনি প্রথমে দিল্লীর সুলতানের এবং পরে বাংলার সুলতানের নিকট থেকে সুন্দরবন অঞ্চল জায়গীর হিসাবে পান। অতঃপর তিনি সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে দক্ষিণবঙ্গের একটি বৃহৎ অঞ্চলে গড়ে তোলেন ইসলামী খেলাফত। তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল 'খলীফাবাদ'। যা বর্তমানে 'বাগেরহাট' নামে পরিচিত। ভৈরব নদীর তীরে যশোরের বারোবাজারেও ছিল তাঁর অন্যতম প্রশাসনিক কেন্দ্র। জনকল্যাণে তিনি ৩৬০টি মসজিদ ও বহু বড় বড় দীঘি খনন করেন। 'ষাট গুম্বজ' মসজিদ ছিল খানজাহানের সবচেয়ে বড় কীর্তি। ছালাত আদায়ের পাশাপাশি মসজিদটি খানজাহান আলীর 'দরবার' হিসাবেও ব্যবহৃত হ'ত। মসজিদটিকে 'ষাট গুম্বজ' বলা হ'লেও এতে আছে ৬০টি বড় বড় পাথরের খাম্বার উপর ৮১টি গুম্বজ। কথিত আছে যে, খানজাহান আলী ৯০ বছর বয়সে এই মসজিদের দরবার গৃহে এশার ছালাতরত অবস্থায় ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে যিলহজ্জ মোতাবেক ১৪৫৯ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। যাঁর কবর হয় তাঁর খননকৃত পার্শ্ববর্তী বিশাল দীঘির পাড়ে। মোগল আমলে ১৬১০ সালে ঢাকা বাংলার রাজধানী হওয়ায় এই অঞ্চল এক প্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ এটিকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' (World Heritage) হিসাবে তালিকাভুক্ত করে।

দুর্ভাগ্য, এই বিজয়ী সেনাপতি ও রীতিমত একজন রাষ্ট্রনেতাকে এখন পীর বানানো হয়েছে এবং তাঁর কবরকে মাযার বানিয়ে পূজা করা হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে ষাট গুম্বজ মসজিদ সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এখানে রেষ্ট হাউজ, গেষ্ট হাউজ এবং অন্যান্য ভৌত কাঠামো তৈরী করে স্থানটিকে আরও অধিক দর্শনীয় করা হয়েছে। বর্তমানে টিকেট সিস্টেমে দর্শকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে। তবে কেবল আযান থেকে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত মুছল্লীদের জন্য কোন টিকেট লাগে না। কিন্তু মসজিদের ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বিনষ্ট করা হচ্ছে মূলতঃ মুছল্লী ব্যতীত অন্যদের ঢালাও প্রবেশাধিকার দেওয়ার কারণে। এমনকি অর্ধনগ্ন মেয়েরাও সেখানে প্রবেশ করে সেলফী তোলায় ব্যস্ত থাকছে। যা মসজিদের ইমাম-মুওয়াযযিন ও সাধারণ মুসলমানদের ক্রমেই বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। অতএব কেবল অর্থ উপার্জন নয়, সরকারের কর্তব্য হবে মসজিদের ও খানজাহান আলীর কবরের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা। দর্শনীয় স্থান সমূহ ভ্রমণের উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র রহমতের নিদর্শন সমূহ স্বচক্ষে দেখা ও সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ খানজাহান আলীকে দিল্লী থেকে যশোর-খুলনায় পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর এতদঞ্চলে ইসলামী বিধান কায়েম করেছেন এবং জনকল্যাণে বিপুল অগ্রগতি সাধন করেছেন। অমুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি এখন মুসলিম অধ্যুষিত। এটা কেবল আল্লাহ্র রহমতেই সম্ভব হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য হবে নিজেদের জীবনকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আকৃষ্ট করা। যদি আমরা তাতে ব্যর্থ হই, তাহ'লে আল্লাহ বলেন, 'এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। অতএব আমাদের কর্তব্য হবে প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলি থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করা এবং তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বিরত হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুধাবনের ও তাঁর প্রতি বিনীত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

তাবলীগী ইজতেমা ময়দান ও
দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজে দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে আমাদের বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা'র গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে হাযার হাযার মানুষ প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছে। ১৯৮০ সালে সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনের পর ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩০ বছর যাবত এই ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অথচ বর্তমানে একটির স্থলে পাঁচটি প্যাণ্ডেল করেও স্থান সংকুলান হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এবারের তাবলীগী ইজতেমার শেষ দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আগামী বছর নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং সাথে সাথে তিনি নিজে সহ বহু আগ্রহী ভাই নগদ অর্থ ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ইজতেমা ময়দানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে ১৯৯৪ সাল থেকে আমীরে জামা'আতের স্বপ্নের দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ থাকবে ইনশাআল্লাহ। যা বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, প্রতি কাঠা জমির মূল্য সম্ভাব্য ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং ইজতেমা ময়দানে প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০/- (আড়াই হাযার) টাকা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড
একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭৯০০১২৩;
রকেট নং ০১৭৯৭৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, ما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره؟ 'আমি সকাল বেলা (ঘুম থেকে) উঠে নিজেকে আমার পসন্দনীয় অবস্থায় দেখতে পাই নাকি অপসন্দনীয় অবস্থায় দেখতে পাই, তা নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি না। কেননা আমি তো জানি না কিসে কল্যাণ আছে, আমার পসন্দনীয় বিষয়ের মাঝে, নাকি অপসন্দনীয় বিষয়ের মাঝে?'[১]

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ: قِيَامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الْاِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَه. وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ: نَوْمُ الصُّبْحَةِ، وَقِلَّةُ الصَّلَاةِ، وَالْكَسَلُ، وَالْخِيَانَةُ 'চারটি বিষয় রিযিক্বে প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসে- তাহাজ্জুদের ছালাত, শেষ রাতে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা, নিয়মিত দান-ছাদাক্বাহ করা এবং সকাল-সন্ধ্যা যিকির করা। আর চারটি বিষয় রিযিক্বকে বাধাপ্রাপ্ত করে- সকালের ঘুম, নফল ছালাতের স্বল্পতা, অলসতা এবং খিয়ানত'।[২]

৩. ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل، 'তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে আমল না করে পরকালে মুক্তির আশা করে এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে তওবা করতে বিলম্ব করে'।[৩]

৪. মাসরূক্ব (রহঃ) বলেন, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَبِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ، 'কোন ব্যক্তির জন্য অতটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট, যে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আল্লাহকে ভয় করবে। আর কোন লোকের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অর্জিত জ্ঞান নিয়ে গর্ববোধ করবে'।[৪]

৫. ইমাম ইবনু আবিদ্দুনয়া (রহঃ) বলেন, اعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مَا رَغَّبَ فِيهِ الرَّاغِبُ، وَأَفْضَلُ مَا طَلَبَ وَجَدَّ فِيهِ الطَّالِبُ، وَأَنْفَعُ مَا كَسَبَهُ وَاقْتَنَاهُ الْكَاسِبُ؛ لِأَنَّ شَرَفَهُ يُثْمِرُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَفَضْلَهُ يُنْمِي عَلَى طَالِبِهِ، 'জেনে রাখ! আগ্রহী ব্যক্তি যা কিছু কামনা করে, তন্মধ্যে ইলমই অধিকতর মর্যাদাবান। অনুসন্ধানী ব্যক্তি যা কিছু তালাশ করে এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞানই তার মাঝে শ্রেষ্ঠতম। উপার্জনকারী যা কিছু কামাই করে ও সঞ্চয় করে, তার মাঝে জ্ঞানই সর্বাধিক উপকারী উপার্জন। কেননা জ্ঞানের মর্যাদা তার বাহককে সফলকাম করে এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব তার অনুসন্ধানকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়'।[৫]

৬. ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنَّه يحتاج حينئذٍ إِلَى مجاهدة الشيطان؛ لأنَّه يأتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد إِلَى مجاهدته ودفعه، فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه: دفع البلاء عنه ورفعه، 'যখন বান্দার উপর বিপদ ঘনীভূত হয়, তখন তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। কেননা শয়তান এসে তাকে (কুমন্ত্রণা দিয়ে) নিরাশ ও রাগান্বিত করে তোলে। তাই বান্দাকে সংগ্রাম করে শয়তানকে প্রতিহত করতে হয়। অবশেষে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাকে দমন করার পুরস্কার স্বরূপ বান্দার উপর থেকে সেই বিপদ উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়'।[৬]

৭. ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, الصَّائِمُ إِذَا اغْتَابَ خُرِقَ، وَإِذَا اسْتَغْفَرَ رُقِّعَ، 'ছায়েম যখন গীবত করে, তখন তার ছিয়াম ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন (তার ছিন্নভিন্ন ছিয়ামকে) জোড়া দেওয়া হয়'।[৭]

৮. ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, اَلسُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، 'সুন্নাত হ'ল নূহ (আঃ)-এর কিশতির মতো, যে ব্যক্তি এতে আরোহণ করবে সে নাজাত পাবে। আর যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করা থেকে পিছিয়ে পড়বে, সে ডুবে যাবে'।[৮]

৯. আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, مَثَلُ مَنْ يَعْمَلُ الطَّاعَاتِ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ وَمَلَأَ كِيسَهُ حَصَاةً، فَيَقُولُ النَّاسُ مَا أَمْلَأَ كِيسَ هَذَا الرَّجُلِ وَلَا مَنْفَعَةَ لَهُ سِوَى مَقَالَةِ النَّاسِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا لَا يُعْطَى بِهِ شَيْءٌ، كَذَلِكَ الَّذِي عَمِلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ سِوَى مَقَالَةِ النَّاسِ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি লোক দেখানো বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী করে, তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে পাথরকণায় ভরা থলি নিয়ে বাজারে গেল। লোকজন তাকে দেখে বলল এই লোকের থলিটা কত পরিপূর্ণ! অথচ মানুষের প্রশংসা ছাড়া এই থলিটা তার কোন উপকার বয়ে আনে না। যদি সে এটা দিয়ে কিছু কিনতে চায়, বিনিময়ে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। অনুরূপ লোক দেখানো ও খ্যাতির আকাঙ্খী ব্যক্তির আমল কোনই কাজে আসে না। সাময়িক মানুষের প্রশংসা পায় মাত্র। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন নেকী বরাদ্দ থাকে না'।[৯]

---

১. *ইবনু রজব, নূরুল ইক্বতিবাস, পৃ. ১৫৩; আল-মাওয়ারিদুয যামআন ১/৫৭।*
২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩৭৮।*
৩. *ইবনু রজব, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৩৪৪।*
৪. *খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৫৭।*
৫. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আদাবুদ্দুনয়া ওয়াদ্দীন, পৃ. ৩৬।*
৬. *ইবনু রজব, নূরুল ইক্বতিবাস, পৃ. ১৫১।*
৭. *জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ২/৮০৩।*
৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-উবূদিয়াহ, পৃ. ৭১; যাম্মুল কালাম ৫/৮১।*
৯. *আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ.২৫।*

ডিমেনশিয়া : ভুলে যাওয়া যখন রোগ

মানুষ মাত্রই কম-বেশী ভুলে যায়। কিন্তু এই ভুলে যাওয়া যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়, যা দৈনন্দিন জীবনকে দুরূহ করে তোলে, আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনের গুণগত মানকে ব্যাহত করে, তবে সেটি রোগ বৈকি। আর এর পেছনে থাকতে পারে নানাবিধ কারণ।

ভুলে যাওয়ার সমস্যা যদি হঠাৎ করে অল্প সময়ের জন্য দেখা দেয়, তাহ'লে একে অ্যাকিউট কনফিউশনাল স্টেট বলা হয়। সাধারণত মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (স্ট্রোক), শরীরের লবণের ভারসাম্যহীনতা, মাথায় আঘাত বা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে বা বেড়ে গেলে এ রকম কনফিউশনাল স্টেট হ'তে পারে।

সঠিক চিকিৎসা নেওয়ার পর সমস্যাটি সেরেও যেতে পারে। কিন্তু ভুলে যাওয়ার সমস্যা যদি দীর্ঘমেয়াদী হয়, তাহ'লে নিরাময় সহজে হয় না। বরং দিন দিন বাড়তে থাকে, একে ডিমেনশিয়া বলে।

ডিমেনশিয়া বোঝার উপায় :

প্রথমে ছোট ছোট কিছু আচরণগত পরিবর্তন দেখা দিলে নিজের বা কাছের জনের ডিমেনশিয়া সম্পর্কে জানা যায়। নিকট অতীতের কথা ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু অনেক আগের কথা মনে থাকছে। যেমন সকালে নাশতায় কী খেয়েছেন, তা বেমা'লুম ভুলে গেছেন বা ওষুধটা খেয়েছেন কি না, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। কেউ যদি একই প্রশ্ন বারবার করতে থাকেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ'ল, ভুলে যাওয়ার এই প্রবণতাকে বারবার অস্বীকার করা এবং এ বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তর্ক করা। কথা বলার সময় সঠিক শব্দ খুঁজে না পাওয়া, ব্যক্তিত্বের আকস্মিক পরিবর্তন, অতিরিক্ত অস্থিরতা, ঘুম কম হওয়া, হঠাৎ রেগে যাওয়া এবং ভুল দেখা বা শোনাও লক্ষণ হ'তে পারে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের এ ধরনের সমস্যা প্রায়ই হয় এবং মানুষ একে বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসাবেই ধরে নেয়। ফলে দিন দিন সমস্যা বাড়ে আর এক সময় চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।

সমস্যা বোঝার পর করণীয় :

উপরোক্ত বিষয়গুলি হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না বা বয়সের সঙ্গে স্বাভাবিক বলে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কারণ সমস্যাটি গুরুতর হওয়ার আগে কিছু করা যায়। তাই এ অবস্থায় উচিত হবে একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা।

ডিমেনশিয়া রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকেরা সাধারণত 'মিনি মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন' নামের একধরনের প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক পরীক্ষা করে থাকেন। ডিমেনশিয়ার কারণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনে থাইরয়েড হরমোন, রক্তে ভিটামিন বি ১২-এর পরিমাণ ও মাথার এমআরআই করা যেতে পারে।

চিকিৎসা :

ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় একাধিক বিশেষজ্ঞ যেমন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা প্রয়োজন। স্নায়ুরোগ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ফিজিয়াট্রিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, পুষ্টিবিদ, দক্ষ নার্সের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দল ডিমেনশিয়া রোগীর চিকিৎসায় ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন। ডিমেনশিয়ার চিকিৎসাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, ওষুধভিত্তিক ও ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা।

ওষুধভিত্তিক চিকিৎসা :

রিভাসটিগমিন, ডোনেপেজিল ও মেমানটিনজাতীয় ওষুধ ডিমেনশিয়া রোগীর চিকিৎসায় কার্যকর। রিভাসটিগমিন প্যাচ চামড়ার ওপর লাগাতে হয়। এটা ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় খুবই কার্যকর। ক্রমাগত রোগটি খারাপের দিকে যাওয়ার শুরুতে চিকিৎসা নিলে একজন বয়স্ক ব্যক্তি পরনির্ভরশীলতা থেকে কিছুটা হ'লেও রেহাই পেতে পারেন।

রোগের কারণ :

বয়সের সঙ্গে খানিকটা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় বৈকি। ৮০ বছরের অধিক বয়স্ক প্রবীণদের একটি বড় অংশই ডিমেনশিয়া বা ভুলে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু কিছু রোগ-বালাইয়ের কারণেও এমনটা হ'তে পারে। যেমন থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে বা হাইপোথাইরয়েডিজমের একটি অন্যতম উপসর্গ হ'ল ভুলে যাওয়া বা মনোযোগ কমে যাওয়া।

ভিটামিন বি ১২-এর অভাব স্নায়ু ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। এ কারণে এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া মাথায় আঘাতের কারণে রক্ত জমাট বেঁধে থাকলে, টিউমার বা স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ভুলে যাওয়ার রোগ হ'তে পারে। মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ, যেমন আলঝেইমার রোগ ডিমেনশিয়ার একটি অন্যতম কারণ।

ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা :

ওষুধ ছাড়াও ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় কিছু বিষয় অপরিহার্য। যেমন খাদ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও ভিটামিন প্রদান, বিহেভিয়ারাল থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, নিয়মিত ব্যায়াম ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা।

বংশগত মস্তিষ্কের ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় বর্তমানে স্টেম সেল থেরাপি কার্যকর বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই চিকিৎসা সফল হ'লে চিকিৎসাবিজ্ঞান ডিমেনশিয়া রোগের চিকিৎসায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়।

ডিমেনশিয়া একজন মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কার্যক্রমকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। একপর্যায়ে বিষয়টি এমন তীব্র আকার ধারণ করতে পারে যে রোগী নিজে নিজে খেতে, পরতে বা টয়লেট ব্যবহার করতেও অপারগ হন। আজীবন শেখা অভ্যাসগুলো পর্যন্ত ভুলে যেতে থাকেন। তাই এর চিকিৎসা প্রয়োজন। পুরোপুরি আগের মতো না হ'লেও রোগের তীব্রতা কিছুটা দমিয়ে রাখতে পারলে স্মৃতিভ্রষ্ট ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে অনেকটা ভালো থাকতে পারবেন।

॥ সংকলিত ॥

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বদলে যাচ্ছে কৃষি

একসাথে তিন ফসল আবাদ

গতানুগতিক চাষাবাদ দিয়ে লাভজনক বাণিজ্যিক ফসল আবাদের নতুন নতুন শস্যবিন্যাসে চাষ করেন চুয়াডাঙ্গার সদর উপযেলার ডিঙ্গেদহের হাটখোলা গ্রামের কৃষক দলীলুদ্দীন মোল্লা। আগাছা দমন ও আর্দ্রতা ধরে রাখতে ব্যবহার করেন মালচিং ফিল্ম, কলায় ব্যবহার করেন ব্যাগিং প্রযুক্তি, মাছি পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ। প্রশিক্ষিত আধুনিক কৃষক হিসেবে তিনি এলাকায় পরিচিতি। এবার একই জমিতে এক সাথে তিনটি লাভজনক ফসল আবাদ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

সরেযমীনে তার ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা যায় একই জমিতে তিনটি ফসল। কয়েকজন কৃষি শ্রমিক মরিচ তুলছেন আর দলীলুদ্দীন মোল্লা কলার মোচায় ব্যাগিং করছেন। প্রতি সারি কলা গাছের মাঝ বরাবর সবুজ কার্পেটের মত একাঙ্গী। দলীলুদ্দীন মোল্লা বলেন, জমিতে একই ফসল আবাদ না করে বিভিন্ন রকমের ফসল আবাদ করছি। একটা জমিতে যেমন আছে লাউ, আবার অন্য জমিতে মাশকলাই, আলু, বেগুন। আর ২৫ শতক জমিতে আবাদ করেছি একসাথে তিন ফসল। মোবাইল ফোনে ইউটিউবে কৃষি বায়োস্কোপের ভিডিওতে দুই বছর আগে পেয়ারা বাগানে দুই সারির মাঝখানে একাঙ্গীর আবাদ করা দেখি। এই বছর কৃষি অফিসের পরামর্শে ও নিজে ঝুঁকি নিয়ে কলা, মরিচ ও একাঙ্গী আবাদ শুরু করি। প্রথমে মনে হচ্ছিল তিনটি ফসল একসাথে হবে না, এখন দেখছি সবগুলোই ভাল হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ হাযার টাকার মরিচ বিক্রি করা হয়ে গেছে, আরো বিক্রি হবে। ৫০-৬০ মণ একাঙ্গী পাওয়া গেলে ২ হাযার টাকা মণ হিসাবে সেখান থেকে ১ লাখ টাকার বেশি হবে। কলা বিক্রি করে প্রায় ১ লাখ ২০ হাযার টাকার বেশি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। কলা গাছের চারা বিক্রি করেও পাওয়া যাবে ১৫-২০ হাযার টাকা।

পাশের জমির কলা চাষী স্বপন আলী বলেন, একই কলা চাষ আমিও করেছি কিন্তু দলীলুদ্দীন মোল্লা আমার থেকে লাখ দেড়েক টাকা বেশি পাবে মরিচ ও একাঙ্গী থেকে।

উপযেলা কৃষি অফিসার তালহা জুবাইর মাসরুর জানান, কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশনা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপযেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও উদ্ভাবনী বিভিন্ন উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। দলীলুদ্দীন মোল্লা একই জমিতে তিন ফসলের চাষ এক ধরনের মাল্টি লেয়ার মিক্সড ক্রপিং টেকনিক। যেখানে একাধিক ফসল একই জমিতে, একই সময়ে চাষ করা হয়। এর ফলে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি কম খরচে একাধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটা জমি থেকে অধিক আয় করা সম্ভব হয়। আবাদী কৃষি জমি দিন দিন কমছে কিন্তু খাদ্য চাহিদা বাড়ছে। এই প্রেক্ষিতে একই জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদন করার কৌশল উদ্ভাবন করাটা সময়ের দাবী। এক্ষেত্রে কলা চাষ করা যায় এমন জমিকে নতুন এই ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে একসাথে তিনটি লাভজনক ফসল আবাদের আওতায় নিয়ে এসে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ কৃষকের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। একাঙ্গী আদা ও হলুদের মত মশলা জাতীয় বাণিজ্যিক ফসল যা হালকা ছায়া পসন্দ করে ফলে কলা গাছের দুই সারির মাঝে অনায়াসে লাগানো যায়, কার্পেটের মত মাটিতে হয় বিধায় আগাছা বাড়তে পারে না, মাটির আর্দ্রতা ও পুষ্টি সমন্বিত থাকে এবং এর গন্ধে পোকার আক্রমণ কম হয়। আর প্রতি দু'টি কলাগাছের মাঝের ফাঁকা সারিতে মরিচ গাছ লাগানো যায়, যা ৪ ফুট মতো উচ্চতায় থাকে বলে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পায়। এই তিনটি ফসলের রুট জোন ও মাইক্রো ক্লাইমেটিক চাহিদা ভিন্ন হওয়ায় একে অপরের সাথে পানি ও পুষ্টি গ্রহণে কোন প্রতিযোগিতা করে না। ফলে সবগুলো ফসল থেকেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। কলার ক্ষেত্রেও উন্নত মানের সবরী কলার জাত ব্যবহার করা হয়েছে এবং কলা বিটল পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ও দাগহীন করতে বিশেষ ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে, যা কলার বাযারমূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি বায়োস্কোপের উপদেষ্টা হামীদুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে, এক ইঞ্চি আবাদী জমিও যেন পতিত না থাকে। সেই নির্দেশনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে এই মিশ্র ফসল চাষের মডেলে। বিগত কয়েকবছর ধরে আমরা কৃষকপর্যায়ে লাভজনক ফসল আবাদের কৌশলগত বিষয় নিয়ে কাজ করছি। মরিচ, সবরী কলা ও একাঙ্গী তিনটাই লাভজনক ফসল এবং এই তিনটি ফসলকে একত্রে চাষ করে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার যেমন নিশ্চিত করা যায়, তেমনি কম খরচে অধিক ফসল ফলানোর কাজটাও লাভজনক উপায়ে করা সম্ভব। কৃষক দলীলুদ্দীন মোল্লা একজন প্রতিভাবান কৃষক। কৃষি বায়োস্কোপের পক্ষ থেকে তাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা করা হ'লে তিনি অত্যন্ত সফলভাবে নতুন এই লাভজনক ফসল বিন্যাস মাঠে বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর এই সফলতা দেখে আশেপাশে অনেক কৃষক এই ধরনের চাষাবাদে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এই ধরনের লাভজনক আধুনিক চাষ পদ্ধতি সারা দেশে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

॥সংকলিত॥

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

কবিতা

এসো ন্যায়ের পথে চলি

মুহাম্মাদ শাহজাহান হোসাইন
কল্যাণপুর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

এসো ন্যায়ের পথে চলি,
সদা সত্য কথা বলি।
এসো হালাল খাবার খাই,
আখিরাতে আযাব থেকে মুক্তি যদি চাই।
এসো কুরআন-হাদীছ পড়ি,
মিথ্যা কথা দুর্নীতি আর অসৎ পথ ছাড়ি।
এসো মানবতার দিকে হাতটি বাড়াই,
মহান আল্লাহ্র যিকর করে মনের কালিমা তাড়াই।
এসো ভুল-ত্রুটি শুধরে হক পথে থাকার চেষ্টা চালাই
আল্লাহ্র দেওয়া জীবনখানা তাঁর রঙেই রাঙাই।

নিরাপদ নয় মসজিদ

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
লালবাগ, দিনাজপুর

যাদের কাছে মাদ্রাসা-মসজিদ নয় নিরাপদ
কি করে করবে তারা ইসলামের হেফাযত?
শুনেছি আগে ভেঙেছে মসজিদ ইহুদী-খৃষ্টান
এখন দেখছি ভাঙছে মসজিদ বিদ'আতী নাফরমান।
নিরাপদ নয় কুরআন-হাদীছ, নিরাপদ নয় আল্লাহ্র ঘর
কি করে তুমি মুসলিম ভাব লজ্জা-শরম নেই কি তোমার?
পরকালে কঠিন দিনে খাবে ধরা রেহাই পাবে না
সময় থাকতে তওবা কর ওরে মুমিন-মুমিনা।
সরকারের কাছে দাবী মোদের করুন সুষ্ঠু বিচার
এমন দুঃসাহস যেন না পায় ভবিষ্যতে কেউ আর!

মীলাদ বিদ'আত

এম নাঈমুর রহমান

মীলাদ দিয়ে হচ্ছে এখন
সিনেমা হলের উদ্বোধন
নতুন দোকান নতুন বাড়ি
মীলাদ পড়ে সর্বজন।
মীলাদ দিয়ে হচ্ছে এখন
মৃতের দো'আ অনুষ্ঠান
মীলাদ ছাড়া শুরু হয় না
পাপিষ্ঠদের প্রতিষ্ঠান।
মীলাদ দিয়ে হচ্ছে এখন
বিবাহ-আক্বীক্বা খাৎনা
জুম'আ শেষে মীলাদ চলে
চলে খানাপিনা।
মীলাদ দিয়ে হচ্ছে এখন
মদের দোকান উদ্বোধন
মীলাদ ছাড়া হয় না এখন
মূর্তির মুখোশ উন্মোচন।
মীলাদ দিয়ে যাচ্ছে এখন
মক্কায় হজ্জের পানে
হজ্জ শেষে দেশে এসে
পড়ছে মীলাদ জনে জনে।
মীলাদ পড়িয়ে পরীক্ষার্থীরা
যাচ্ছে পরীক্ষার হলে
এখানে ওখানে মীলাদ পড়েই
বিদ'আতী হুযুররা চলে।
আমাদের রাসূল করেননি যাহা
তুমি কেন ভবে করছ তাহা?
রাসূলের নির্দেশনার বাইরে
সব কাজ বিদ'আত গণ্য হবে।

সৎ পথে চলো

ইসমাঈল বিন তাজুদ্দীন
বাঙ্গাবাড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

সৎ পথে চল ভাই
সৎ কাজ কর,
কুরআন ও হাদীছ মতে
নিজের জীবন গড়।
সৎ কাজ আসল কাজ
সৎ পথে চল,
মিথ্যাচার ছেড়ে দিয়ে
সত্য কথা বল।
খালেছভাবে তওবা কর
ঝরাও চোখের পানি,
আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দাও
তোমার জীবনখানি।

সোনামণিদের ডাক

নূর হোসাইন
বাদুড়িয়া, চারঘাট, রাজশাহী।

আয় ছেলেরা আয় সোনারা বিদ্যালয়ে যাই
পড়া লিখা শিখে সবাই জীবন গড়ি ভাই।
সত্য-ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে পথ চলা চাই
পিতা-মাতার করলে সেবা কল্যাণ হবে ভাই।
আয় সোনারা আয় মণিরা আয়রে কিশোর দল
পাক ছাফ পোষাক পরে মসজিদে যাই চল।
আল্লাহ্র হুকুম মেনে মোরা চলি সর্বদাই
দিনে রাতে পাঁচটি বার ছালাত পড়ি ভাই।
পাঁচটি বার ছালাত পড়লে আল্লাহ হবেন খুশী
বিচারের মাঠে নাজাত পাব লাভটা হবে বেশী।
গান-বাজনা ভালো নয়, ওসব শুনলে পাপ হয়
পড়লে কুরআন হরহামেশা আল্লাহ তাতে খুশী হয়
ফল খেলে শক্তি হয় মাদক সেবনে গোনাহ হয়
মিথ্যা বললে পাপ হয় সত্য বল সর্বদাই।
দান করলে ধন বাড়ে কৃপণের ধন বৃথা যায়
নেক আমলের মাধ্যম অনন্তকাল জান্নাতে থাকা যায়।
অন্যের সুখে সুখি হও অন্যের দুঃখে দুঃখি
অন্যের সম্পদ লুট করলে তুমি হবে পাপী।

স্বদেশ

করোনায় মৃত্যুর চেয়ে আত্মহত্যা দ্বিগুণ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে যত মানুষ মারা গেছে, তার চেয়ে ৩৬ গুণ বেশী মারা গেছে হৃদরোগে। তাছাড়া করোনায় মৃত্যুর চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে আত্মহত্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিষ্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের সঙ্গে বিবিএসের যৌথ কর্মশালায় জরিপের এই তথ্য জানান পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ইয়ামীন চৌধুরী। তিনি বলেন, ২০২০ সালের প্রথম ৯ মাসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ঐ সময় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাযার ২ জন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১ লাখ ৮০ হাযার এবং আত্মহত্যা করেছেন ১১ হাযার মানুষ।

ইয়ামীন চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সবার মধ্যে একটা উপলব্ধি কাজ করে এমন যে করোনায় অনেক বেশী মানুষ মারা যাচ্ছেন। কিন্তু পারসেপশন সব সময় সঠিক হয় না। করোনার চেয়েও বেশী মানুষ মারা গেছেন হৃদরোগে ও আত্মহত্যায়।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আহমাদ হেলাল বলেন, দেশে গড়ে প্রতিদিন ২৮ জন আত্মহত্যা করে। বছরে এই সংখ্যা ১০ হাযারের বেশী। এছাড়া দেশে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। প্রধানতঃ পাঁচ কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। এগুলো হ'ল যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, মানসিক রোগের চিকিৎসা না করা, অন্যের আত্মহত্যা দেখে প্ররোচিত হওয়া, বিষণ্নতা ও মাদকাসক্তি।

মেয়ে না হওয়ায় ছেলেকে গলা টিপে হত্যা

ছেলেকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ এবার পিতার বিরুদ্ধে। মেয়ে না হওয়ায় ঘুমন্ত শিশুপুত্রকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় পিতা। পরে শিশুটির গলা টিপে হত্যা করে বাড়ির পাশে একটি ডোবায় ফেলে দেয়। রংপুরের বদরগঞ্জ উপযেলার দিলালপুর বানিয়াপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। বুধবার বদরগঞ্জ আমলি আদালতের বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারায় যবানবন্দী দিয়েছে নিহত শিশুটির পিতা হামীদুর রহমান। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে সে বলেছে, তার আশা ছিল পরপর তিন পুত্র সন্তান জন্মের পর এবারে কন্যা সন্তান হবে। কিন্তু ছেলে হওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়। অতঃপর জন্মের ৪৮ দিনের মাথায় ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুটিকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে সে।

[ঈমানের ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। এজন্য সরকারের কর্তব্য সমাজে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ঈমানের চর্চা বৃদ্ধি করা। সেই সাথে কর্তব্য, এইসব নরাধমদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া (স.স.)]

প্রতি বছর দেশে কোটি টনেরও বেশী খাবার অপচয় হয়!

যেদেশে এখনো অনেক মানুষ দু'বেলা খাবার পায় না, সেদেশে প্রতিবছর কোটি টনেরও বেশী খাবার নষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি খাদ্য অপচয় সূচক প্রতিবেদন-২০২১ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) ও সহযোগী সংস্থা ডব্লিউআরএপি।

তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে গোটা বিশ্বে ৯৩.১ কোটি টন খাদ্য অপচয় হয়। সেখানে বাংলাদেশে বছরে পরিবার পিছু গড়ে খাবার অপচয় হয় ৬৫ কেজি। গৃহস্থালি থেকে প্রতি বছর মোট অপচয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৬ লাখ টন। 'দ্য ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স রিপোর্ট-২০২১' অনুসারে ঐ সময় বিশ্বে তৈরি হওয়া খাদ্যের ১৭ শতাংশই অপচয় হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে অধিক অপচয় হয়েছে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ চীনে। দেশটিতে বার্ষিক গৃহস্থালি খাবার অপচয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ১৬ লাখ টন। অন্য একটি প্রতিবেদন বলছে, ২০১৯ সালে বিশ্বে অনাহারে ভুগেছে ৬৯ কোটি মানুষ। তবে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের লকডাউনে এই হার আরও বেড়েছে বলে আশঙ্কা।

[খাবার অপচয় সর্বদা দুর্ভাগ্যজনক। ইসলাম সকল প্রকার অপচয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রেডিও-টিভি সহ সতল মিডিয়ায় উক্ত বিষয়ে ইসলামের বাণী প্রচার করা কর্তব্য। সেই সাথে বড় বড় অপচয়কারীদের শাস্তির আওতায় আনা আবশ্যক (স.স.)]

পরিত্যক্ত কলাগাছ থেকে সুতা

ফল সংগ্রহের পর যে কলাগাছ এতদিন ফেলে দেওয়া হ'ত, সেই গাছ থেকে তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের সুতা। এসব সুতা দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পের উপকরণ তৈরি হবে- দাবী উদ্যোক্তাদের। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার দুই তরুণ উদ্যোক্তা কলাগাছের সুতা তৈরীর উদ্যোগ নিয়ে এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির বিদ্যুৎচালিত মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে সুতা উৎপাদন করছে তারা। দামুড়হুদা উপযেলার আবু সাঈদ ও তার বন্ধু সাইফুল ইসলাম কর্ম জীবনের সফলতার আশায় প্রায়ই নানা পরিকল্পনা করত। একপর্যায়ে ইউটিউবের একটি ভিডিও তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফেলে দেওয়া কলাগাছ থেকে সুতা তৈরির প্রযুক্তি তাদের উদ্বুদ্ধ করে। খোঁজ-খবর নিয়ে তারা বগুড়া থেকে সংগ্রহ করে সুতা তৈরীর দেশীয় মেশিন। বাড়িতে মেশিন বসিয়ে গ্রামের কিশোর শ্রমিকদের দিয়ে তারা সংগ্রহ করে পরিত্যক্ত কলাগাছ। অতঃপর কলাগাছের খোলস বের করে দেওয়া হয় মেশিনে। তা থেকে বেরিয়ে আসে সোনালী সুতা। প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ কেজি করে সুতা উৎপাদন করছে তারা। তবে না জানার কারণে এ সুতার ক্রেতা সংখ্যা খুবই কম। তবে ভবিষ্যতে এ সুতার ব্যাপক চাহিদা তৈরি হবে। বর্তমানে দাম কম হওয়ায় নিজেরাই তারা পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বর্তমানে কলাগাছের সুতা দিয়ে হস্তশিল্পের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরী করছে গ্রামের নারীরা। আঁশযুক্ত সুতা দিয়ে তারা ব্যাগ, পাপোষ ও টুপীসহ হস্তশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করছে। হস্ত শিল্পের কাজ করে গ্রামের নারীদের আয়ও বেড়েছে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরাও পড়াশোনার খরচ মেটাতে এ কাজে যুক্ত হচ্ছে।

বিনা পাসপোর্টে ৫ লাখ ভারতীয় দেশে

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলাদেশে ৫ লাখ ভারতীয় নাগরিক কাজ করছে বিনা পাসপোর্টে। আমাদের আজ আওয়াজ তুলতে হবে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারত আমাদের তিস্তার পানি সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান করছে না। কিন্তু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তাদের যানবাহন চলছে। তারা শুধু নিচ্ছে, আমাদের কিছুই দিচ্ছে না। এটা হ'তে পারে না। দেশের অনেকের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে, ভারতের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না। এটা ঠিক নয়। গত ১০ই মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হ'লে 'আধিপত্য প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিদেশ

বৃটেনে শিক্ষিত তরুণীরা ব্যাপক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকছে

বৃটেনে শিক্ষিত তরুণীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দশ বছরে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৪০ হাযার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ব্রিটিশ সংস্থা 'ফেথ ম্যাটার্স'র সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ইসলাম ধর্ম নিয়ে কাজ করা এই সংস্থার জরিপে উঠে এসেছে, যারা অন্য ধর্ম থেকে মুসলিম হয়েছে তাদের কারো বয়সই ২৭ বছরের বেশি নয়। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৬২ শতাংশ। ইসলাম গ্রহণ করা যুক্তরাজ্যের লিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী ফ্রাঞ্চেসকা বলেন, 'আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর'। তিনি আরও বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পরিচিত হই বেশ কিছু মুসলমান শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তখনই প্রথম আমি জানতে পারি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে, ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। সবাই যেভাবে কথা বলে, আরেকজনের সঙ্গে মেশে, তা দেখে আমি অভিভূত হই। বিশেষ করে ছেলেরা অত্যন্ত অমায়িক এবং তারা মেয়েদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। ফ্রাঞ্চেসকা এগুলো দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 'ফেথ ম্যাটার্স'র জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে গত ২০১৭ সালে প্রায় পাঁচ হাযার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্ম নিয়ে এত বিতর্কের পরও কীভাবে এই ধর্মের প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়?-সেটাই ভাবাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বকে। শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রক্ষণশীলদের মধ্যে চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক সূত্র মতে, বর্তমানে শিক্ষিত ও অবিবাহিত মেয়েরাই ইসলামের দিকে বেশি এগিয়ে আসছে। ফলে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, সচেতনভাবেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে তারা। তবে সামাজিক সমস্যা এখনো রয়েছে। যেসব মেয়েরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তাদের পরিবার বা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে সরে গেছে।

[ইসলাম সম্পর্কে মানুষ যত জানবে, তত বেশী মুসলমান হবে। অতএব মুসলিম সরকার ও মিডিয়াগুলির কর্তব্য ব্যাপকহারে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়া (স.স.)]

ভারতীয় মন্ত্রীর দাবী : বন্যার জন্য দায়ী ফারাক্কা বাঁধ

ভারতের বিহার রাজ্যের পানিসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী সঞ্জয় কুমার ঝা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ফারাক্কা বাঁধের ত্রুটিযুক্ত নকশার কারণে বর্ষা মৌসুমে রাজ্যে বন্যা এবং বছরের বাকি সময় খরার সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফারাক্কার পানিবণ্টন চুক্তিকেও দোষারোপ করেন। গত ১৩ই মার্চ হিন্দুস্থান টাইমস এ খবর প্রকাশ করেছে। এর আগেও বিভিন্ন সময় বাঁধের ফটকগুলোতে গঙ্গার পলিমাটি জমে বিহারে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির জন্য ফারাক্কা বাঁধকে দায়ী করা হয়েছে। এক সেমিনারে ঝা বলেন, ফারাক্কা ব্যারেজের ত্রুটিযুক্ত নকশার ফলে নদীর তলদেশে ভারি পলি জমে যাচ্ছে। ফলে বৃষ্টির সময় নদীর তীর ধরে সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। বর্ষার পর বিহারের নদীগুলোর গঙ্গায় ১৪০০ কিউসেক পানি সরবরাহ করার কথা, অথচ পলি জমা হওয়ার কারণে পানি প্রবাহিত না হয়ে নদীর বুকে বন্যা ডেকে আনছে। মাত্র ৪০০ কিউসেক পানি গঙ্গায় প্রবাহিত হচ্ছে।

['যে অন্যের জন্য গর্ত খোঁড়ে, সে সেই গর্তে ডুবে মরে'। ভারতের দশাও তাই। ধন্যবাদ বিহার রাজ্যের উক্ত মন্ত্রীকে সত্য কথা বলার জন্য। আমরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শুভবুদ্ধি কামনা করি (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সিরিয়ায় ১০ বছরে নিহত প্রায় ৪ লাখ মানুষ; বাস্তুহারা ৭০ লাখ ও নিখোঁজ ২ লাখ ৫ হাযার

গৃহযুদ্ধের ১০ বছর পর সিরিয়া যেন ভুতুড়ে এক নগরী। প্রভাবশালী দেশগুলোর ক্ষমতার পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে দেশটি। দশ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ৩ লাখ ৮০ হাযারের বেশি মানুষ। যাদের মধ্যে ১০ হাযার শিশুসহ রয়েছেন ৮৮ হাযারের বেশি বেসামরিক নাগরিক। বুলেটের মুহুর্মুহু গুলি, পিতা-মাতা হারানো শিশুদের চিৎকার আর বাস্তুচ্যুত মানুষের ছোটাছুটি- এ যেন সিরিয়ার নিত্যদিনের চিত্র। দেশটিতে ২০১১ সালের মার্চে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কেবলই বেড়েছে লাশের সারি। সিরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৩ লাখ ৮০ হাযারের বেশি মানুষ। এদের মধ্যে ৮৮ হাযারই বেসামরিক নাগরিক। রয়েছে ১০ হাযারের বেশি শিশু। এছাড়া যুদ্ধের কারণে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ২ লাখ ৫ হাযার নাগরিক। তাদের বেশির ভাগই মারা গেছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এখন পর্যন্ত বাড়ি-ঘর হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় ৭০ লাখ সিরীয়। বিধ্বস্ত হয়েছে বিপুল সংখ্যক অবকাঠামো। শরণার্থী হিসাবে ইরাক, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এমন অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতোরেস। ১০ বছর আগে সিরিয়াতে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজ এক বৈশ্বিক সমস্যা। এক দশক পরে এসেও সিরীয় যুদ্ধ বন্ধে নেই কোন অগ্রগতি। এজন্য প্রভাবশালী দেশগুলোর ইচ্ছের অভাবকেই দায়ী করছেন তারা।

[আল্লাহ ফেরাঊনকে ডুবিয়ে যেমন নির্যাতিত বনু ইস্রাঈলকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনিভাবে হে আল্লাহ! যালেম পরাশক্তিগুলিকে ধ্বংস করে তুমি মানবতাকে রক্ষা কর (স.স.)]

সঊদী আরবে বাতিল হ'ল 'কাফালা' পদ্ধতি; প্রয়োজন হবে না নিয়োগকর্তার অনুমতি

বিদেশী শ্রমিকদের নিয়োগ বিষয়ক 'কাফালা' ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে সঊদী আরব। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে দেশটিতে অবস্থানরত বিদেশী শ্রমিকরা তাদের নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়াই চাকরী পরিবর্তন করতে পারবে। গত ১৪ই মার্চ থেকে এই শ্রম আইন কার্যকর হওয়ায় দেশটিতে অবস্থানরত বিদেশী শ্রমিকেরা এ সুযোগ পাবে। এখন থেকে তারা নিয়োগদাতার অনুমতি ছাড়াই সঊদী আরব ত্যাগ করতে পারবে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির মতে নতুন শ্রম আইনে 'কাফালা' ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কারণে সঊদী আরবে অবকাঠামো নির্মাণ খাত ও গৃহকর্মে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকেরা সরাসরি উপকৃত হবে। কেননা এসব খাতের শ্রমিকদের কাজে বাধ্য করা, মজুরী কম দেওয়া, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করার মতো গুরুতর অভিযোগ মালিকপক্ষের

বিরুদ্ধে রয়েছে। আইন সংস্কারের ফলে শ্রমিকেরা চাকরী বদলানোর সুযোগ পাওয়ায় এসব ঘটনা কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে 'কাফালা' ব্যবস্থা বাতিল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে কাতারে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার অনুমোদন ছাড়াই দেশত্যাগ করতে পারে।

তুরস্কে 'শয়তানের চোখ' নামক তাবীয নিষিদ্ধ

প্রায় ৫ হাযার বছর ধরে প্রচলিত একটি তাবীযকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তুরস্কের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। তাবীযটির স্থানীয় নাম 'নযর বোনচু', বা 'শয়তানের চোখ'। এ বিষয়ে তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, বহুল প্রচলিত এ বস্তুটি আসলে কি কাজ করে তা জানা যায়নি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এটির ব্যাপক ব্যবহার ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারে। কারণ ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বা কোন বস্তু ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর ওপর বিশ্বাস এবং তার ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। 'নযর বোনচু' নামে এ তাবীযটি মূলত বর্তমানে অলঙ্কার হিসাবেই বেশী ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারটি দেখতে নীল রঙের বৃত্ত ও তার মাঝে সাদা চোখ সদৃশ। প্রাচীনকাল থেকে তুর্কীদের বিশ্বাস, এ তাবীয বদ নযর থেকে রক্ষা করে। এমন একটি জনপ্রিয় প্রতীককে নিষিদ্ধ করেছে তুর্কী ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

[ধন্যবাদ তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয়কে। বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়কে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। যাতে দেশে কবরপূজা ও তাবীযপূজা বন্ধ হয় (স.স.)]

মুসলিম বিশ্বে আবারো প্রশংসিত ইমরান খান

শ্রীলংকার মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোয় আবারো মুসলিম বিশ্বে প্রশংসায় ভাসছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। শ্রীলংকায় করোনায় মৃত মুলমানদের দাফনের অনুমতির ব্যবস্থা করায় ইমরান এ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইমরান খানের সফরের কয়েক ঘন্টা পরই শ্রীলংকা সরকারের তরফ থেকে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের লাশ পোড়ানোর আইন বাতিল করা হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এ সম্পর্কে শ্রীলঙ্কার নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে শ্রীলঙ্কা সরকার করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া মুসলমানদের লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ বাতিল করে এবং ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের দাফনের অনুমতি দেয়। রাবেতা আলমে ইসলামী তাদের টুইটারে লিখেছে, রাবেতা শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম মুফতী তকী ওছমানী এক টুইট বার্তায় লেখেন, আল-হামদুলিল্লাহ, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ শ্রীলঙ্কায় করোনায় মৃত মুসলিমদের পোড়ানোর অন্যায় আইনের যে প্রতিবাদ করছিলেন, তা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রচেষ্টায় বাতিল করা হয়েছে'। শ্রীলঙ্কার মুসলিমরাও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শুকরিয়া আদায় করেছে। এর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান টুইটারে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপাকসেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, আমি করোনাভাইরাসে মৃত মুসলিমদের দাফনের অনুমোদনের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[আমরাও ইমরান খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অন্য মুসলিম নেতাদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

স্বর্ণমিশ্রিত জাফরান কালিতে লেখা কুরআন

ফিলিস্তীনের মাসজিদুল আক্বছার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে ৭০০ বছরের কস্তুরীমিশ্রিত ও জাফরানের কালিতে লিখিত পবিত্র কুরআনের একটি অনুলিপি। ১৩৪৪ সালে মরক্কোর সুলতান আলী আবুল হাসান আল-মারীনী নিজ হাতে কুরআনের ঐতিহাসিক এ অনুলিপিটি তৈরী করে আল-আক্বছায় হাদিয়া পাঠান। মরক্কোর সুলতান আলী আবুল হাসান আল-মারীনী প্রখ্যাত মামলূক সুলতান মুহাম্মাদ বিন মানছূর কালাউনের সমসাময়িক ছিলেন। আল-আক্বছা ছাড়াও দু'টি পাণ্ডুলিপি মুসলমানদের পবিত্রতম অপর দুই স্থান মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীতেও হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন সুলতান আল-মারীনী। তবে সেগুলো সংরক্ষিত থাকেনি। ৭০০ বছর পূর্বের মরক্কোর সেই সুলতানের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে থাকা কুরআনুল কারীমের ঐতিহাসিক এ পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে আল-আক্বছার কুব্বাতুস ছাখরায়। রৌপ্যখচিত আবলুস কাষ্ঠনির্মিত বর্গাকৃতির একটি বাক্সে করে এ হাদিয়াটি পাঠিয়েছিলেন সুলতান। বাক্সের ভিতরের অংশ ত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। যেগুলোতে সংরক্ষিত আছে কুরআনুল কারীমের পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বায়ু দূষণরোধী গাছ 'কটোনাস্টার'

ক্রমেই পরিবেশকে ঝুঁকিতে ফেলছে গাড়ি ও যানবাহন। এগুলোতে যেসব জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তার বেশীর ভাগই বায়ু দূষণের অন্যতম উৎস। সম্প্রতি কিছু বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরী হ'লেও এখনো ব্যাপকভাবে হচ্ছে খনিজ জ্বালানী তেলের ব্যবহার। ফলে বায়ুদূষণ থেমে নেই। এবার বায়ুদূষণ রোধে একটা সুখবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এজন্য রাস্তার ধারে বিশেষ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ 'কটোনাস্টার' রোপণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। অন্য যে কোন গাছের তুলনায় সর্বাধিক পরিমাণে বড় রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের কালো ধোঁয়া শোষণ করে ঝোপালো ও পশমী পাতাযুক্ত এই 'কটোনাস্টার' গাছ। একে তাই 'সুপার-প্লান্ট' বলেও ডাকা হচ্ছে। বায়ুদূষণ রোধে গাছের কার্যকারিতা নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা করছে ব্রিটেনের দ্য রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটি। এর বিজ্ঞানীরা কটোনাস্টার গাছ নিয়েও গবেষণা করেছেন। মাঝারি উচ্চতার এই গুল্ম অন্যান্য উদ্ভিদের চেয়ে গাড়ির ধোঁয়া শোষণে ২০ শতাংশ বেশী কার্যকর বলে বিশেষজ্ঞরা দাবী করেছেন। গবেষকরা বলেন, নগরীর ব্যস্ত সড়কগুলোতে গাড়ির নিঃসরণ করা ধোঁয়া কটোনাস্টারের ঘন ও চিকন পাতার সাহায্যে ছাঁকার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। একটি গাড়ি ৫০০ মাইল চলার পথে যে পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়ে, তা মাত্র সাত দিনে শোষণ করতে পারে এ উদ্ভিদ। দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, 'কটোনাস্টার' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণাটি পরিবেশগত সমস্যাগুলো যেমন- বায়ুদূষণ, বন্যা ও দাবদাহ এবং বন-জঙ্গল ও সবুজ বনায়নের সমাধানের লক্ষ্যে কাজের অংশ হিসাবে করা হয়েছে। গবেষণায় বায়ুদূষণ রোধে 'কটোনাস্টার'-কে আদর্শ ও বিস্ময়কর গাছ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এটি রোপণ করে একই সঙ্গে শব্দদূষণও কমানো সম্ভব বলে দাবী করেছেন সোসাইটির প্রধান গবেষক ড. তিজানা ব্লানুসা।

[সৃষ্টির কল্যাণে সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য নে'মত রয়েছে। বান্দার কর্তব্য সেগুলি খুঁজে বের করে কাজে লাগানো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব হে অবিশ্বাসী সমাজ! বেশী বেশী কুরআন অনুধাবন কর (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

৩১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

রাজশাহী ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১২ ও ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৩১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর সোয়া ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'২১-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। তবে ময়মনসিংহ ও অন্যান্য দূরবর্তী যেলা সমূহ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকেই ইজতেমায় মুছল্লীদের আগমন শুরু হয়। এছাড়া বিভিন্ন যেলা থেকে ৭৩৫ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকেই ইজতেমা ময়দানে দায়িত্ব পালন শুরু করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে অনুবাদসহ তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অতঃপর আহ্বায়কের অনুপস্থিতিতে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শেষে সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ইজতেমার ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে এখানে দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ১ম দিন রাত ২-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) (বিষয় : রিযিকের স্বরূপ ও জীবিকায় বরকত লাভের উপায়) (২) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায) (শিশুর ঈমানী পরিচর্যা : পিতা-মাতার করণীয়) (৩) আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজের গুরুত্ব) (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) (৫) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) (সমকালীন কিছু বিরোধপূর্ণ বিষয় ও তার সমাধান, আহলেহাদীছ মসজিদ নামকরণ, হাদীছ ও সুন্নাতের পার্থক্য, আখেরাতমুখী সংগঠন করা, ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি) (৬) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই (কবরের তিনটি প্রশ্ন : আমাদের প্রস্তুতি) (৭) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বৈধ ও অবৈধ অসীলা) (৮) ঢাকা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টার বিভাগের ডিরেক্টর মুখতার আহমাদ (কুরআন শিক্ষা ও অনুধাবনের গুরুত্ব) (৯) সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (ঘুষ ও দুর্নীতি : সমাজে ও রাষ্ট্রে এর কুপ্রভাব)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ :

এ দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর থেকে :

২য় দিন বাদ ফজর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে দরসে কুরআন পেশ করেন মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) (সূরা আছর-এর আলোকে ঈমানদারগণের চারটি বৈশিষ্ট্য)। একই সময়ে দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে দরসে হাদীছ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (ইখলাছ : মুক্তির পাথেয়)। এ সময় ছোট মসজিদে সূরা তাকাছুরের উপর দারস পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ-এর বৈশিষ্ট্য) (২) ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (আদর্শ পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য) (৩) ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া-এর পিএইচ.ডি গবেষক হাফেয আব্দুল মতীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা) (৪) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) ও ৩ জন ছাত্র (ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি-ব্যবহারিক)।

অতঃপর উপস্থিত বক্তব্য পেশ করেন কুয়েত প্রবাসী আমীনুল হক, ভোলা থেকে কামরুল ইসলাম ও ফরিদপুর সালথা থেকে ইলিয়াস হোসাইন। এরপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)।

অনলাইন দা'ওয়াহ প্রশিক্ষণ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৭-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে অনলাইন দা'ওয়াহ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলার সভাপতি এমদাদুল হক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' বরিশাল যেলার সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান।

শিক্ষক সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'-এর উদ্যোগে 'শিক্ষক সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি মাওলানা দুর্বুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন (১) আমেরিকার লুজিয়ানা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর **ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া** (ঢাকা) (২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও (৩) বোর্ডের সচিব ও মারকাযের শিক্ষক শামসুল আলম। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) আল-মারকাযুল ইসলামী চট্টগ্রাম-এর পরিচালক ও চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সা'দী (২) একলারামপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার (কুমিল্লা) প্রধান শিক্ষক ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান ও (৩) বায়তুল ইলম মহিলা মাদ্রাসার (দিনাজপুর) পরিচালক মাওলানা রায়হানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। সমাবেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক পরিচালক, সভাপতি, প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুব সমাবেশ সকাল ১০-টা থেকে ১২-টা :

২য় দিন সকাল ১০-টা থেকে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) (২) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (৩) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (৪) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (৫) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী) ও (৬) প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাজমুল হক (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুনতাছির আহমাদ (৩) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক ও (৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মূল প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ও মহাসড়কে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা শ্রবণ করেন।

জুম'আর ছালাতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুযযামান লিটন অংশগ্রহণ করেন এবং ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

এ দিন নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন (১) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (সমাজ সংস্কারে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য) (২) জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব) (৩)

মারকাযের সাবেক ছাত্র ড. আব্দুল্লাহিল কাফী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (মুনাফিকের আলামতসমূহ ও নিফাকের পরিণতি) (৪) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট) (সমাজ সংস্কারে যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য) (৫) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (সীরাত পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা) (৬) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (যুবসমাজের কতিপয় সমস্য ও উত্তরণের উপায়) (৭) 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের কল্যাণ-কারিতা ও কতিপয় সংশয় নিরসন) (৮) প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক-মাযহাবী হিংসা-বিদ্বেষ নিরসনে করণীয় সহ) (৯) গাযীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (বিদ'আত : পরিচিতি ও ভয়াবহতা-প্রচলিত কিছু বিদ'আত সহ) (১০) ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ (ঢাকা) (ছালাতের হেফাযত এবং খুশু খুযূর গুরুত্ব ও পদ্ধতি) (১১) নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আফযাল হোসাইন (সামাজিক অনাচার রোধে অভিভাবকদের দায়িত্ব ও সঠিক সময়ে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা; বিবাহের সুন্নাতী পদ্ধতিসহ) (১২) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ (দো'আর গুরুত্ব ও দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়) (১৩) নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম (যেনা-ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও চোখের হেফাযত) (১৪) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (জাহান্নামের শাস্তি) (১৫) নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (জান্নাতের বিবরণ) (১৬) ঢাকা নয়াবাজারস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (শিরকের ভয়াবহতা ও পাঁচ প্রকার শিরক পর্যালোচনা) (১৭) রাজশাহীর পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকর (হারাম উপার্জনের পরিণতি; মদ-জুয়া-লটারী ও দাদন ব্যবসাসহ)।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

২য় দিন বাদ এশা আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন জানান।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূদী এনজিও ও মহাজনী দাদন প্রথা এবং সেই সাথে অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন শহরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী মূর্তি-ভাস্কর্য ও শহীদ মিনার নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৪) জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৫) মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৬) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মদ-জুয়ার অবাধ সয়লাব রোধ করতে হবে এবং ইন্টারনেটের অশ্লীল ওয়েবসাইট সমূহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

(৭) কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মিয়ানমার ও চীনের উইঘুর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ সম্মেলন তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সম্মেলন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৮) এ সম্মেলন করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অবিলম্বে খুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) এ সম্মেলন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

প্রস্তাবগুলি ২৮.২.২০২১ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলামে ইজতেমার বড় ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

বিদায়ী ভাষণ, বায়'আত ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। এ সময় তিনি মুছল্লীদের দাবীক্রমে তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. পরিচালকবৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (২) সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (৩) প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (৫) প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও (৬) দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

২. উপস্থাপকবৃন্দ : (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (২) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (৩) 'আন্দোলন'-এর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (৪) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও (৫) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

৩. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয ও মক্তব বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (২) হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয আব্দুন নূর, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) (৩) মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (৪) মারকাযের হিফয বিভাগের ছাত্র আরযুল ইসলাম শাফী (রাজশাহী) (৫) তাওফীকুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ) (৬) বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার ছাত্র উমায়ের (সাতক্ষীরা)।

৪. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) (২) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা) (৪) ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর) (৫) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) (৬) মীর বখতিয়ার (যশোর) (৭) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) (৮) কেরামত আলী (পাবনা)।

৫. প্যাণ্ডেল : এবার মোট ৩টি প্যাণ্ডেল করা হয়। (১) ট্রাক টার্মিনাল ময়দান (২) মহিলা মাদ্রাসার ময়দানে পুরুষ প্যাণ্ডেল (৩) মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বের ময়দান। এছাড়াও ছিল বৃহদাকার খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল। এলইডি মনিটরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সব প্যাণ্ডেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

৬. টয়লেট : ট্রাক টার্মিনালের পশ্চিম পার্শ্বে হাইওয়ের ক্যানালে ১০০টি সাময়িক ও মহিলা মাদ্রাসার ৩৫টি টয়লেট।

৭. বুক স্টল : ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩২টি এবং মারকাযের সম্মুখে ৮টি মোট ৪০টি বুক স্টল স্থাপন করা হয়।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও ইজতেমায় দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে বিভিন্ন যানবাহন যোগে লক্ষাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন ও ভারত সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি সম্প্রচার দেখেন।

৮. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত তাফসীরুল কুরআন (২৬-২৮তম পারা)। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল (১) ইরফানুল ইসলাম (কুমিল্লা, ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায), (২) মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ) (৩) আব্দুল মজীদ (নওগাঁ)। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ৫ জন হ'ল (১) মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান যাকারিয়া (নওগাঁ, ছাত্র, ৭ম শ্রেণী, মারকায) (২) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জোবায়ের (পাবনা) (৩) ইমদাদুল হক (রাজশাহী) (৪) কাওছার আহমাদ (রাজশাহী, ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায) (৫) মুহাম্মাদ হাফীযুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ, ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায)। এছাড়া গত ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার অনুষ্ঠিত সীরাত প্রতিযোগিতার উত্তীর্ণ প্রথম তিনজন হলেন, (১) আব্দুল জাব্বার (টিকনামপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ) (২) মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (চাপাই নবাবগঞ্জ, শিক্ষার্থী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর) (৩) রিয়াযুল ইসলাম (নিয়ামতপুর, নওগাঁ/সাবেক ছাত্র মারকায, বর্তমানে আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে ইজতেমা মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

৯. দেওয়াল পত্রিকা :

তাবলীগী ইজতেমা'২১ উপলক্ষে 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বুক স্টলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

১০. ফৎওয়া বুথ : গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। ইজতেমার ১ম ও ২য় দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

১১. আল-'আওন : ইজতেমা ময়দানে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা' আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১৭০ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১১৩ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রসহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১২. যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র : ট্রাক টার্মিনাল ময়দানের পূর্ব পার্শ্বে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথির দু'টি পৃথক যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সংগঠনের চিকিৎসক কর্মীগণ সেখানে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমার পক্ষ থেকে এসব কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র সরবরাহ করা হয়।

১৩. নিরাপত্তা : প্রশাসনের প্রস্তাবক্রমে ৪টি ওয়াচ টাওয়ার ও ২৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা সেট করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৭৩৫ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

১৪. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেলে আসেন সাতক্ষীরা থেকে আব্দুল বারী (৬৫) সাং মানিকহার, উপযেলা তালা। এবারে তিনি ১৭তম বর্ষে ২১ ঘণ্টায় এই দীর্ঘ ২৮৫+১৪= ২৯৯ কি.মি. পথ অতিক্রম করে

আসেন। অন্যজন জয়নাল আবেদীন (৮৩) সাং কাওনডাঙ্গা, উপযেলা সাতক্ষীরা সদর। এবারে তিনি ১৮তম বর্ষে সাড়ে ২১ ঘণ্টায় এই দীর্ঘ ২৮৫+১৫= ৩০০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে আসেন।

১৫. ড্রোন ক্যামেরা : গতবারের ন্যায় এবারও ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে ইজতেমার বৃহৎ প্যাণ্ডেল ও মারকাযসহ অন্যান্য প্যাণ্ডেলগুলির ভিডিও ধারণ করা হয়।

১৬. সাঁওতাল থেকে মুসলমান : ১ম দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর স্থানীয় হিন্দু সাঁওতাল যুবক শুকু (৩৫) (জন্মস্থান : ঘাটনগর, পোরশা, নওগাঁ। বর্তমান ঠিকানা : মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী) তাঁর হাতে বায়'আত করেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন আব্দুল্লাহ। অতঃপর তিনি তাঁকে তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দেন। এসময় তিনিসহ উপস্থিত হাযারো মুছল্লী তার জন্য দো'আ করেন।

ইজতেমার পূর্ব দিনের অনুষ্ঠান সমূহ

১. আল-হেরা : তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ উপলক্ষে ২৪শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল ৯-টা থেকে আছর পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'-এর কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বাছাই পর্বে মোট ৭৩৪ জন অংশগ্রহণ করে। বাদ এশা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১২ জন বিজয়ীসহ ২৮ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অতিথিবৃন্দ। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) ক্বিরাআত : ১ম : উমায়ের (সাতক্ষীরা); ২য় : জামীল আহমাদ (গাইবান্ধা); ৩য় : মাযহারুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ)।

(খ) জাগরণী (সোনামণি গ্রুপ) : ১ম : আরযুল ইসলাম শাফী (রাজশাহী); ২য় : আব্দুল্লাহ আশ-শাফী (গাযীপুর); ৩য় : আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)।

(গ) জাগরণী (উন্মুক্ত গ্রুপ) : ১ম : মীর বখতিয়ার (যশোর); ২য় : তানভীরুযযামান (মেহেরপুর); ৩য় : মুহাম্মাদ অলিউল্লাহ (নারায়ণগঞ্জ)।

(ঘ) উপস্থিত বক্তৃতা : ১ম : মুহাম্মাদ রেযওয়ান (নারায়ণগঞ্জ); ২য় : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (নারায়ণগঞ্জ); ৩য় : মুহাম্মাদ তাসনীম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

২. র‍্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২১ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ২৪শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর থেকে সোনামণি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে মহাসড়ক ধরে পূর্ব দিকে নতুন বাস-টার্মিনালে যায়। সেখান থেকে মহাসড়ক দিয়ে পশ্চিম দিকে ইজতেমা ময়দান ট্রাক টার্মিনালে যায়। সেখান থেকে কালুর মোড় হয়ে উত্তর দিকে ভূগরইল মোড়ে যায়। সেখান থেকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়ক দিয়ে মারকাযে ফিরে আসে।

৩. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২১ : ২৪শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ মাগরিব থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান পরিচালক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল আলম প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সমাজ গড়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, আমি দো'আ করি তোমাদের কণ্ঠই যেন তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হয়। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে জামীল আহমাদ (গাইবান্ধা) ও বিভিন্ন পর্যায়ে জাগরণী পেশ করেন হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, রাক্বীবুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, ইয়াকূব আলী, কেরামত আলী, হাসান শাহরিয়ার, মীর বখতিয়ার, আরযুল ইসলাম শাফী, আব্দুর রহমান ও অলিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আজমালকে পরিচালক ও রাক্বীবুল ইসলামকে সহকারী পরিচালক করে ২০২১-২০২৩ সেশনের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট আল-হেরা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

পাবনা, ৯ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর পাবনা পুলিশ লাইন্স সংলগ্ন পিসিসিএস বাজার মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সদর উপযেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড.

নূরুল ইসলাম। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী সোহরাব আলী, প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তারিক হাসান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল মজীদ প্রমুখ।

যুবসংঘ

বরইতলা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ১২ই মার্চ ২০২১ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার কাজীপুর উপযেলার বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি রাসেল বিন হাবীবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় সুধী ও নারী-পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, একই দিন যেলার কামারখন্দ উপযেলার চকশাহবাজপুর জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করতঃ সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং নিকটস্থ দমদমা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম।

সোনামণি

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা নাজমুল হুদা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি লাবীবুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে সামিয়া।

বালুর চর, ময়মনসিংহ ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার সদর থানাধীন বালুরচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব ফযলুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আলী, অত্র মসজিদের সাবেক খতীব মাওলানা ছফিউদ্দীন ও বর্তমান খতীব হাফেয ইয়াসীন আরাফাত। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ সুমন।

করমজল, মোংলা, বাগেরহাট ১১ই মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মোংলা থানাধীন করমজল (সুন্দরবন) জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন ও আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয মাহবূবুর রহমান, আব্দুন নূর, মক্তব বিভাগের শিক্ষক আব্দুল আওয়াল, নিযামুদ্দীন ও সাঈদুর রহমান।

মৃত্যু সংবাদ

সঊদী আরবের রিয়াদস্থ ওবাইদ হাসপাতালে মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদের অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম কিবরিয়া (ভৈরব) গত ৩রা মার্চ বুধবার ভোর ৩-টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা রেখে যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি রিয়াদের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ চাকুরীরত ছিলেন। তাঁর জানাযার ছালাত রিয়াদের নাসীম গোরস্থানে আদায় করা হয়। উক্ত জানাযার ছালাতে আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের সভাপতিসহ ফোরামের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রিয়াদের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করুন

-আমীরে জামা'আত

পবিত্র কুরআনের ২৬টি আয়াত বাতিল চেয়ে সম্প্রতি ভারতের উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত রিটের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, কুরআন আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ নির্ভুল আসমানি কিতাব। গত দেড় হাযার বছর মুসলিম উম্মাহ্র কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি এবং কোন প্রকার বিতর্ক তোলেনি।

তিনি আরো বলেন, কুরআন সম্পর্কে রিটকারী ওয়াসিম রিজভীর বক্তব্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি চরম অপমানজনক। কেননা উক্ত ব্যক্তি কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলামের তিনজন মহান খলীফার প্রতি ন্যাক্কারজনক অভিযোগ আরোপ করেছেন। যা কোন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তার এই জঘন্য অপকর্মের তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি অবিলম্বে রিটটি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে মার্চ'২১, ৩য় পৃষ্ঠা, ৪-৫ কলাম)

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : মহিলারা নিজ বাড়ির বাইরে অন্যের বাড়িতে গিয়ে তা'লীমী বৈঠক করতে পারবে কী?

-মালীহা সুলতানা,
আজাইপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শারঈ পর্দা, নিরাপত্তা ও অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে মহিলাদের জন্য নিজের বাড়িতে কিংবা অন্যত্র দ্বীনী শিক্ষা প্রদানে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন কওম কোন গৃহে বসে, অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তা পর্যালোচনা করে, সেখানে তাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রশান্তি নাযিল হয় ও ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে... *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে' *(তওবা ৯/৭১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তোমরা তা অন্যকে পৌঁছে দাও *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। এই আদেশ মুমিন নারী ও পুরুষ সবার জন্য সমান।

প্রশ্ন (২/২৪২) : আমি গর্ভবতী। সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য সময় রামাযান মাসের শেষের দিকে। চিকিৎসকের পরামর্শ এবার ছিয়াম পালন করা যাবে না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-আলেয়া, রাজশাহী।

উত্তর : যে সকল গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা ছিয়াম পালনে শিশুর ক্ষতির আশংকা করে, তারা রামাযানে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে রহিত করে দিয়েছেন অর্ধেক ছালাত এবং মুলতবী রেখেছেন ছিয়ামকে। আর গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারীণী মহিলা থেকেও মুলতবী করে দিয়েছেন ছিয়াম' *(নাসাঈ হা/২২৭৪, ২৩১৫; আহমাদ হা/২০৩৪১, সনদ হাসান)*। তবে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ সন্তানের ক্ষতির আশংকা করলে ছিয়াম ছাড়বে এবং প্রতিদিনের বিনিময়ে ফিদইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৩৭; মির'আত ৭/১৫; দ্র. ছিয়াম ও ক্বিয়াম ৯৩-৯৪)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : মহিলারা একজন পুরুষের ইমামতিতে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কী?

-মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের ছালাত নারী-পুরুষ সবার জন্য ঈদের ময়দানে গিয়ে আদায় করাই সুন্নাত *(বুখারী হা/৩৫১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১)*। তবে প্রয়োজনে একজন পুরুষের ইমামতিতে নারীরা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে। যেমন যাকওয়ান (রাঃ)-এর ইমামতিতে আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য নারীরা ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী ৩/১৬৭)*। তবে পুরুষের জামা'আতে যোগদান করা সম্ভব না হ'লে মহিলারা নিজেদের ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৯৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : কোন কিছু উদ্বোধন করার ইসলামী বিধান কী? মাটিতে কোপ দেওয়া বা হাতুড়ি মেরে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ উদ্বোধন করা জায়েয কি?

-আলতাফ হোসেন, হালসা, নাটোর।

উত্তর : নেকীর কাজে মানুষকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করায় কোন বাধা নেই *(ইসলাম ওয়েব, ফৎওয়া ক্রমিক : ৫৭৬২৬)*। ছাহাবীদের সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ক্বোবা ও মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে কথিত মসজিদে যিরারে গিয়ে শুরুতে ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত কবুল করেছিলেন এই মর্মে যে, তাবূক অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি সেখানে যাবেন। কিন্তু মদীনার কাছাকাছি এসে তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী প্রাপ্ত হন এবং তাদের কপট উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন। ফলে তিনি লোক পাঠিয়ে ঐ মসজিদ পুড়িয়ে দেন *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*। তবে উক্ত নেকীর কাজে কোনভাবেই শরী'আতের সীমালংঘন করা যাবেনা।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : আমি কিছুদিন পূর্বে সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করি। এক্ষণে আমরা কীভাবে তাদের আতিথেয়তা করব? তারা কি আমাদের বাসায় বা আমরা কি তাদের বাসায় অবস্থান করতে পারব?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান,
সরাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে, যদি তারা দ্বীন পালনে বাধা না দেয়। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। তবে মুশরিকদের সাথে বসবাস করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ এতে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের সাথে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন *(মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। অতএব মুশরিক আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে, তাদের আতিথেয়তা করতে হবে ও প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে নিজে বা তাদেরকে

www.at-tahreek.com

নিজেদের বাড়িতে সাময়িক অবস্থান করতে দেওয়া যাবে। কিন্তু সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের আক্বীদা ও ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি নিজের মধ্যে কোন প্রকার নমনীয়তা, শিথিলতা কিংবা সমর্থন তৈরী না হয়। বরং সর্বদা তাদেরকেই ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : জনৈক ব্যক্তি জুয়া খেলা থেকে প্রাপ্ত পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে। এখন সে জুয়ার সাথে জড়িত নয়। প্রশ্ন হ'ল এই ব্যবসা হালাল হবে কী?

-মুহাম্মাদ লাল, নরসিংদী।

উত্তর : জুয়া খেলা নিকৃষ্ট হারাম এবং তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদও হারাম। অতএব এই ধরনের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করাও হারাম। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তিকে খালেছ তওবা করতে হবে এবং জুয়া থেকে প্রাপ্ত পুঁজির মূল অংশ অবিলম্বে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে। তবে উক্ত সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করে যে লভ্যাংশ অর্জিত হয়েছে তা সে পরিশ্রমের বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে মর্মে মালেকী ও শাফেঈ বিদ্বানগণ মতপ্রকাশ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'উপার্জন ভোগ করা ব্যক্তির দায় বহনের সাথে যুক্ত' *(তিরমিযী হা/১২৮৫; মিশকাত হা/২৮৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৪১৭৯)*। তবে তা পরিত্যাগ করাই অধিকতর নিরাপদ ও তাক্বওয়াপূর্ণ *(তিরমিযী হা/২৫২৮)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করার বিধান কী?

-ফয়ছাল মাহমূদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো অন্যতম ফরয রুকন। অতএব সক্ষম ব্যক্তির জন্য বসে ছালাত আদায় জায়েয নয়। এক্ষণে যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম, সে ব্যক্তি বসে, শুয়ে বা ইশারায় ছালাত আদায় করবে। বসাটা মাটিতেও হ'তে পারে বা যেকোন উঁচু জায়গায় হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ ভারী হয়ে গেলে তিনি অধিকাংশ (নফল) ছালাত বসে পড়তেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৯৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'মাসিক আত-তাহরীক' জুলাই ২০১৫ দিশারী কলাম)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : মহিলা মাইয়েতের জন্য কাফনের কাপড় কয়টি? কাফনের কাপড়ের ডান দিক উপরে থাকবে নাকি বাম দিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জয়পুরহাট।

উত্তর : মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড় তিনটিই যথেষ্ট *(বুখারী হা/১২৬৪; মুসলিম হা/৯৪১; মিশকাত হা/১৬৩৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৫/২২৪; দ্র. ছালাতুর রাসূল ২২৭ পৃ.)*। মহিলাদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছ যঈফ *(যঈফাহ হা/৫৮৪৪)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : কিছু মুছল্লীকে দেখা যায়, জিন্সের প্যান্ট ও টি-শার্ট পরে ছালাত আদায় করে। তারা সিজদায় গেলে তাদের কোমরসহ নিতম্বের কিছু অংশ দেখা যায়। তাদের ছালাত হবে কী?

-আব্দুল ওয়াহেদ, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : সতর ঢেকে ছালাত আদায় করা ফরয। সাধারণভাবে পর্দা হয় না এমন আটসাঁট জিন্সের প্যান্ট ও টি-শার্ট ছালাতের উপযোগী পোষাক নয়। এতে ছালাত আদায় হয়ে গেলেও ছওয়াবে কমতি হবে এবং গুনাহ হবে। ছালাতের জন্য অবশ্যই তাকওয়াপূর্ণ ঢিলাঢালা ও শালীন পোষাক পরিধান করা আবশ্যক *(আ'রাফ ৭/৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ ১/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ইমাম সূরা ফাতিহা বলার শেষ পর্যায়ে থাকা অবস্থায় ছালাতে অংশগ্রহণ করলাম। এক্ষণে আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করে শেষ করব নাকি ইমামের জওয়াবে আমীন বলব?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা ফাতিহার যে অংশটুকু পাঠ করা হয়েছে সে অংশে থেমে গিয়ে ইমামের অনুসরণে আমীন বলবে। অতঃপর সূরা ফাতিহার বাকী অংশটুকু পাঠ করবে। কারণ সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : ছালাতের ভিতরে কিভাবে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে?

-আফযাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : আ'উযুবিল্লা-হ বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ওছমান ইবনু আবিল 'আছ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার ছালাত এবং ক্বিরাআতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'এটা একটা শয়তান যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন এর খটকা অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ আ'উযুবিল্লা-হ বলবে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী বলেন, আমি এ আমল করাতে আল্লাহ আমার হ'তে শয়তানের খটকা দূরীভূত করেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। উল্লেখ্য যে, থুক মারা অর্থ থুথু ফেলা নয়। বরং অনুচ্চ স্বরে 'থুক' আওয়াজ করা।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : ছালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে সেই আযানে ছালাত আদায় করা যাবে কী?

-মাসঊদুর রহমান, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : কোন ছালাতের জন্য সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেউ সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে সময়ের মধ্যে ছালাত আদায় করলে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সময়ের পূর্বে আযানদাতা গুনাহগার

হবে। এক্ষণে কেউ ভুল করে সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করে থাকলে তাকে পুনরায় আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৩২-৫৩৩; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৮৯; তুহফাতুল মুহতাজ ১/৪৭৫; ইবনু কুদামা, মুগনী ১/২৯৭)*। তবে ফজরের পূর্বে সাহারী বা তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া যাবে *(বুখারী হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০)*। অতঃপর ফজরের ছালাতের জন্য যথাসময়ে পুনরায় আযান দিতে হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫১৫-১৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৪১)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : জুম'আর খুৎবার সময়ে ইমাম কোন প্রশ্ন করলে মুছল্লীরা উত্তর দিতে পারবে কি?

-আব্দুল জাব্বার, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন ইমামের প্রশ্নের উত্তর মুছল্লীরা দিতে পারবে। এমনকি মুছল্লীরা কোন প্রশ্ন করলে খতীব তার জওয়াব দিতে পারবেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪১৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/১০৭)*। জনৈক মুছল্লী মদীনায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে বৃষ্টি পার্থনার আবেদন করলে রাসূল (ছাঃ) তার জওয়াবে সাড়া দিয়ে সকলকে সাথে নিয়ে খুৎবা চলাকালীন প্রার্থনা করেছিলেন *(বুখারী হা/১০২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : জনৈকা মহিলা ধর্মীয় কারণে স্বামীর থেকে 'খোলা' গ্রহণ করেছে। এক্ষণে সে অন্যত্র ইসলামী মন-মানসিকতার ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চায়। কিন্তু অভিভাবক পূর্বের ফাসেক স্বামীর কাছেই ফিরে যেতে বলে। উক্ত মহিলা কিভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যুক্তরাজ্য।

উত্তর : অভিভাবক ও মেয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হওয়াই শরী'আত সম্মত। এক্ষণে পিতা যদি সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কোন ফাসেক ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধ্য করে, তাহ'লে মেয়ের জন্য উক্ত বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে *(নাসাঈ হা/৩২৬৯; ছহীহাহ হা/৩৩৩৭)*। এমতাবস্থায় পিতার বদলে মেয়ের নিকটতম আত্মীয় অভিভাবক হবে। যেমন দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি। তারা সবাই একই মতের হ'লে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। আদালত ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং বিধি মোতাবেক বিবাহ সম্পন্ন করবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৫৯-৬০, ২১/৭৬-৭৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : আমার মেয়ের সাথে প্রতারণা করে জনৈক ছেলে কোর্টের মাধ্যমে বিবাহ করে। কোন টাকা প্রদান না করেই নির্ধারিত পাঁচ লক্ষ টাকা মোহরানার মধ্যে নগদ আড়াই লক্ষ টাকা মোহর উল্লেখ করে বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে। ছেলে দ্বীন-ধর্ম পালন করে না। পরবর্তীতে আমি পিতা হিসাবে সামাজিক কারণে বিবাহ মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মেয়ে তার সাথে সংসার করতে চায় না। আমার মেয়ে ক্বাযী অফিসের মাধ্যমে 'খোলা' প্রেরণ করেছে এবং ছেলে সেই কপি হাতেও পেয়েছে। কিন্তু সে বারবার বলে পাঠাচ্ছে এই তালাক হবে না। প্রশ্ন হ'ল এই 'খোলা' কার্যকর হয়েছে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন হক, খুলনা।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 'খোলা' কার্যকর হয়েছে। 'খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামীকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১; শাওকানী, নায়লুল আওতার ৬/২৯৫)* কারণ 'খোলা' তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ। স্ত্রী স্বামী বা তার পরিবারের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে 'খোলা' করে থাকে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/২১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে'১২/৪৬৯)*। এক্ষণে স্বামী কোন টালবাহানা করলে আদালতের মাধ্যমে 'খোলা' করতে পারবে এবং তা কার্যকর হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৬০)*। 'খোলা' কারিণী স্ত্রীর ইদ্দত হ'ল এক ঋতুকাল *(আবুদাঊদ হা/২২২৯; হাকেম হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*। আর স্ত্রী গর্ভবতী হ'লে তার ইদ্দত হ'ল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত *(তালাক ৬৫/৪)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : বিবাহ সম্পাদন করার সুন্নাতী পদ্ধতি কি?

-শহীদুল ইসলাম, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল, প্রথমে বিবাহের খুৎবা পড়তে হবে *(মুগনী ৭/৬২)*। কোন বিয়েতে খুৎবা পূর্বে পাঠ করা না হ'লে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) সে বিবাহ অনুষ্ঠান ত্যাগ করতেন *(আবুন নাজা, আল-ইক্বনা' ৩/১৬২; বাহূতী, কাশশাফুল কেনা' ৫/২১)*। কারণ হাদীছে খুৎবা শেষে প্রয়োজনীয় কথা বলতে বলা হয়েছে, যা হ'ল ঈজাব ও কবূল *(দারেমী হা/২২০২; মিশকাত হা/৩১৪৯, সনদ ছহীহ)*। অতঃপর সাবালিকা হ'লে পূর্বেই মেয়ের সম্মতি নিয়ে দু'জন পরহেযগার ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সম্মুখে মেয়ের পিতা বা তার সম্মতিক্রমে একজন বলবেন, আমি আমার মেয়েকে আপনার সাথে নগদ মোহরের বিনিময়ে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। উত্তরে ছেলে বলবে, 'আমি কবুল করলাম' বা সম্মতিসূচক আল-হামদুলিল্লাহ বলবে। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এরপর উপস্থিত সকলে পৃথক পৃথকভাবে সুন্নাতী দো'আ পাঠ করবে- بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ، *'বা-রাকাল্লাহু লাক, ওয়া বা-রাকা আলাইক, ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়ের'*। আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার উপরে বরকত দিন ও তোমাদের দু'জনকে কল্যাণের সাথে মিলিত করুন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৫)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : সকল নবী-রাসূল কি হজ্জ পালন করেছেন?

-আব্দুল্লাহ আল-কাফী, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : সকল নবী-রাসূলের হজ্জের ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সকল নবী-রাসূল হজ্জ সম্পাদন করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, রাওহা উপত্যকা দিয়ে সত্তুর জন নবী পশমী কাপড় পরে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন এবং মসজিদে খায়ফে সত্তরজন নবী ছালাত আদায় করেছিলেন

(বায়হাক্বী হা/৯৮৩৭; হাকেম হা/৪১৬৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মসজিদে খায়ফে সত্তুর জন নবী ছালাত আদায় করেছেন। মূসা (আঃ) তাদের অন্যতম। আমি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর গায়ে দু'টি কুতওয়ানী চাদর জড়ানো। তিনি দুই গুচ্ছ লাগাম বিশিষ্ট উটের ওপর ইহরাম বেঁধে বসে আছেন *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২২৮৩; ছহীহাহ হা/২০২৩)*। ইবনু ইসহাক, হায়তামী ও ইবনু কাছীরসহ অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন যে, হূদ ও ছালেহ (আঃ) ব্যতীত সকল নবী-রাসূলই হজ্জ করেছেন *(সীরাতে ইবনে ইসহাক ৯৫ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৯৯)*। এমনকি ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পরে হজ্জ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মরিয়ম পুত্র ঈসা নিশ্চিতভাবে রাওহা উপত্যকায় হজ্জ অথবা ওমরা অথবা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করবেন *(মুসলিম হা/১২৫২)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : জনৈক ব্যক্তির লজ্জাস্থান দিয়ে পুঁজ বের হয়। এক্ষণে সে কিভাবে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করবে?

-রুহুল আমীন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : লজ্জাস্থান দিয়ে পুঁজ বা কোন তরল পদার্থ বের হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। তবে তার ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষণে যার অনবরত কিছু বের হয় সে প্রতি ছালাতের সময় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। এর মধ্যে কিছু বের হ'লে তার ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২১৯-২০; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/১৯২)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : যদি কোন ব্যক্তি মাগরিবের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ে এবং ফজরের পরে জাগ্রত হয় তাহ'লে কি তার ছিয়াম হবে?

-শরীফুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছিয়ামের জন্য নিয়ত করা পূর্বশর্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি ছিয়ামের নিয়ত করে না, তার ছিয়াম নেই *(আবুদাঊদ হা/২৪৫৪; মিশকাত হা/১৯৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৩৮)*। অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি রাত্রে ছিয়ামের নিয়ত করে না তার ছিয়াম হবে না *(নাসাঈ হা/২৩৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৩৪)*। তবে কেউ যদি ছিয়ামের নিয়ত করে ঘুমায় এবং ফজরের আযান হয়ে যাওয়ার কারণে সাহারী খেতে না পারে তাহ'লে তার ছিয়াম পালনের জন্য উক্ত নিয়তই যথেষ্ট হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৮; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/০২)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : ছালাতের স্থানে বসে যিকর-আযকার পাঠের নানাবিধ ফযীলত রয়েছে। এক্ষণে স্থান ত্যাগ করে পিছনের কাতারে বসে উক্ত যিকর-আযকার পাঠ করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আফযাল হোসাইন, কালুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল মুছাল্লা বা ছালাতের স্থানে বসে যিকর-আযকার করা *(বুখারী হা/৪৭৭; মিশকাত হা/৭০২)*। এক্ষণে হাদীছে বর্ণিত মুছাল্লা দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল পুরো মসজিদ *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৪/৫৬)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, মুছাল্লা অর্থ ব্যক্তি যে স্থানে ছালাত আদায় করেছে। তবে কেউ যদি যিকরের উদ্দেশ্যে মসজিদের অন্য স্থানে বসে তাহ'লে বর্ণিত ছওয়াব পেয়ে যাবে *(ফাৎহুল বারী ২/১৩৬)*। শায়খ উছায়মীন বলেন, দু'টি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পুরো মসজিদই মুছাল্লার অর্ন্তভুক্ত। কারণ আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২২৫/১৪)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : রামাযান মাসে যাকাত আদায়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে কি?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে যাকাত আদায়ের বিশেষ কোন ফযীলত নেই। যাকাত যখন ফরয হবে তখনই আদায় করা ওয়াজিব। তবে রামাযানের নিকটবর্তী মাসে যাকাত ফরয হ'লে ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে রামাযান মাসে আদায় করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা-৩৮৮, পৃঃ ৪৪৪; নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩৯৮)*। আর রামাযানে কারো যাকাত ফরয হ'লে এটা তার জন্য কল্যাণকর। যেমন ওছমান (রাঃ) বলেন, এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে, সে যেন প্রথমে ঋণ শোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে যেন তার যাকাত আদায় করে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৫৫৫; ইরওয়া হা/৮৫০, ৭৮৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনুল 'আছ (রাঃ) তাবারিস্তানবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের পর বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের হত্যা করেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-মুশতাক আহমাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে ইতিহাসে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বর্ণনগুলোর সনদে দুর্বলতা রয়েছে *(তারীখু ত্বাবারী ৪/২৬৯; খলীফা বিন খাইয়াত্ব, আত-তারীখ ১৬৫ পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২/১৮২; তাক্বরীবুত তাহযীব ৪০৫ পৃ.)*। দ্বিতীয়তঃ এর সনদকে গ্রহণযোগ্য ধরে নিলেও সেটি সাঈদ ইবনুল 'আছের যুদ্ধকৌশল ছিল। কারণ তারা তাদের মধ্যে কেবল একজন লোকের নিরাপত্তা চেয়েছিল। আর তিনি সেই একজনকে নিরাপত্তা দিয়ে বাকীদের হত্যা করেন *(খলীফা বিন খাইয়াত্ব, আত-তারীখ ১৬৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : একাধিক স্ত্রী থাকাকালীন সফরে একজনকে নিয়ে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, বদলগাছি, নওগাঁ।

উত্তর : একাধিক স্ত্রী থাকাকালীন স্বামীকে লটারীর মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী নির্বাচন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন সফরে বের হ'লে তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে (নির্বাচিত করে) যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে যেতেন *(বুখারী হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৩২৩২)*। অতএব স্বামী লটারী করবে বা অন্য স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে কোন

একজনকে সফরসঙ্গী বানাবে *(নববী শরহ মুসলিম ১৫/২১০; ইবনু কুদামা, মুগনী ১০/২৫৩)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : আমি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। দু'বছর পূর্বে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে পর্দা করতে ও ছিয়াম পালন করতে পারি না। বরং অন্য সময়ে আমি ছিয়ামের কাযা আদায় করে নিই। এক্ষণে আমার এই ধরনের কাজ কি সঠিক হচ্ছে?

-মারযিয়া, কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলী পালন করার চেষ্টা করতে হবে। তবে বাধ্যগত কারণে ইবাদত পালনে কৌশল অবলম্বন করা যাবে। যেমন বাদশাহ নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করে তা গোপন রেখেছিলেন। ইউসুফ (আঃ)-কেও রাজপ্রসাদে ইসলাম গোপন রেখে ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতেন। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে তা গোপন রেখেছিলেন। এরূপ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বহু রয়েছে। অতএব সাধ্যমত দ্বীন পালন করে যাবে এবং সুযোগ হ'লে তাদেরও দাওয়াত দিবে। অন্যথায় সুযোগমত হিজরত করবে *(গাফের ২৮; ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১১১-১১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) আবু যার গেফারীকে বলেন, হে আবু যার! আপাততঃ তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয় সংবাদ জানতে পারবে তখন এসো *(বুখারী হা/৩৩২৮; হাকেম হা/৫৪৫৬)*। তবে এরূপ কৌশল সর্বদা চালানো ঠিক হবে না। তাতে ঈমান ভোঁতা হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : হাদীছে দ্রুত ইফতার করতে বলা হয়েছে। আবার সময়ের আগে ইফতার করার কঠিন শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের করণীয় কী?

-সাঈদ আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ইফতারের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হ'ল- সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে *(বু. মু. মিশকাত হা/১৯৮৫)*। তিনি ইশারা দিয়ে বলেন, যখন এদিক হ'তে রাত্রি আগমন করবে এবং এদিক হ'তে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত যাবে, তখনই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪, মিশকাত হা/১৯৮৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'বিবিধ মাসায়েল' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহূদী-নাছারারা দেরীতে ইফতার করে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩)*। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যাস্ত হ'লেই ছায়েম ইফতার করবে। এক্ষণে কেউ যদি অতি উৎসাহী হয়ে স্থানীয় সময়কে গুরুত্ব না দিয়ে তাড়াহুড়া করে ইফতার করে, তাহ'লে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জাহান্নাম পরিদর্শনে গিয়ে দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কেশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কেশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, ওরা কারা? তাঁরা বললেন, ওরা হ'ল তারা ঐসব লোক; যারা সময় হওয়ার পূর্বেই ইফতার করে নিত *(হাকেম হা/১৫৬৮; ছহীহাহ হা/৩৯৫১; ছহীহুত তারগীব হা/১০০৫)*। অতএব দেরীতে ইফতার করে যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অমান্য করা ও ইহুদী-খৃষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, তেমনি সময়ের পূর্বে ইফতার করাও জাহান্নামী হওয়ার কারণ হবে। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূর্য দেখে তা অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলে বা ন্যায়পরায়ণ দু'জন বা একজন সাক্ষী সূর্যাস্তের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে ছায়েম ইফতার করবে *(ফাৎহুল বারী হা/১৯৫৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২২৬৭)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : বদরী ছাহাবীগণ কি যুদ্ধের ময়দানে প্রথম ছিয়াম পালন করেছিলেন?

-জাহিদ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসের ছিয়াম দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছিল *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৫০)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রামাযান মাসে দু'টি যুদ্ধ করেছি- বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়। এ সময় আমরা ছিয়াম রাখিনি *(তিরমিযী হা/৭১৪; আহমাদ হা/১৪০, ১৪২; মুসনাদে ফারূক ১/২৭৯, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : কোন নারী কি রামাযান মাসে অধিক ইবাদত পালনের জন্য স্বামী থেকে আলাদা থাকতে পারবে?

-ছায়েমা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : রামাযান মাসে ইবাদত করা খুবই ফযীলতপূর্ণ। ফরয ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীন। অর্থাৎ রামাযান মাসের ছিয়াম পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে। আর অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতিক্রমে অধিক ইবাদত পালনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে আলাদা থাকার অনুমতি প্রদান না করলে সে আলাদা থেকে অধিক ইবাদত পালন করতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহ'লে তাকে নিষেধ করো না *(বুখারী হা/৮৭৩; মিশকাত হা/১০৫৯)*। তিনি আরো বলেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া নফল ছিয়াম রাখবে না *(বুখারী হা/৫১৯২; ছহীহাহ হা/৩৯৫)*। অতএব নফল ইবাদতের উপর স্বামীর মর্যাদা থাকায় স্ত্রী স্বামীকে অধিক প্রাধান্য দিবে। আর ফরযের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধানকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করবে *(নববী, শারহু মুসলিম ৭/১১৫)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক প্রদান করে। বর্তমানে স্ত্রী তার পিতার বাড়িতে থাকে। তাদের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। এখন তারা আবার সংসার করতে চায়। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

*-মুহাম্মাদ রিপন মিয়া**

আইনজীবী সহকারী, জর্জকোর্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

**[শুধু মুহাম্মাদ অথবা আরবীতে অন্যকোন ইসলামী নাম রাখুন(স.স.)]*

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। কাজেই

কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৯৮৬, সনদ হাসান)*। এক্ষণে স্বামী ইদ্দতকাল তথা তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ১; বুখারী হা/৫১৩০; বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই পৃঃ ৩৪-৪০)*। তবে তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিবাহ করে ও সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উল্লেখ্য যে, 'তাহলীল' বা হিল্লা ইসলাম-পূর্ব যুগের একটি জাহেলী প্রথা। এর সাথে ইসলামী শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয়, উভয়কে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪০৬২)*। উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। আল্লাহ লা'নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬; হাকেম হা/২৮০৪, ২/১৯৯ পৃ.; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : বিশেষ কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ মহিলায় কিংবা কোন মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হ'তে পারে কি? এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি?

-আব্দুল আলীম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলাকে পুরুষে বা পুরুষকে মহিলায় রূপান্তর করা সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার শামিল যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। এটি শয়তানের কাজ। কারণ সে আল্লাহকে বলেছিল, আমি অবশ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদেরকে আদেশ দেব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৯)*। অতএব কোনভাবেই আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি কারো সৃষ্টিগতভাবে নারী বা পুরুষের বিষয়টি অস্পষ্ট হয় তাহ'লে অপারেশনের মাধ্যমে যা তার মধ্যে সুপ্ত আছে তা স্পষ্ট করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/৪৫-৪৯)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের যা হয়ে থাকে তা ব্যাধি। আর ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসা নেওয়া জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন রোগের সঠিক ঔষধ প্রয়োগ হয়, তখন সেটি আল্লাহ্র হুকুমে আরোগ্য হয়' *(মুসলিম হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৫১৫)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : মসজিদে বিবাহ পড়ানো কি সুন্নাত? এতে কি বিশেষ কোন বরকত আছে?

-ফাইয়ায, বুলারাটি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মসজিদে বিবাহ পড়ানো সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১৮৫; ইরওয়া হা/১৯৯৩; মিশকাত হা/৩১৫২' যঈফাহ হা/৯৭৮; যঈফুল জামে' ৯৬৬)*। তবে এই হাদীছের উপর ভিত্তি করে জমহূর ফক্বীহগণ বরকত এবং বিবাহের প্রচারের স্বার্থে মসজিদে বিবাহ পড়ানোকে মুস্তাহাব বলেছেন। বিবাহ পড়ানো ব্যতীত কোনরূপ শোরগোল করা যাবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৭/২১৪; ইসলাম ওয়েব ফৎওয়া নং ৩৫৪৭৯)*। তবে এটি সুন্নাত নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১১৩, নং ৯৫৫৩)*। শায়খ উছায়মীন বলেন, মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। তবে কেউ চাইলে করতে পারে। কারণ এটি ব্যবসা-বাণিজ্য নয় *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৬৭/১২)*। বস্তুতঃ বিবাহের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান নেই। বর-কনের অভিভাবকদের সুবিধামত যেকোন স্থানে বিবাহ পড়ানো জায়েয। এমনকি সফর অবস্থাতেও বিয়ে করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছাফিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন *(বুখারী হা/৪২১১)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : রামাযান মাসে বিবাহ করার কোন গুরুত্ব আছে কি?

-আতীকুল ইসলাম
ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে বিবাহ করার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। বরং বছরের যেকোন মাসে ও যেকোন দিনে বিবাহ হ'তে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/৪২)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : রামাযান মাসে কুরআন খতম করা কি মুস্তাহাব?

-মুজাহিদুল ইসলাম, সি এ্যান্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রামাযান মাসে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর (রামাযানে) জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন পাঠের পুনরাবৃত্তি

করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু'বার কুরআন পাঠ করেন *(বুখারী হা/৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯)*। তবে প্রচলিত 'খতম তারাবীহ' বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই এবং তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কখনো এক রাত্রিতে সমস্ত কুরআন খতম করেছেন কিংবা ফজর অবধি সারা রাত্রি ব্যাপী (নফল) ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলেন, সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর। তার বেশী নয়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২০৫৪)*। পরবর্তীতে তাঁকে তিন দিনে কুরআন খতমের অনুমতি দেওয়া হয় (আবুদাঊদ হা/১৩৯০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০১)।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : আমার পিতা আমাদের সাথে সাহারী গ্রহণ করেন, ফজরের ছালাত আদায় করেন এবং ইফতারও করেন। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই তার মুখ থেকে ধূমপানের গন্ধ পাই। তাকে কিছু বললে তিনি অস্বীকার করেন। এক্ষণে আমাদের করণীয় কী?

-আকলীমা, পুরোহিত, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম ভঙ্গ করলে তিনি কবীরা গোনাহগার হবেন। এজন্য তাকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, তার জন্য ক্বাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, সে যেন ক্বাযা আদায় করে' *(তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : আমি সফরে বের হওয়ার নিয়তে দু'ওয়াক্তের ছালাত একত্রে আদায় করে ফেলি। কিছুক্ষণ পরে সফর বাতিল করা হয়। এক্ষণে আমাকে কি পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে? না আগেরটাই যথেষ্ট হবে?

-শামসুল আলম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সফরে বের হওয়ার পূর্বে যদি দু'ওয়াক্তের ছালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা হয়ে যায় অতঃপর দ্বিতীয় ওয়াক্তের পূর্বেই সফর বাতিল ঘোষণা করা হয় তাহ'লে ঐ ছালাতই যথেষ্ট হবে। পরের ওয়াক্তের ছালাত আদায় করা যরূরী নয়। তবে যদি কেউ করে তবে তা নফল হয়ে যাবে। *(ইবনু ক্বুদামাহ, মুগনী ২/২০৭; শারহুল মুনতাহা ১/২৯৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : পেশাব করার পরে কিছু অংশ কাপড়ে লেগে যায় বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-সাগর, সাহাপুর, দারুসা, রাজশাহী।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন(স.স.)]*

উত্তর : প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যদি পেশাব কাপড়ের কোন অংশে লেগেছে তা চিহ্নিত করা যায়, তাহ'লে উক্ত স্থান ধুয়ে নিতে হবে। আর স্থান চিহ্নিত করা সম্ভব না হ'লে অনুমান করে ধুয়ে নিবে বা পানি ছিটিয়ে দিবে। এতেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু মাজাহ হা/৪৬৪; আল-মুগনী ১/১১৫; আল-মাওসূআহ আল-ফিক্বহিয়াহ ৪/১২৫)*। আর ছালাতে যাওয়ার পথে এমনটা মনে হ'লে পেশাব বের হওয়ার স্থানে লক্ষ্য করে দেখবে। ভেজা মনে হ'লে ধুয়ে ওযূ করে ছালাতে যাবে। আর ছালাতে থাকা অবস্থায় ধারণা হ'লে বা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হ'লে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছালাত আদায় অব্যাহত রাখবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৪৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : কুরআন মুখস্থ করে ভুলে গেলে সে ক্বিয়ামতের দিন হাত-পা কাটা অবস্থায় উঠবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-সাদিয়া, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৪; তিরমিযী হা/২৯১৬; মিশকাত হা/৭২০, ২২০০; যঈফুল জামে' হা/৫১৩৬, ৫১৫৩)*। তবে কুরআন মুখস্থ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ কুরআন মুখস্থ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। উল্লেখ্য যে, দু'টি কারণে মানুষ কুরআন ভুলে যায়। ১. মানবীয় স্বভাবজাত কারণ তথা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে। এভাবে ভুলে গেলে সে গুনাহগার হবে না। রাসূল (ছাঃ) নিজে মাঝে-মধ্যে কুরআন ভুলে যেতেন এবং ছাহাবীগণের তেলাওয়াত শুনে স্মরণ করে নিতেন *(বুখারী হা/৫০৩২, ৫০৪২; মুসলিম হা/৭৮৮, ৭৯০; মিশকাত হা/২১৮৮)*। ২. অলসতা বা অবহেলার কারণে। এমন কোন কারণে কুরআন ভুলে গেলে গোনাহগার হ'তে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৪২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৯৯; উছায়মীন, কিতাবুল ইলম ৯৬-৯৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : তিলক বা টিপ পরার বিধান কি?

-সাদিয়া জুয়াইরিয়া, ভবানীগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : তিলক বা টিপ হিন্দুদের একটি ধর্মীয় প্রতীক। তারা তাদের বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন টিপ বা তিলক ব্যবহার করে থাকে *(বাংলাপিডিয়া)*। আবার কোন হিন্দু ধর্ম মতে, তিলক হ'ল তৃতীয় চোখ যা শিশুদের বদনযর থেকে হেফাযত করে। অতএব একজন মুসলমানের জন্য অন্য ধর্মের কোন প্রতীককে সৌন্দর্যের জন্য হ'লেও ব্যবহার করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করল, সে তাদেরই দলভুক্ত হ'ল' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : রামাযান মাসে সারারাত জেগে ক্বিয়ামুল লায়ল পালন করা যাবে কি?

-ডা. হেলালুদ্দীন, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান বা রামাযানের বাইরে কোন সময়ে নিয়মিত সারা রাত জেগে কিয়ামুল লাইল পালন করা সমীচীন নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কখনো ভোর পর্যন্ত সারারাত জেগে ইবাদত করতে এবং রামাযান মাস ছাড়া এক নাগাড়ে পুরো মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি *(মুসলিম হা/৭৪৬; নাসাঈ হা/১৬৪১)*। জনৈকা নারী সারারাত

ক্বিয়ামুল লাইল করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তা অপসন্দ করেন *(মুসলিম হা/৭৮৫; আহমাদ হা/২৬১৩৭)*। এক্ষণে করণীয় হ'ল রাতের কিছু অংশে ঘুমানো ও কিছু অংশে ক্বিয়ামুল লাইল করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ'ল দাউদ (আঃ)-এর পদ্ধতিতে (নফল) ছালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) ছালাত আদায় করতেন আর বাকী অংশ ঘুমাতেন *(বুখারী হা/১১৩১; মিশকাত হা/১২২৫)*। অতএব সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সঠিক পথে থাক এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর *(তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : লভ্যাংশের কিছু অংশ প্রদানের শর্তে একজনের টাকা অন্যজনের পরিশ্রমের ভিত্তিতে ব্যবসা করলে উক্ত ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-নাজমুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : এই ধরনের ব্যবসা জায়েয, যাকে ইসলামী শরী'আতে মুযারাবা বলে। অর্থাৎ অন্যের সম্পদে নিজের শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা। ওছমান (রাঃ)-এর মাল নিয়ে আব্দুর রহমানের দাদা ব্যবসা করতেন। লাভ তাদের মধ্যে চুক্তি মতে ভাগ হ'ত *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৭২, ৫/২৯২ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রেফার করার জন্য ডাক্তারকে যদি কমিশন দেওয়া হয়, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-ডা. ফীরোয কবীর, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : কমিশন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন চিকিৎসক বিশেষ কোন ডায়গনস্টিক সেন্টারে রেফার করলে সেটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। তবে সাধারণভাবে কোন ক্লিনিক যদি স্বেচ্ছায় লভ্যাংশ থেকে কিছু কমিশন দেয়, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী
M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধনিয়া, মহুরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম www.ahlehadeethbd.org

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

(বালক ও বালিকা শাখা)

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহ্বান

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন একদল দ্বীনদার আলেম ও তাক্বওয়াশীল যোগ্য নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর শিক্ষা বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন যেলায় বেশ কিছু যুগোপযোগী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া আম চত্বর সংলগ্ন **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'** যার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বালক ও বালিকা শাখায় হিফয ও কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) শ্রেণী সহ এ বছর ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। অত্র মারকায সহ সারা দেশে ইয়াতীম-ইয়াতীমা প্রতিপালিত হচ্ছে তিন শতাধিক। প্রতিজন ইয়াতীমের জন্য মাসিক ব্যয় ৩ হাযার টাকা এবং ৩০০ ইয়াতীমের বার্ষিক ব্যয় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। উভয় শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবত বার্ষিক ব্যয় প্রায় ২ কোটি টাকা।

মারকাযের বালিকা শাখাটি বালক শাখার অনতিদূরে ৯ বিঘা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে সেখানে তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। যেখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়া মারকাযের বালক শাখায় ইয়াতীমদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট পৃথক একটি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন, নেকী অর্জনের অনন্য মাস রামাযানে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের দানের হাত বাড়িয়ে দিন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন! যাকাত-ফিৎরা, ছাদাক্বা ও এককালীন দান সরাসরি রশিদের মাধ্যমে অথবা নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাব ও বিকাশ/ডাচ বাংলা নম্বর সমূহের মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন।

মহিলা মাদ্রাসার মাস্টার প্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

অবকাঠামো নির্মাণের জন্য :
ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য :
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জেনারেল ফাণ্ড, সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০৩৬৯০/৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পের জন্য :
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯
ডাচ বাংলা : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯৭

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 7, april 2021

তুহফায়ে রামাযান

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ : ২০২১

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	খৃষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	১৪ এপ্রিল	বুধবার	৪:২০	৬:২০
০২ রামাযান	১৫ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:১৯	৬:২০
০৩ রামাযান	১৬ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১৮	৬:২১
০৪ রামাযান	১৭ এপ্রিল	শনিবার	৪:১৭	৬:২১
০৫ রামাযান	১৮ এপ্রিল	রবিবার	৪:১৬	৬:২২
০৬ রামাযান	১৯ এপ্রিল	সোমবার	৪:১৫	৬:২২
০৭ রামাযান	২০ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:১৪	৬:২৩
০৮ রামাযান	২১ এপ্রিল	বুধবার	৪:১৩	৬:২৩
০৯ রামাযান	২২ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:১২	৬:২৩
১০ রামাযান	২৩ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১১	৬:২৪
১১ রামাযান	২৪ এপ্রিল	শনিবার	৪:১০	৬:২৪
১২ রামাযান	২৫ এপ্রিল	রবিবার	৪:০৯	৬:২৫
১৩ রামাযান	২৬ এপ্রিল	সোমবার	৪:০৮	৬:২৫
১৪ রামাযান	২৭ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:০৭	৬:২৬
১৫ রামাযান	২৮ এপ্রিল	বুধবার	৪:০৬	৬:২৬
১৬ রামাযান	২৯ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:০৫	৬:২৭
১৭ রামাযান	৩০ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:০৪	৬:২৭
১৮ রামাযান	০১ মে	শনিবার	৪:০৩	৬:২৮
১৯ রামাযান	০২ মে	রবিবার	৪:০২	৬:২৮
২০ রামাযান	০৩ মে	সোমবার	৪:০১	৬:২৮
২১ রামাযান	০৪ মে	মঙ্গলবার	৪:০১	৬:২৯
২২ রামাযান	০৫ মে	বুধবার	৪:০০	৬:২৯
২৩ রামাযান	০৬ মে	বৃহস্পতি	৩:৫৯	৬:৩০
২৪ রামাযান	০৭ মে	শুক্রবার	৩:৫৮	৬:৩০
২৫ রামাযান	০৮ মে	শনিবার	৩:৫৭	৬:৩১
২৬ রামাযান	০৯ মে	রবিবার	৩:৫৭	৬:৩২
২৭ রামাযান	১০ মে	সোমবার	৩:৫৬	৬:৩২
২৮ রামাযান	১১ মে	মঙ্গলবার	৩:৫৫	৬:৩২
২৯ রামাযান	১২ মে	বুধবার	৩:৫৪	৬:৩৩
৩০ রামাযান	১৩ মে	বৃহস্পতি	৩:৫৪	৬:৩৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−১	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৫	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৮	+৮	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৭	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১০	+১০
নওগাঁ	+৪	+৭	+৭	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+২	+১০	+১১	+১২
দিনাজপুর	+৩	+৯	+১০	+১০
লালমণিরহাট	−১	+৭	+৭	+৭
নীলফামারী	+২	+৯	+৯	+১০
গাইবান্ধা	০	+৫	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+১০	+১১	+১২
রংপুর	০	+৭	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	−১	+৬	+৬	+৬

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	−১	+৩	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	+১	+১	+২
জামালপুর	−১	+৩	+৪	+৪
নেত্রকোণা	−৪	০	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৮	+৪	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২
বাগেরহাট	+৫	+১	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−২	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৫	−৯	−৯	−৯
নোয়াখালী	−১	−৪	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	০	−৩	−৩	−৩
চট্টগ্রাম	−৩	−৭	−৮	−৮
কক্সবাজার	−২	−৯	−৯	−১০
খাগড়াছড়ি	−৫	−৭	−৮	−৮
বান্দরবান	−৪	−৯	−৯	−১০

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+৩	০	−১	−১
পটুয়াখালী	+৩	−১	−২	−২
পিরোজপুর	+৪	+১	০	০
বরিশাল	+২	−১	−১	−২
ভোলা	+১	−২	−৩	−৩
বরগুনা	+৪	−১	−১	−২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৮	−৫	−৫	−৪
মৌলভীবাযার	−৭	−৫	−৫	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−২	−২	−২

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল